টারজান

বনের রাজা

এডগার রাইস বারোজ

রুপান্তরঃ রকিব হাসান

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.org

www.BanglaBook.org

বনের রাজা

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৮৬

এক

আগুন ছড়াচ্ছে যেন সূর্য। একরত্তি বাতাস নেই, গাছের পাতাও নড়ে না। নিঝুম এই দুপুরে বিশাল হাতি ট্যান্টরেরও ঝিমুনি এসেছে। শুয়ে আছে বনের ভেতরে গাছের ছায়ায়। তার গা ঘেঁষে শুয়ে আছে একজন সাদা মানুষ। মানুষটার সাদা চামড়া রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে হয়ে উঠেছে তামাটে, চকচকে। আরামে ঘুমিয়ে আছে দুই অসম বন্ধু। বাতাস নেই, গন্ধ আসছে না নাকে, জানলই না পা টিপে টিপে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে একদল মানুষ।

হাতির পায়ের ছাপ দেখে দেখে এগিয়ে আসছে শিকারীরা। চোখেমুখে উত্তেজনা। ওরা এসেছে উত্তর থেকে, বেনী সালেমের শেখ ইব্‌নজাদের লোক। দলে দু'জন আরব—ফাহ্‌দ আর মতলগ, বাকি সব নিগ্রো গোলাম। বিশাল হাতির দাঁতের স্বপ্ন দেখছে দুই আরব, নিগ্রোরা মাংসের—হাতির মাংস খুব প্রিয় ওদের। সবার আগে রয়েছে ফেজুয়ান, গাল্লা উপজাতির লোক, বনেবাদাড়ে চিহ্ন দেখে অনুসরণ করায় তার জুড়ি নেই। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, পেটানো স্বাস্থ্য। শেখের গোলামদের সর্দার।

হাতির দাঁত কিংবা মাংস, কোনটার কথাই ভাবছে না ফেজুয়ান। ভাবছে অন্য কথা। তার গাঁ হাবাস-এর কথা। সেই ছোটবেলায় সাত-আট বছর বয়েসে তাকে চুরি করে নিয়ে যায় দাস ব্যবসায়ীরা। এতদিন পর আবার এদিকে এসেছে সে। ফেজুয়ানের অনুমান, হাবাস গ্রামটি কাছাকাছিই কোথাও। হয়তো মুক্তির সময় এগিয়ে এসেছে তার।

হাবাসের ভাবনা থেকেই অন্য ভাবনায় চলে গেল তার মন। শেখ ইব্‌নজাদের কথা মনে এল। বছরখানেক আগে হাবাস থেকে তার কাছে গিয়েছিল এক গেঁয়ো ওঝা। গোপনে কি সব ফুসুর-ফাসুর করেছে, তারপর থেকেই অস্থির হয়ে উঠেছে ইব্‌নজাদ। কোন এক অজানা জায়গায় যেতে চায়। ম্যাপও তৈরি করে ফেলেছে। ম্যাপটা দেখেছে ফেজুয়ান, কিন্তু জায়গাটা চিনতে পারেনি। বুঝতেও পারেনি কিছু···হঠাৎ একঝলক বাতাস এসে লাগল নাকে। বয়ে নিয়ে এসেছে হাতির গায়ের তীব্র গন্ধ। থমকে গেল ফেজুয়ান। নিমেষে দূর হয়ে গেল সমস্ত ভাবনা-চিন্তা।

ঝোপের ফাঁক দিয়ে ট্যান্টরের কালো পিঠটা চোখে পড়ল তার। হাতের ইশারায় সঙ্গীদের ডাকল। হাতিটা দেখাল।

পুরানো আমলের বন্দুক ফাহ্‌দের হাতে। সেটা তুলে নিশানা করল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুলির কানফাটানো শব্দ, ট্যান্টিরের আর্তচিৎকার, বারুদের গন্ধ···জেগে উঠে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না টারজান। সে পিঠে বসে আছে, পাগলের মত ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটছে হাতি। মোটা একটা ডালের তলা দিয়ে ছুটল ট্যান্টির। বিমূঢ়তা পুরোপুরি কাটেনি টারজানের, শেষ মুহূর্তে ঝটকা দিয়ে মাথা সরিয়েও বাঁচতে পারল না। কপালে ডালের বাড়ি খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল হাতির পিঠ থেকে। জ্ঞান হারাল।

'গুলি লাগেনি!' চেঁচিয়ে উঠল ফেজুয়ান।

'না, লেগেছে,' বলল ফাহ্‌দ। 'যেভাবে চেঁচিয়ে উঠল···

'লাগলেও ঠিকমত লাগেনি, কিছু হয়নি হাতিটার। মরবে না,' মাথা নাড়ল ফেজুয়ান। 'চলুন, দেখি।'

ঝোপঝাড় ঠেলে বেরিয়ে এল ওরা। হাতিটা যেদিকে ছুটে গেছে সেদিকে এগোল।

খানিকটা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল ফাহ্‌দ। 'আরে, এ-কি! গুলি করলাম হাতিকে, মরল একটা মানুষ!'

টারজানকে ঘিরে দাঁড়াল শিকারীরা।

'ব্যাটা নিশ্চয় কিরিশ্চান,' ঘৃণায় মাটিতে থুতু ছিটাল ফাহ্‌দ। 'এই চিত করো তো ব্যাটাকে, চেহারা দেখি।'

চিত করা হলো টারজানকে। তার বুকে কান ঠেকিয়ে বলল ফেজুয়ান, বেঁচে আছে।'

'তাহলে দিই শেষ করে,' ছুরি বের করল ফাহ্‌দ। 'বিধর্মী কাফেরকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই।'

'না না,' এতক্ষণে কথা বলল মতলগ, 'খামোকা কেন মানুষ খুন করবে?'

'হোক না মানুষ, এ ব্যাটা কিরিশ্চান···'

'কিরিশ্চান হলেই খুন করতে হবে নাকি? চলো বরং একে শেখের কাছে নিয়ে যাই। সাদা চামড়ার একটা গোলাম পেলে মন্দ কি?'

'এই দানব বয়ে নিতে যাবে কে? তুমি?' ভুরু কোঁচকাল ফাহ্‌দ।

'হাঁটিয়েই নিতে পারব, ওই দেখো,' আঙুল তুলল মতলগ। 'নড়ছে। হুঁশ ফিরবে শিগগিরই।···এই, জলদি এর হাত বেঁধে ফেল শক্ত করে,' গোলামদেরকে আদেশ দিল সে।

উটের চামড়ার ফালি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলা হলো টারজানের হাত। ঠিক এই সময় চোখ মেলল সে। উঠে বসার চেষ্টা করেই বুঝতে পারল হাত বাঁধা। ঝাড়া দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে চাইছে মাথার ভেতরটা। দলটার ওপর একবার চোখ বুলিয়েই বুঝে নিল, ওরা শত্রু, বিশেষ সুবিধার লোক নয়।

'আমার হাত বাঁধা কেন?' গম্ভীর হয়ে আরবদের ভাষায় বলল টারজান। 'খুলে দাও।'

'খুলে দেব?' ভুরু কুঁচকে মুখ বাঁকিয়ে কুৎসিত হাসি হাসল ফাহ্‌দ।

www.BanglaBook.org

'স্পর্ধা তো কম না। কিরিশ্চানের বাচ্চা, বেদুইনকে হুকুম করিস! দাঁত ভেঙে দেব ঘুসি মেরে।'

'ভাল চাইলে খুলে দাও,' গমগম করে উঠল ভারী গলা। 'আমি টারজান বলছি, খুলে দাও।'

অস্ফুট শব্দ করে পিছিয়ে গেল নিগ্রোরা।

'টারজান!' চমকে উঠেছে মতলগও। ফাহ্‌দকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'এই সেই লোক, যার কথা প্রায়ই বলে নিগ্রোরা। ধরে আনতে গেলে যার দোহাই দিয়ে শাসায় আমাদেরকে। ভয়ঙ্কর লোক।'

'তাহলে তো এখনি শেষ করে দেয়া উচিত,' ছুরির ধার পরীক্ষা করছে ফাহ্‌দ।

'এমন কাজও কোরো না,' তাড়াতাড়ি বাধা দিল মতলগ। 'টারজানকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে গোলামরা। কেউ পালিয়ে গিয়ে যদি গাঁয়ে খবর দেয়, আশপাশের সবকটা গাঁ থেকে ছুটে আসবে যোদ্ধারা, ধরে ছিঁড়ে ফেলবে আমাদেরকে।'

'তাহলে কি করব?'

'চলো, ধরে নিয়ে যাই শেখের কাছে। শেখ যা খুশি করবে।'

টারজানের কাছে এসে দাঁড়াল দু'জনে। মতলগ বলল, 'জনাব টারজান, আপনি রাজি থাকলে শেখের কাছে নিয়ে যাব আপনাকে। আশা করি জোরাজুরি করবেন না, তাহলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের।'

কি ভাবল টারজান। 'বেশ চলো। শেখকে কিছু কথা বলার আছে আমার।' উঠে দাঁড়াল সে।

উটের চামড়ার তৈরি বড় তাঁবুর ভেতরে পুরু গালিচায় জাঁকিয়ে বসেছে শেখ ইব্‌নজাদ। পাশে বসেছে তার ভাই তোলগ আর এক বেদুইন যুবক—জিয়াদ। তাঁবুর অর্ধেকটা বুক-সমান উঁচু পর্দা দিয়ে ঘেরা, ওপাশে শেখের হারেম। সেখানে রান্নায় ব্যস্ত বেগম হিরফা আর মেয়ে আতিজা। পিতলের বিশাল ডেকচিতে সেদ্ধ হচ্ছে উটের মাংস। সেদিকে চোখ কিন্তু দু'জনের কান রয়েছে পুরুষদের কথাবার্তার দিকে।

'এতদিন তো নিরাপদেই এসেছি,' বলল শেখ। 'এইবার হয়তো পড়ব বিপদে। নিমরে যেতে হলে আল-হাবাসের ধার দিয়ে যেতে হবে। ফেজুয়ান ব্যাটা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে? যদি গাঁয়ে গিয়ে তার লোকদেরকে উল্টোপাল্টা খবর দেয়? বিপদে পড়ে যাব।'

'এখনও আশা ছাড়তে পারছ না?' বলল তোলগ। 'ভেবদন্তির শহর, খুঁজে পাব কিনা কে জানে!'

'নিশ্চয় পাব। ফেজুয়ানকে হাতে রাখতে হবে। ওকে বাধ্য রাখতে পারলে, হাবাস থেকে লোক জোগাড় করতে পারব আমরা। হাবাসের অনেকেই নাকি চেনে নিমর...'

'নগরীটা আল-হাওয়ারা পাহাড়ের মত হয় হলেই বাঁচি,' কথার মাঝখানে বলে জিয়াদ, 'শুনেছি, ওই পাহাড়ের তলায় নাকি লুকানো আছে অনেক

www.BanglaBook.org

ধনরত্ন, পাহারা দেয় এক জিন। এক দরবেশ বাবা বলেছে আমাকে। ওই দৌলতে হাত দিলে নাকি সারা দুনিয়ায় পাপের বন্যা বইতে থাকবে, ধ্বংস হয়ে যাবে দুনিয়া!' বিজ্ঞের মত মাথা দোলাল সে।

'আমিও শুনেছি কথাটা,' সায় দিয়ে বলল তোলগ। ভয়ে ওই পাহাড়ের কাছেই নাকি যায় না কোন মানুষ।'

'আরে দুত্তোর!' রেগে গেল ইব্‌নজাদ। যত সব কিচ্ছাকাহিনী! বাদ দাও ওসব কথা। নিমরে কোন জিন নেই, আছে হাবাসরা। কেজুয়ান কোন গোলমাল না পাকালেই হলো। আর যদি তেমন কিছু করেই বসে, কুছ পরোয়া নেই। রাইফেল-বন্দুক তো আছেই আমাদের কাছে। তবে হ্যাঁ, ধনরত্নগুলো নিয়ে কি করে বেরিয়ে আসব, সেটা এখনও জানি না। আরেকটা ব্যাপার, ওখানে নাকি এক রাজকন্যা আছে, পরীর চেয়ে সুন্দরী। ধনরত্নের চেয়ে তাকে বাঁচানোর দিকেই বেশি নজর হাবাসদের।'

'ওঝা ব্যাটারা ওই কেচ্ছাই বলে বেশি,' গোমড়ামুখে বলল তোলগ।

কি কথা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল শেখ। কান পাতল। 'কারা আসছে যেন?'

অনেক মানুষের গলা শোনা গেল। বাইরে বেরোল তিন বেদুইন। জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে শিকারীর দল, সঙ্গে হাত বাঁধা একজন মানুষ।

কাছে এসে দাঁড়াল দলটা। লাল কুতকুতে চোখ মেলে বন্দীকে দেখছে ইব্‌নজাদ। তোলগের বসন্তের দাগে ভরা কুৎসিত মুখ থমথমে। জিয়াদের গভীর কালো বড় বড় দুই চোখে কৌতূহল।

'শেখ কে?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল টারজান।

'আমি,' মুখের কাপড় সরাল ইব্‌নজাদ। 'তুমি কে?'

'আমি টারজান।'

'নামটা শুনেছি কি?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল শেখ।

'শোনার তো কথা,' বলল টারজান, 'এ অঞ্চলে দাস ব্যবসা করো যখন।'

'দাস ব্যবসা করি কে বলল তোমাকে? আমরা হাতির দাঁতের ব্যবসা করি, মরা হাতির দাঁত জোগাড় করে নিয়ে যাই।'

'কেন মিছে কথা বলছ?' ধমক দিয়ে বলল টারজান। 'মনিবেরা আর গাল্লা গোলাম তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। ওরা নিশ্চয় শখ করে তোমার কাজ করতে আসেনি। মরা হাতির কথা বলছ? গুলি করলে তো মরবেই। আমার চোখের সামনে হাতিকে গুলি করেছ তোমার শয়তানের দল। সাফ বলে দিচ্ছি, আমার এলাকায় এ সব অত্যাচার চলবে না।'

'মাংসের জন্যে করেছে, দাঁতের জন্যে নয়,' প্রতিবাদ করল শেখ। 'মোষটোষ মনে করে হাতিকে গুলি করেছে।'

'বাজে কথা রাখো। তাঁবু গুটিয়ে যেদিক থেকে এসেছ সেদিকে ফিরে যাও। সুদান পর্যন্ত এগিয়ে দেয়ার লোক দেব আমি সঙ্গে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি আর হাতি মারব না,' কণ্ঠস্বর নরম করল শেখ। 'মরা হাতির দাঁত জোগাড় করব শুধু। মাংসের দরকার না হলে হরিণও মারব না। আচ্ছা, আমার লোকদেরকে গোলাম বলছ কে? ভাল মাইনে দিয়ে রেখেছি, পোষালে থাকবে, নাহয় চলে যাবে। আর তোমার রাজত্বেও বিনে পয়সায় ব্যবসা করব না, ভাল সেলামী পাবে।'

'না,' মাথা নাড়ল টারজান, 'সেলামী-টেলামী দরকার নেই আমার। এখুনি তোমাদের চলে যেতে হবে।'

ভুরু কুঁচকে গেল শেখের। 'ও, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। শান্তি চেয়েছি, সেলামী দিতে চেয়েছি, তাতেও রাজি না! বেশ, আঙুল বাঁকাই করব। সন্ধ্যাতক সময় দিলাম তোমাকে। এর মধ্যে ভেবে দেখো, কি করবে।' গোলামদের দিকে ফিরে আদেশ দিল, 'একে নিয়ে যা। আরও ভালমত বেঁধে, ফেলে রাখগে তাঁবুর ভেতরে।'

গোলামেরা টানতে টানতে নিয়ে চলল টারজানকে। ফিরে চেয়ে বলল টারজান, 'কাজটা ভাল করছ না শেখ।'

'আরে যাও যাও, কত দেখলাম,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ইব্‌নজাদ। 'মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবোগে, মুক্তি চাও, না মৃত্যু। আমি এখানে যে কাজে এসেছি, তা শেষ না করে যাব না। তার জন্যে যতগুলো খুন করা দরকার করব।'

শেখের তাঁবুর কাছেই আরেকটা ছোট তাঁবুতে হাত-পা বেঁধে টারজানকে ফেলে রেখে এল গোলামেরা।

নিজের তাঁবুতে আলোচনায় বসল শেখ তার লোকজন নিয়ে।

'আমি ব্যাটাকে মেরেই ফেলতে চেয়েছিলাম,' কথায় কথায় বলল ফাহদ। 'মতলগ বাধা দিল। মেরে ফেললে আর এত সব ঝঞ্ঝাট হত না।'

'না, হত না,' মুখ ভেংচে বলল মতলগ। 'প্রাণ নিয়ে আর দেশে ফিরতে হত না।'

'ফাহ্‌দ ঠিকই করছিল,' বলল তোলগ। 'টারজানকে বাঁচিয়ে রেখে কি লাভ আমাদের? আমাদের কথায় রাজি হলোই নাহয়, ছেড়েও দেয়া হলো তাকে, কিন্তু দলবল নিয়ে আক্রমণ করতে ফিরে আসবে না, সে নিশ্চয়তা কোথায়?'

'হুঁম,' মাথা দোলাল শেখ, 'এখন তাই মনে হচ্ছে।'

'তাহলে দেব শেষ করে, রাতের বেলা। জঙ্গলে কোথাও ফেলে দিয়ে আসব। চুকে যাবে ল্যাঠা,' বলল তোলগ।

'হ্যাঁ,' তোলগের কথায় সায় দিল ফাহ্‌দ। 'হায়েনা আর শেয়ালে খেয়ে ফেলবে লাশটা। সকালে কুলিদের বলব, রাতে পালিয়ে গেছে টারজান। কিংবা এ-ও বলতে পারি, শেখ আর টারজানের মাঝে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ছেড়ে দেয়া হয়েছে তাকে।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু শেষটা করছে কে?' প্রশ্ন করল ইব্‌নজাদ।

'ওটা একটা সমস্যা হলো নাকি?' খিকখিক করে হাসল ফাহ্‌দ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বেশ,' নিশ্চিত হতে পারছে না শেখ। 'পারো যদি, ভাল। আমার কোন আপত্তি নেই। তোমার আর তোলগের ওপরই ভারটা ছেড়ে দিলাম।'

আলোচনা শেষ হলো। যার যার তাঁবুর দিকে চলে গেল ফাহ্‌দ, তোলগ আর মতলগ।

দুই

অন্ধকার রাত নেমেছে। ছোট্ট তাঁবুতে বাঁধন খোলার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে টারজান। পারছে না। মাঝে মাঝে থেমে কান পেতে শুনছে রাতের শব্দ—পোকামাকড়ের কর্কশ চিৎকার, সিংহের গর্জন, চিতাবাঘের কাশি। হাতির ডাকও কানে এল, ট্যান্টরের গলা। যতই খোলার চেষ্টা করছে টারজান, বাঁধন আরও চেপে বসছে কব্জিতে। কিন্তু হাল ছাড়ল না সে।

'ফাহ্‌দকে আমার একটুও ভাল লাগে না,' চাপা গলায় বলল জিয়াদ। বড় তাঁবুর সামনে অন্ধকারে বসে আছে সে আর শেখের মেয়ে আতিজা।

'আমারও না,' জবাবে বলল আতিজা। 'কিন্তু আব্বাজান খুব বেশি বিশ্বাস করে ওকে। নিশ্চয় ভুল করছে। ফাহ্‌দ খুব ধূর্ত। নিশ্চয় কোন বদ মতলব রয়েছে, সেজন্যেই এসেছে সঙ্গে।'

'শুধু সে না, আরও একজনকে ভাল লাগে না আমার,' বলল জিয়াদ। 'সারাক্ষণই দেখি গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর করে দু'জনে।'

'জানি, কার কথা বলছ। আমিও দেখতে পারি না ওকে।'

'কিন্তু আতিজা, ও তোমার চাচা।'

'তাতে কি? খারাপ চাচাকে ভাল বলার কোন কারণ নেই। আমার ভয় চাচা আর ফাহ্‌দ মিলে...' হঠাৎ অদ্ভুত একটা আওয়াজে চমকে গেল আতিজা। 'আরে! ও কিসের শব্দ!'

হৈ-চৈ পড়ে গেল তাঁবুতে তাঁবুতে। বন্দুক হাতে বেরিয়ে এল কেউ কেউ। ভয়ে কাঁপছে কুলিরা। কিসের শব্দ!

'কোন্ তাঁবু থেকে এসেছে শব্দটা!' উত্তেজনায় কাঁপছে শেখের গলা। 'জানোয়ারের ডাক!' টারজানের তাঁবুর দিকে চেয়ে আছে সে চিন্তিত ভঙ্গিতে।

'টারজান মানুষ, জানোয়ার নয়,' ভাইয়ের ভাবভঙ্গি লক্ষ করে বলল পাশে দাঁড়ানো তোলগ।

'কিন্তু আওয়াজটা ওর তাঁবু থেকে এসেছে বলেই মনে হলো!'

'চলো দেখি!'

লণ্ঠন হাতে দু'জনেই ঢুকল টারজানের তাঁবুতে।

বসে আছে টারজান। চোখ তুলে তাকাল। 'কি হলো? এত রাতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার ঘুম নষ্ট করতে এসেছ?'

'কে চেঁচাল?' পাল্টা প্রশ্ন করল ইব্‌নজাদ। 'জানোয়ারের মত?'

'তাহলে কোন জানোয়ারই হবে,' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ঠোঁট ওল্টাল টারজান। 'কেন, ভয় পেয়েছ নাকি?'

'বেদুইনরা ভয় পায় না,' মাথা উঁচু করে বলল শেখ। 'ভাবলাম, কোন জন্তু-জানোয়ারে ধরে খেয়ে ফেলছে তোমাকে, তাই দেখতে এলাম। যাক, কোন বিপদে পড়োনি। ভাবছি, কাল সকালে তোমাকে ছেড়ে দেব।'

'সে তোমাদের খুশি,' বলল টারজান। 'কিন্তু সকালে কেন? এখন নয় কেন?'

'কুলিরা সন্দেহ করবে, সেজন্যে। তোমাকে মেরে ফেলেছি, ভেবে বসতে পারে ওরা। গোলমাল বাধাতে পারে। তাই সবার সামনেই মুক্ত করে দেব।'

আর কিছু না বলে তোলগকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ইব্‌নজাদ। ধীরে ধীরে আবার থেমে এল হৈ-চৈ, তোলগ আর ইব্‌নজাদ ছাড়া যার যার তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়ল সবাই।

'খবরদার তোলগ, খুব সাবধান!' এই নিয়ে প্রায় দশবার ভাইকে হুঁশিয়ার করল ইব্‌নজাদ। তাঁবুর ভেতরে আবার আলোচনায় বসেছে দুজনে। 'কেউ যেন টের না পায়। দু'জন খুব বিশ্বাসী গোলাম সঙ্গে নেবে। ফেলে দিয়ে আসবে লাশটা। ফেজুয়ানকে নিতে পারো, আরেকজন নিয়ো তোমার পছন্দমত।'

'আব্বাসকে নিলে কেমন হয়?' বলল তোলগ। 'বিশ্বাসী, গায়ে মোষের জোর।'

'খুব ভাল হয়। তবে ওদেরকে বোলো না তুমি মেরেছ। বলবে, একটা শব্দ শুনে তাঁবুতে ঢুকে দেখেছ, টারজান মরে পড়ে আছে।'

'ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না, ভাইজান।'

'খবরদার, আমরা ছাড়া আর কেউ যেন না জানে আসল ব্যাপার।'

'জানবে না।'

'যাও তাহলে। এটাই ঠিক সময়। ভয়ে কুলিরা এখন বেরোবে না তাঁবু থেকে।'

অন্ধকারে গা ঢেকে পা টিপে টিপে টারজানের তাঁবুর দিকে এগোচ্ছে তোলগ। খুব সতর্ক।

আস্তে করে তাঁবুর ভেতরে ঢুকল তোলগ। দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে। ভেতরের অন্ধকার চোখে সইয়ে নিতে চাইছে।

'কি হলো, তোলগ, আবার এসেছ কেন?'

চমকে উঠল তোলগ। জেগেই আছে টারজান। ঘুমের মধ্যে আর কাজ শেষ করা গেল না।

ছুরি ধরা হাতটা পেছনে এনে ধীরে ধীরে এগোল তোলগ।

'খুন করতে এসেছ আমাকে, তাই না?' শান্ত গলা টারজানের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বাঁচার সুযোগ দেয়া হয়েছিল তোমাকে,' চাপা গলায় বলল তোলগ। 'রাজি হওনি। এখন মরো।' ছুরিশুদ্ধ হাতটা সামনে নিয়ে এল সে। টারজানের পাশে বসে ছুরি তুলল কিন্তু বসাতে পারল না জায়গামত তার আগেই গড়িয়ে সরে গেল টারজান।

'নাসরানি কুত্তার বাচ্চা!' দাঁতে দাঁত চেপে গাল দিয়ে উঠল তোলগ। মাটিতে গাঁথা ছুরিটা তুলে আনল টান দিয়ে। আবার ছুরি মারতে গেল টারজানকে। গড়িয়ে যাতে সরে যেতে না পারে, সেদিকে লক্ষ রেখেছে।

তোলগের ছুরি নেমে আসার আগেই থরথর করে কেঁপে উঠল তাঁবু। পরক্ষণেই টান দিয়ে কে যেন তুলে নিল তাঁবুটা। দড়ি আর কাপড় ছেঁড়ার পটপট ফড়ফড় আওয়াজ হলো।

চমকে ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকাল তোলগ। খোলা আকাশ চোখে পড়ল। এক পাশে আবছামত দেখতে পেল দানবটাকে। চেঁচিয়ে ওঠারও সময় পেল না। তার আগেই শুঁড়ে পেঁচিয়ে গেল তার শরীরটা। জোর এক ঝাঁকুনি। শূন্যে উড়ে গেল তোলগ। ঝুপ করে গিয়ে পড়ল দূরের এক ঝোপের ওপর।

সেখান থেকেই তোলগের কানে এল মানুষের আর্তচিৎকার। রাইফেলের গর্জন। পরক্ষণেই যেন ঝড় উঠল। ঝোপঝাড় ডালপাতা ভাঙার শব্দ তুলে বনের দিকে ছুটে চলে গেল যেন কোন দানব।

তাঁবুতে তাঁবুতে আবার হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। আলো হাতে বেরিয়ে এসেছে কয়েকজন। শেখের গলা শোনা যাচ্ছে।

তোলগের কপাল ভাল, ঝোপের ওপর পড়েছে। নইলে হাড়গোড় আর আস্ত থাকত না। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল সে। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল টারজানের তাঁবুটা যেখানে ছিল সেখানে। তাঁবু নেই এখন। টারজানও নেই।

'এই যে, তোলগ,' তাকে দেখেই বলে উঠল শেখ, 'কোথায় গিয়েছিলে? কি হয়েছিল? তাঁবু এভাবে উপড়াল কে?'

'ইবলিস!' ভয়ে কাঁপছে তোলগের গলা। 'ইবলিসের সঙ্গে যোগসাজশ আছে টারজানের! হাতির রূপ ধরে এসে তাকে নিয়ে গেছে ইবলিস। আমাকে ছুঁড়ে ফেলেছিল ঝোপের ওপর...'

অনেক খোঁজাখুজি হলো, আশপাশে কোথাও পাওয়া গেল না টারজানকে। এক জায়গায় মরে আছে একজন পাহারাদার, থেঁতলে গেছে শরীরটা। বীভৎস দৃশ্য।

গম্ভীর হয়ে গেছে ইব্‌নজাদ। সব কিছু দেখেশুনে বলল, 'এখুনি তাঁবু তোলো। সময় থাকতে প্রাণ নিয়ে পালানো দরকার।'

তাঁবু তুলতে তুলতে ভোর হয়ে গেল। ধূসর আলোয় এগিয়ে চলল কাফেলা। বেদুইন পুরুষেরা বেশির ভাগ চলেছে উটের পিঠে, মেয়েরা টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে, কুলি আর গোলামেরা পায়ে হেঁটে। সবার আগে রয়েছে শেখ ইব্‌নজাদ। সবার পেছনে ফাহদ আর তোলগ। জিয়াদ ঘোড়া নিয়ে একবার আগে যাচ্ছে, একবার পিছে, কাফেলার তদারকিতে রয়েছে সে। তবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাঝামাঝি জায়গায় থাকার দিকেই লক্ষ বেশি তার, কারণ ওখানে রয়েছে আত্রিজা।

ব্যাপারটা ফাহ্‌দের চোখেও পড়েছে। রেগে গিয়ে চাপা গলায় বলল, 'তোলগ তুমি কথা দিয়েছিলে! এখন কি দেখছি।'

'দিয়েছিলাম, বরখেলাপ করিনি এখনও,' আত্রিজা আর জিয়াদের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বলল তোলগ। 'তবে ভাইজান বেঁচে থাকতে তোমার আশা পূরণ হবে না।'

'তাহলে!' একটু যেন হতাশ শোনাল ফাহ্‌দের গলা।

'আমি শেখ হলে···কিন্তু তা যখন নই, কথা দিয়েই বা রাখি কি করে?'

'তুমি শেখ হতে পারলে···'

'যা চাইছ, পাবে। কাজেই আমাকে শেখ বানানোর চেষ্টা করতে হবে তোমাকে। যত তাড়াতাড়ি পারবে তত তাড়াতাড়ি পাবে তোমার জিনিস।'

চুপ করে গেল ফাহ্‌দ। কুঁচকে উঠেছে ভুরু। ভাবছে কি যেন!

তিন

তিন দিন তিন রাত কেটে গেল। গভীর বনের ভেতরে ঘাসের ওপর পড়ে আছে টারজান। হাত-পা বাঁধা। খুলতে পারছে না। ট্যান্টর কোন সাহায্য করতে পারছে না এ ব্যাপারে। তবে শুঁড়ে করে পানি আর খাবার এনে দেয়। বন্ধুর পাশে শুয়ে-বসে থেকে তাকে পাহারা দেয়।

চার দিনের দিন কেমন অস্থির হয়ে উঠল ট্যান্টর। কেবলই উত্তরে শুঁড় তুলে গন্ধ শোঁকে, মাঝে মাঝে ডেকে উঠে ভারী গলায়। ব্যাপারটা বুঝতে পারল টারজান। সঙ্গিনীর সাড়া পেয়েছে হাতিটা। অহেতুক তাকে এখানে আটকে রেখে কষ্ট দেয়ার কোন মানে নেই। চলে যেতে বলল টারজান।

দ্বিধা করল ট্যান্টর। একবার খানিক দূর গিয়ে আবার ফিরে এল। ধমক লাগাল টারজান। আর দ্বিধা করল না হাতিটা। চলে গেল উত্তর দিকে।

মাথার ওপরে গাছের ডালে বানরেরা খাচ্ছে, লাফালাফি করছে। বাঁধন খুলে দেয়ার জন্যে ওদেরকে অনুরোধ করল টারজান। চেষ্টাও করল ওরা। কিন্তু তাদের ক্ষমতায় কুলাল না, খুলতে পারল না উটের চামড়ার ফালি দিয়ে বাঁধা শক্ত বাঁধন। ব্যর্থ হয়ে আবার গিয়ে গাছে চড়ল ওরা।

দুপুর হলো। লাফালাফিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বানরেরা, খাওয়া-দাওয়াও সারা। গাছের ডালে বসে খানিক ঝিমিয়ে নিচ্ছে ওরা।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল বানরের দল। ব্যাপারটা চোখ এড়াল না টারজানের। মাটিতে কান পাতল সে। পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'মানু,' বানরদেরকে জিজ্ঞেস করল টারজান, 'কারা আসছে?'

'মাঙ্গানি! মাঙ্গানি!' জবাব দিল বুড়ো বানর। ভয়ে কাঁপছে গলা।

www.BanglaBook.org

'যাও, ডেকে নিয়ে এসো ওদেরকে।'

'ভয় করছে আমার।'

'ভয় কি? উঁচু ডালে থেকো। এত উঁচুতে উঠতে পারে না মাঙ্গানিরা।'

'ঠিক আছে যাচ্ছি,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাঙ্গানিদের ডেকে আনতে রওনা হলো বুড়ো বানর। দলের আর সবাই উঠে গেল মগডালে। ভয়ে চুপ, বাচ্চাগুলোও টুঁ শব্দ করছে না।

খানিক পরেই ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে এসে পড়ল মাঙ্গানিরা। বিরাটদেহী বনমানুষ। ওরা কোন্ দলের বুঝতে পারল না টারজান শত্রু না মিত্র, তা-ও বুঝল না। চেঁচিয়ে বলল, 'আমি বন্ধু। টারমাঙ্গানিরা আমাকে বেঁধে রেখেছে। নড়তে পারছি না। খেতে পারছি না। বাঁধন খুলে দাও।'

'তুমিও তো টারমাঙ্গানি,' বলল এক বনমানুষ।

'টারমাঙ্গানি, তবে আমি টারজান।'

'হ্যাঁ, ও টারজান,' গাছের ওপর থেকে সাক্ষী দিল বুড়ো বানর। 'চার দিন ধরে এখানে পড়ে আছে।'

'টারজান!' গাছের আড়াল থেকে শোনা গেল একটা বিস্মিত কণ্ঠ। বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড এক মাঙ্গানি। কুচকুচে কালো রোমশ গায়ের রঙ। পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল সে।

'মওলাট!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল টারজান।

'হ্যাঁ, আমি মওলাট, তোমার বন্ধু,' কাছে এসে বলল বনমানুষটা।

'তোমাদের রাজা কে?'

'টয়াট!'

'টয়াট!' গলার স্বর খাদে নামাল টারজান। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'খবরদার বাঁধন খোলার আগে তাকে ডেকো না। ও আমাকে দেখতে পারে না। মেরে ফেলবে।'

'ঠিক। দেখি, বাঁধনটা দেখি?'

উপুড় হয়ে শুলো টারজান। হাতের বাঁধন দেখাল।

'হুঁ, খুব শক্ত করে বেঁধেছে,' বলল মওলাট, 'দেখি চেষ্টা করে খোলা যায় কিনা।'

অনেক চেষ্টায় টারজানের হাতের বাঁধন খোলা সবে শেষ করেছে মওলাট, ঠিক এই সময় কানের কাছে গমগম করে উঠল একটা বিকট কণ্ঠ, 'কে? টারমাঙ্গানিটা কে?'

টয়াটের গলা। চমকে উঠল টারজান আর মওলাট দু'জনেই।

তাড়াহুড়ো করে উঠে বসল টারজান। কোন জবাব না দিয়ে পায়ের বাঁধন খুলতে শুরু করল।

'আরে! ও টারজান!' চেঁচিয়ে উঠল টয়াট। 'মাঙ্গানিরা, মারো ওকে!' হাত তুলল সে।

সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল মওলাট। 'না, ওকে মারতে পারবে না। টারজান টারমাঙ্গানি হলেও মাঙ্গানিদের বন্ধু। আমাকে সিংহের মুখ থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাঁচিয়েছিল।'

'না!' গর্জে উঠল টয়াট। 'ও আমাদের শত্রু। ওকে মারব! সরো তুমি!' ধাক্কা দিয়ে মওলাটকে সরিয়ে দিতে চাইল সে।

ইতিমধ্যে টারজানের বাঁধন খোলা শেষ। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। মওলাটকে সরিয়ে দিয়ে টয়াটের মুখোমুখি দাঁড়াল। 'আমি টারজান। আমি মাঙ্গানিদের বন্ধু। আমার মা কালা ছিল মাঙ্গানি। টয়াট, আমাকে মারতে চাও কেন? তোমার দলের রাজা আমি হতে চাই না, তাহলে কেন এই শত্রুতা? খামোকাই শত্রু ভাবো আমাকে, ঘেন্না করো। ছোট বেলার কথা মনে নেই? নুমার হাত থেকে তোমাকেও বাঁচিয়েছিলাম। আমি না থাকলে তো মরতে।'

লাল লাল চোখ মেলে টারজানের দিকে চেয়ে আছে টয়াট, ভাবছে কি যেন। শেষে বলল, 'ঠিক আছে, এখন মারব না। তবে যদি দলের রাজা হতে আসো, তাহলে ছাড়ব না, মনে রেখো।'

'দলের রাজা হতে চাইলে তুমি ঠেকাতে পারবে না, টয়াট,' বলল টারজান। 'আমি মস্ত বড় যোদ্ধা, তুমি জানো। লড়াই করে আমার সঙ্গে তুমি পারবে না। চেষ্টা করে দেখতে পারো। তবে আমি টারজান বলছি, মাঙ্গানিদের রাজা হওয়ার কোন শখ নেই আমার।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, রাজা হওয়ার কোন শখ নেই টারজানের, বন্ধুর হয়ে বলল মওলাট। 'টারকজকে পিটিয়ে মেরেছিল টারজান, তবু রাজা হয়নি। কারচাককে মেরেছিল। ওর সঙ্গে পারবে না তুমি, টয়াট। অহেতুক মারামারি করে জানটা খোয়াতে যেয়ো না। টারজান আমাদের বন্ধু। ও দলে থাকলে অনেক সুবিধা। শীতা কিংবা নুমা আমাদের ধারেকাছে আসতে পারবে না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, থাক তাহলে আমাদের দলে,' বলে ঘুরে দাঁড়াল টয়াট।

খাবার খোঁজায় মন দিল বনমানুষেরা। তাদের দলে ভিড়ে পড়ল টারজান, তাদেরই একজন হয়ে। একই ধরনের খাবার খুঁজে মুখে পুরতে লাগল সে। আরব শিকারীদের কথা ভোলেনি। খাওয়া-দাওয়ার পর বনমানুষদের নিয়ে যাবে সেখানে। যদি তাঁবু তুলে চলে গিয়ে থাকে আরবরা, ভাল, নইলে যাতে যেতে বাধ্য হয় সে-ব্যবস্থা করবে।

চার

লতায় পা জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল একটা কাফ্রি কুলি, মাথার মালপত্র ছড়িয়ে পড়ল চারধারে। অতি সাধারণ একটা ঘটনা, কিন্তু এতেই পাল্টে গেল জেমস হান্টার ব্লেকের জীবনের গতিধারা। পঁচিশ বছরের আমেরিকান যুবক, মস্ত ধনী। এই প্রথম আফ্রিকায় এসেছে শিকার করতে। সঙ্গী উইলবার স্টিম্বল। সে-ও বড় ধনী, তবে বয়সে ব্লেকের দ্বিগুণ, আফ্রিকায় এই প্রথম নয়—বছর দুই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগে একবার এসেছিল শিকারে, সুতরাং কারও মত অমতের দরকার মনে করেনি, দলের নেতা হয়ে বসেছে—গায়ে মানে না আপনি মোড়লের মত অবস্থা।

যাত্রার শুরুতেই নানারকম ছোটখাট ঘটনা ঘটছে, দুর্ব্যবহার করেছে স্টিম্বল, কিন্তু সহ্য করে নিয়েছে শান্ত স্বভাবের ব্লেক। বড় রকমের প্রথম গোলমাল হলো শেষ রেলস্টেশনে নেমে। সব ব্যাপারে সবার ওপরে মেজাজ দেখাচ্ছিল স্টিম্বল, ঝগড়া বেধে গেল ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে। অনেক সহ্য করেছিল লোকটা, আর পারেনি, ধৈর্য হারিয়ে কটু কথার জবাবে কটু কথা বলে বসল। শেষে রেগেমেগে পরের ট্রেন ধরেই আবার ফিরে গেল লোকটা। বাঘ-সিংহের ছবি আর তোলা হলো না।

কুলি আর নিগ্রো শিকারী জোগাড় করে নিয়ে বনে ঢুকল দলটা। শুরুতেই কুলিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বসল স্টিম্বল, বেড়েই চলল সেটা। সবাই এড়িয়ে চলতে শুরু করল তাকে। তারপর ঘটল চূড়ান্ত গণ্ডগোল।

আগে আগে চলছে স্টিম্বল। কুলিটা লতায় পা জড়িয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল একেবারে তার ঘাড়ে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল স্টিম্বল। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল কোনমতে। রাগে কাঁপছে। কুলিটাও উঠে দাঁড়িয়েছে। তার কপালে প্রচণ্ড এক ঘুষি মেরে বসল স্টিম্বল। পড়ে গেল কুলিটা। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে এক লাথি মারল সে। মুখ দিয়ে গালাগালির তুবড়ি ছুটেছে।

আবার লাথি তুলল স্টিম্বল। এক লাফে এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেলল তাকে ব্লেক। কড়া গলায় বলল, 'অনেক হয়েছে আপনার সঙ্গে থাকা, আর না, কাল সকালেই দু'ভাগ হয়ে যাব। আপনার জিনিসপত্র নিয়ে যেদিকে খুশি চলে যাবেন, আমি আমার পথে যাব। এক সঙ্গে আর না।'

থমথমে মুখে এক পাশে সরে গেল স্টিম্বল।

আবার এগিয়ে চলল দলটা। দুপুর পেরিয়ে গেছে। পছন্দসই একটা জায়গা দেখে থামল ওরা। কুলিরা তাঁবু খাটানো আর রান্নার জোগাড় করতে লাগল। তাদেরকে সাহায্য করছে ব্লেক। সেদিন আর এগোবে না। রাতটা এখানেই কাটাবে। পরদিন ভোরে উঠে যা করার করবে।

ব্লেকের সঙ্গে কথা বলল না স্টিম্বল, কাজেও সাহায্য করল না। একজন নিগ্রো কুলিকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে বেরোল।

মাইলখানেক এগোনোর পর কালোমত কিছু একটা চোখে পড়ল তার। বেশ দূরে রয়েছে এখনও জীবটা, বন থেকে বেরিয়ে খানিকটা খোলামত জায়গায় কি খুঁজছে। সম্ভবত খাবার।

পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল স্টিম্বল। একটা গরিলা গুলি করার জন্যে রাইফেল তুলল সে। ট্রিগার টেপার আগের মুহূর্তে চোখ তুলে তাকাল গরিলা, দেখে ফেলল শিকারীকে। চেঁচিয়ে উঠেই বনের দিকে ছুটল ওটা। গুলি মিস হয়ে গেল। জেদ চেপে গেল স্টিম্বলের, সে-ও ছুটল গরিলার পেছনে। ছুটতে ছুটতেই গুলি করছে, কিন্তু একটাও লাগাতে পারছে না।

প্রাণপণে ছুটছে গরিলাটা। পেছনে ছুটে আসছে একটা সাদা মানুষ আর

www.BanglaBook.org

একটা কালো মানুষ। হাতে আগুন লাঠি। দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে চলেছে জানোয়ারটা।

গাছের ডালে লেজ জড়িয়ে বাকি শরীরটা নিচে ঝুলিয়ে চুপচাপ শিকারের অপেক্ষা করছে এক বিশাল অজগর। ছুটে এসে গরিলাটা পড়ল একেবারে তার গায়ের ওপর। চোখের পলকে গাছের ডাল ছেড়ে গরিলাকে জড়িয়ে ধরল সাপটা। জ্যান্ত ইস্পাতের মোটা দড়ি যেন পেঁচিয়ে ফেলে পিষছে, নড়ারই ক্ষমতা নেই গরিলার। ভয়ঙ্কর এই আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হতে পারবে না সে, সাপটা তার হাত দুটোও পেঁচিয়ে নিয়েছে গায়ের সঙ্গে। বাড়ছে চাপ। যে কোন মুহূর্তে মট করে ভেঙে যাবে একটা হাড়, আরেকটা, তারপর আরও। শরীরের প্রায় সবকটা হাড়ই গুঁড়িয়ে দেবে অজগর, প্রকাণ্ড হাঁ করে গিলতে শুরু করবে এরপর। হাঁ করে চেঁচানোর চেষ্টা করছে গরিলা, কিন্তু চিৎকারও বেরোচ্ছে না পুরোপুরি, ফুসফুস আকুলি-বিকুলি করছে চাপমুক্ত হওয়ার জন্যে।

হাঁফাতে হাঁফাতে এসে দাঁড়াল স্টিম্বল। চোখ বড় বড় করে দেখছে ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

লতায় লতায় দোল খেয়ে নিঃশব্দে উড়ে আসছে আরেকজন। গাছের ডালে এসে থামল সে, তাকাল নিচের দিকে। সে-ও দেখতে পেল একতরফা লড়াই। গরিলাকে পছন্দ করে না, ছোটবেলা থেকেই তার সঙ্গে ওদের শত্রুতা। বনমানুষ আর গরিলারা একে অন্যকে এড়িয়ে চলে সব সময়। বেশি কাছাকাছি হয়ে গেলেই বেধে যায় লড়াই।

সাপকে আরও বেশি অপছন্দ করে টারজান। ওগুলো তার জাতশত্রু। কখনও কোন সাপের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি তার, হবেও না ওই ভীষণ খল জীবগুলোর সঙ্গে। গরিলাটাকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নিল সে।

নিজের অজান্তেই টারজানের হাত চলে গেল কোমরের কাছে। চমকে উঠল। নেই ছুরিটা। খেয়ালই নেই, আরবেরা বন্দী করার পর ছুরিটা ছিনিয়ে নিয়েছিল তার কাছ থেকে। তারপর আর ওটার দরকার হয়নি, কিন্তু এখন প্রয়োজনের সময় হতাশ হতে হলো।

খালি হাতে ভয়ানক অজগরকে কিছুই করতে পারবে না টারজান। দ্রুত চিন্তা চলেছে তার মাথায়। এই সময় নজরে পড়ল মানুষটাকে। হাতে রাইফেল, কোমরের খাপে ছুরি, দাঁড়িয়ে আছে শ্বেতাঙ্গ।

ঝুপ করে গাছ থেকে মাটিতে নেমে এল টারজান। চমকে উঠে রাইফেল তুলল শিকারী। চোখের পলকে এক ধাক্কায় তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে খাপ থেকে একটানে ছুরিটা বের করে নিল টারজান। ঝাঁপিয়ে পড়ল অজগরের ওপর।

হাত থেকে রাইফেল ছুটে গেছে। রাইফেলটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার স্টিম্বল। অবাক হয়ে দেখছে লড়াই। এমন তাজ্জব কাণ্ড দেখবে, কল্পনাও করেনি কোনদিন।

ব্রোঞ্জের মত গায়ের রঙ, ঝাঁকড়া চুল নেমে এসেছে কাঁধের কাছে,

www.BanglaBook.org

চিতাবাঘের এক টুকরো ছাল জড়ানো কোমরে, পৌরাণিক কাহিনীর পাতা থেকে জীবন্ত হয়ে উঠে এসেছে যেন রোমান দেবতা। এক হাতে জড়িয়ে ধরেছে সাপের গলা, আরেক হাতে একনাগাড়ে ছুরি বসাচ্ছে ওটার গায়ের যেখানে সেখানে।

গরিলাকে ছেড়ে দিয়ে টারজানকে জড়িয়ে ধরেছে অজগর। কিন্তু বুঝে গেছে, এই জীবটা নিরীহ গরিলা নয়, এর সঙ্গে পারা মুশকিল। মুখ মুক্ত করতে পারছে না, কামড়াতে পারছে না, শরীর দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে বটে, কিন্তু জখমের যন্ত্রণায় শক্ত করতে পারছে না চাপ। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঢিল হয়ে যাচ্ছে পাক। ক্ষতগুলো থেকে রক্ত ছুটেছে অজস্র ধারায়। গলায় চাপ, দম নিতে পারছে না ঠিকমত।

সাপের গায়ে ছুরি মারা বন্ধ করল টারজান। বিশাল মাথাটা বুকে চেপে ধরে গলাটা উন্মুক্ত করে নিল ঠিকমত। পোঁচাতে শুরু করল ছুরি দিয়ে।

ধারাল ছুরির কয়েক পোঁচেই ফাঁক হয়ে গেল সাপের গলা, ফোয়ারার মত রক্ত বেরোল ছিটকে। শেষ পোঁচে সাপের মাথাটা শরীর থেকে আলাদা করে ফেলল টারজান।

ধীরে ধীরে অবশ হয়ে এল অজগরের শরীর, ঢিল হয়ে গেল পাক, বেরিয়ে এল টারজান। সাদা চামড়া রক্তে লাল, সাপের রক্ত। স্টিম্বলের দিকে একবারও না তাকিয়ে এগিয়ে গেল গরিলার দিকে। 'কে তুমি?'

'আমি বোলগানি,' জবাব দিল গরিলা। 'তুমি আমাকে মারবে না তো?' বোলগানির গলায় সন্দেহ।

'না। অযথা কাউকে মারি না আমি।'

ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় নিল বোলগানির। হঠাৎ পেছনে তাকাল। 'ওই যে একটা টারমাঙ্গানি। আমাকে মারতে এসেছিল। চলো, ওকে আমরা মারি।'

'না, মারার দরকার নেই। ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছি আমি।'

'পারবে না।'

'দেখো, পারি কিনা। আমি টারজান, বনের রাজা। আমার কথা শুনতেই হবে তাকে।'

স্টিম্বলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল টারজান।

এতক্ষণ ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আর অদ্ভুত নানারকম শব্দ শুনছিল স্টিম্বল। টারজান আর গরিলার কথা বিন্দুমাত্র বুঝতে পারেনি। ধরেই নিয়েছিল, গরিলা আর মানুষে আরেকটা লড়াই বাধতে যাচ্ছে।

টারজানকে বলল স্টিম্বল, 'সরো, সরে দাঁড়াও ছোকরা। গুলি করে শেষ করে দিই গরিলাটাকে।' টারজানের ব্যাপারেও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না সে। তবে ভরসা, হাতে গুলিভরা রাইফেল আছে।

'না,' হাত তুলল টারজান, 'ওকে মেরো না।'

'কেন?' খেঁকিয়ে উঠল স্টিম্বল। 'তুমি বাধা দেয়ার কে? ওটাকে তাড়া করে এসেছি আমি, মারার জন্যেই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অন্যায় করেছ। এবারকার মত মাফ করে দিলাম। যাও।'

বলে কি সাদা অসভ্যটা!—রাগে লাল হয়ে গেল স্টিম্বলের মুখ। 'এই জংলী ভূত, জানো আমি কে?'

'জানি না,' শান্ত কণ্ঠে বলল টারজান, 'জানার দরকারও মনে করি না।'

'মনে করো না, না? নামটা শুনলেই চমকে উঠবে। আমি নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত ব্রোকার কোম্পানি স্টিম্বল অ্যান্ড কোম্পানির মালিক উইলবার স্টিম্বল। আমেরিকা তো বটেই, লন্ডন আর প্যারিসেও অনেক বড় বড় মানুষ আমাকে তোয়াজ করে চলে।'

'আমার রাজ্যে কি করতে এসেছ তুমি?' স্টিম্বলের কথা যেন কানেই ঢোকেনি টারজানের।

স্তব্ধ হয়ে গেল স্টিম্বল। ছোকরা বলে কি? 'তুমি তুমি' করছে! এত দুঃসাহস! 'এই ব্যাটা, জংলী, আপনি করে বলতে পারিস না? কে তুই?'

'অভদ্র লোককে আপনি বলি না আমি। আমার নাম টারজান, এই বনের রাজা।'

'তোর রাজাগিরি আজই ঘুচিয়ে দেব আমি। ভাল চাইলে সামনে থেকে সরে যা। গরিলাটাকে গুলি করবই আমি,' রাইফেলের নল দিয়ে ঠেলে টারজানকে সরিয়ে দিতে গেল সে।

এক টানে স্টিম্বলের হাত থেকে রাইফেলটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল টারজান। 'বেশি বাড়াবাড়ি করলে ঘাড় মটকে দেব। যাও, ভাগো।'

রাগে থরথর করে কাঁপছে স্টিম্বল। কিন্তু কিছুই করার নেই, রাইফেল হাতছাড়া, ছুরিটাও নেই। ছুরি থাকলেও এই দানবের সঙ্গে পারত কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

নিগ্রো শিকারীর দিকে চেয়ে ধমকে উঠল টারজান, 'হারামজাদা, জন্তু-জানোয়ার মারতে বেরিয়েছিস? জলদি এই কুত্তাটাকে নিয়ে ভাগ এখান থেকে।'

কাঁপতে কাঁপতে বলল নিগ্রো, 'বাওয়ানা, আমি আসতে চাইনি। জোর করে এনেছে আমাকে এই লোকটা। খুব পাজি লোক। কেউ দেখতে পারে না। ওর সঙ্গে আরেকজন সাদা বাওয়ানা এসেছেন, তিনিও পছন্দ করেন না একে। ওরা এ দেশে কেন এসেছে, জানি না। পথ দেখিয়ে গভীর বনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ভাড়া করেছে আমাদেরকে।'

'তাঁবু কোথায় তোমাদের?' জিজ্ঞেস করল টারজান।

হাতে তুলে দেখাল নিগ্রো, 'ওদিকে বাওয়ানা।'

'বেশ, আজ সন্ধ্যায় যাব আমি সেখানে। জানব, এদিকে কেন এসেছে দলটা, কি উদ্দেশ্য।' স্টিম্বলের দিকে ফিরল টারজান। এতক্ষণ স্থানীয় ভাষায় নিগ্রোর সঙ্গে কথা বলছিল সে, কিছুই বুঝতে পারেনি 'বিখ্যাত' ব্রোকার কোম্পানির মালিক। তাকে ইংরেজিতে বলল টারজান, 'তাঁবুতে ফিরে যাও। আমি আসছি খানিক পরেই। আর হ্যাঁ, মাংসের জন্যে ছাড়া অন্য কারণে যদি কোন জানোয়ার মারো, ভাল হবে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কড়া চোখে টারজানের দিকে চেয়ে আছে স্টিম্বল। চোখের আগুনে ভস্ম করে দিতে চাইছে বেয়াড়া বেয়াবদ সাদা জংলীটাকে। ব্যর্থ হয়ে এক ঝটকায় ফিরে দাঁড়াল। গটমট করে এগিয়ে গিয়ে রাইফেলটা কুড়িয়ে নিয়ে ফিরল। আশ্চর্য! চোখের পলকে গায়েব হয়ে গেছে যেন সাদা মানুষটা! গরিলাটাও নেই।

বিমূঢ় ভাবটা কাটাতে সময় লাগল স্টিম্বলের। কুলিটার দিকে চেয়ে কর্কশ গলায় বলল, 'কে লোকটা? চিনিস মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, বাওয়ানা উনি এ বনের রাজা। মহামান্য টারজান।'

'মহামান্য! ওই জংলী ভূতটা আবার মহামান্য! গাধা কোথাকার! তোরা রাজা বলিস আর যাই বলিস, আমি ওকে কেয়ার করব না। সুযোগ পেলেই গুলি করে মারব। ওর কথা শুনতে আমার ঠেকা পড়েছে। মারব, যত খুশি জানোয়ার মারব। দেখি ব্যাটা কি করে।'

'বাওয়ানা, আর যা-ই করেন, বাওয়ানা টারজানের কথা অমান্য করবে না। এই জঙ্গলে তাঁকে ভয় করে না, এমন কেউ নেই।'

'চুপ, কালো কুত্তার বাচ্চা। আমাকে উপদেশ দিস। জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব। চল্, তাঁবুতে চল্।'

তাঁবুতে ফিরে এল দু'জনে।

থমকে গেল স্টিম্বল। ভেবেছিল, রাগের মাথায় কথার কথা বলে ফেলেছে ব্লেক, পরে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। হয়নি। এক বিচিত্র দৃশ্য তাঁবুর সামনে।

পাঁচ

জিনিসপত্র সব পড়ে আছে তাঁবুর সামনে। দু'ভাগে ভাগ করা। স্টিম্বল দেখেই বুঝল, তার জিনিস আলাদা করে দিয়েছে ব্লেক।

'সত্যিই আলাদা হয়ে যেতে চাইছ তাহলে?' গোমড়ামুখে বলল স্টিম্বল।

অস্বস্তি বোধ করছে ব্লেক। 'হ্যাঁ, দেখুন, কোন জিনিস বাদ পড়ল কিনা।' সহজ কথাটা সহজভাবে বলতে পারল না, কারও মনে কষ্ট দিতে পারে না সে।

'পড়লে পড়েছে। দুয়েকটা জিনিস এদিক ওদিক হলে কিছু যায় আসে না আমার।'

স্টিম্বলের কথায় অস্বস্তি আরও বাড়ল ব্লেকের। 'এবার তাহলে কুলিদের ব্যাপারটা সেরে নেয়া যাক। কার সঙ্গে কে কে যাবে, ঠিক করা দরকার। আপনিই করুন।'

স্টিম্বলের ধারণা, কুলিকামিনদেরকে ঠিকমত চালানো ব্লেকের কাজ নয়। নিশ্চয় স্টিম্বলকে ওরা শ্রদ্ধা করে, ভয় করে। কাজেই তার ওপর ভাগাভাগির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দায়িত্ব পড়ায় খুশিই হলো সে। কুলি সর্দারকে ডেকে তার দলবল নিয়ে আসতে বলল।

সর্দার চলে যেতেই ব্লেককে জিজ্ঞেস করল স্টিম্বল, 'নতুন কোন লোক এসেছিল?'

'নতুন!' অবাক হলো ব্লেক। 'এখানে এই জঙ্গলে নতুন লোক আসবে কোথা থেকে? কেন, বলুন তো?'

'বনের ভেতর দেখা হয়েছিল এক ব্যাটার সঙ্গে। সাদা চামড়া, কিন্তু একেবারে বুনো। আমাকে আদেশ দেয়ার স্পর্ধা দেখায়। বলে কিনা, ভাল চাইলে এখান থেকে চলে যাও! শিকার করতে পারবে না! ব্যাটা, জংলী ভূত! হুঁহ্!'

'কে লোকটা?' ভুরু কুঁচকে গেছে ব্লেকের।

'নিগ্রো ব্যাটারা চেনে। টারজান না ফারজান কি একটা নাম বলল।'

'টারজান!' চমকে উঠল ব্লেক। 'বনের রাজা টারজান। আমাকে চলে যেতে বললে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতাম। ওকে ঘাঁটানো ঠিক হবে না।'

'আরে দূর, চুপ করো! তোমার মুখে ওকথা মানায় না। কোথাকার এক জংলী ভূত এসে হুকুম করবে আমাকে, আর তাই মেনে নেব?' আমি স্টিম্বল অ্যান্ড কোম্পানির মালিক উইলবার স্টিম্বল। যতই সাপ মারুক, গরিলার সঙ্গে দোস্তি করুক, ও একটা বুনো জানোয়ার। ওকে পাত্তা দেব না আমি।'

'বুনো জানোয়ার!' স্টিম্বলের ঔদ্ধত্য এখন আবার গায়ে জ্বালা ধরাচ্ছে ব্লেকের।

'তা নয় তো কি? বাঘের চামড়ার নেংটি পরনে, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরে। জানোয়ারের সঙ্গে বাস। ওকে মানুষ বলব নাকি?'

'ভুল করছেন, মিস্টার স্টিম্বল। টারজানকে দেখিনি, কিন্তু তাঁর নাম অনেক শুনেছি। আফ্রিকার জঙ্গলে ও একটা কিংবদন্তী। ওর সম্পর্কে কোন খারাপ মন্তব্য করবেন না।'

'কি করব না করব সেটা আমি জানি। আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এলে যত বড় শক্তিধরই সে হোক, ছেড়ে দেব না।'

'আসবে বলেছে নাকি? তাহলে তো খুব ভাল হয়। চোখ সার্থক করতে পারতাম।'

'টারজানের কথা কার কাছে শুনলে?' ব্লেকের কথা এড়িয়ে গেল স্টিম্বল।

'কুলিদের কাছে। ওরা টারজান বলতে অজ্ঞান। খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে তার নাম। আপনি তো ওদের সঙ্গে কথা বলেন না, তাই জানেন না কিছু।'

'ওয়াক, থুহ্! কালো কুত্তাগুলোর সঙ্গে কথা বলব। তোমার মত ছাগল নাকি আমি, যার তার সঙ্গে মিশব। ওরা গোলাম, গোলামের মতই ব্যবহার করা উচিত ওদের সঙ্গে।'

একে একে কুলিরা এসে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। সেদিকে চেয়ে বলল ব্লেক, 'সবাই এসে গেছে।' খুক করে একটু কাশল। 'মিস্টার স্টিম্বল, কাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাকে নেবেন, বেছে নিন।'

কুলিদের দিকে ফিরল স্টিম্বল। 'জানো বোধহয় আমি আর ব্লেক আলাদা হয়ে যাচ্ছি। আমি যাব পশ্চিম দিকে, শিকার করতে। ব্লেক কি করবে জানি না, জানতে চাইও না। তবু, যেদিকেই যাক, কিছু কুলি তার লাগবেই। শিকারী আর পথ দেখানোর লোকও লাগবে। তোমরা নিজেরাই ঠিক করো কে কার সঙ্গে যাবে। আমার সঙ্গে যারা যেতে চাও, এই এদিকে, মালপত্রের কাছে এসে দাঁড়াও। অন্যেরা চলে যাও ব্লেকের মালপত্রের দিকে।'

সামান্যতম দ্বিধা করল না কুলিরা। সবাই চলে গেল ব্লেকের মালপত্রের দিকে।

ভুরু কুঁচকে গেল স্টিম্বলের। তারপরই হা হা করে হেসে উঠল। 'উফ, গাধার দলকে নিয়ে আর পারি না! হাঃ হাঃ হাঃ। ব্যাটারা আমার কথাই বুঝতে পারেনি। উল্টো বুঝেছে।'

'উল্টো বুঝিনি, ঠিকই বুঝেছি,' বলল কুলির সর্দার।

'কি বললি!' খেঁকিয়ে উঠল স্টিম্বল, হাসি চলে গেছে চেহারা থেকে। 'হারামখেকোর দল! জলদি এদিকে আয় বলছি! নইলে চাবকে ছাল তুলে ফেলব।'

'সেই ভয়েই তো কেউ আপনার সঙ্গে যেতে চায় না,' মুখে মুখে জবাব দিয়ে দিল সর্দার।

'এই তর্ক করো না!' ধমক দিল ব্লেক।

'ব্যাটারা, আমার সঙ্গে বদমাশী!' গজগজ করতে লাগল স্টিম্বল। 'নিশ্চয় কারও উসকানি পেয়েছে, নইলে এত সাহস পেত না। দেখে ছাড়ব, আমি দেখে ছাড়ব সব ব্যাটাকে। কাউকে ছাড়ব না।'

'খামোকা উত্তেজিত হচ্ছেন আপনি, মিস্টার স্টিম্বল,' বলল ব্লেক। 'ওরা কেউ পছন্দ করে না আপনাকে। জোর করে তো আর কিছু করতে পারবেন না,' একটু থেমে বলল, 'দেখি কি করা যায়।' সর্দারের দিকে চেয়ে বলল, 'দেখো এটা কিন্তু অন্যায় করছ। সাহেবকে জঙ্গলে একলা ছেড়ে দেবে? তোমাদের কিছু লোককে যেতেই হবে ওঁর সঙ্গে। মাইনে আমার চেয়ে অনেক বেশি দেবেন উনি।'

চুপ করে রইল কুলিরা, দৃষ্টি মাটির দিকে।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বলল ব্লেক, 'ঠিক আছে, সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে। আলাপ-আলোচনা করে নাওগে নিজেরা। পরে জানাবে আমাদেরকে।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন কুলিরা। তাড়াতাড়ি চলে গেল ওখান থেকে।

সাঁঝ হয়েছে। একটু পরেই নামবে অন্ধকার রাত। তাঁবুর বাইরে বসে চুপচাপ কফি খাচ্ছে ব্লেক আর স্টিম্বল। এই সময়ে আবার এসে দাঁড়াল কুলি সর্দার। 'বাওয়ানা, আমরা কেউই বড় বাওয়ানার সঙ্গে যাব না। আপনি যদি নেন, আপনার সঙ্গেই যাব। বেশি মাইনে আমাদের দরকার নেই।'

ধমকে উঠল স্টিম্বল, তাকে থামাল ব্লেক। সর্দারকে বোঝানোর চেষ্টা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করল নানা রকমে। কিন্তু সর্দার তার সিদ্ধান্তে অটল। 'বড় বাওয়ানার' সঙ্গে যাবেই না।

ভাবনায় পড়ে গেল ব্লেক। বুঝতে পারছে, স্টিম্বলের সঙ্গে আলাদা হওয়া চলবে না। যত খারাপই হোক, তাকে একলা এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলে ছেড়ে দিতে পারে না।

এই সময় অন্ধকার বন থেকে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তি।

চমকে ফিরে তাকাল ব্লেক। 'কে! কে!'

আগুনের কাছে এসে দাঁড়াল মূর্তিটা। কোমরে চিতাবাঘের ছাল। চকচকে ব্রোঞ্জের মত গায়ের রঙ, আগুনের আলোয় লাল দেখাচ্ছে।

'ও, আপনি,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ব্লেক।

'আমাকে চেনেন?'

'চিনি, আপনি টারজান। 'এত শুনেছি আপনার কথা, চেহারা মুখস্থ হয়ে গেছে,' হাসল ব্লেক।

টারজানও হাসল। 'আপনি কে?'

'আমি ব্লেক, জেমস হান্টার ব্লেক, নিউ ইয়র্কে বাড়ি।'

'কেন এসেছেন এ দেশে?'

'জন্তু-জানোয়ারের ছবি তুলতে।'

'শিকার করতে নয়? আপনার সঙ্গী তো তাই করছিল। খাওয়ার প্রাণী হলে এক কথা ছিল, খামোকা গরিলা খুন করতে চেয়েছিল।'

'উনি আমার চেয়ে বড়, বুদ্ধিও বেশি। তিনি কি করবেন না করবেন, সেটা তাঁর ব্যাপার। আমি কি সেজন্যে দায়ী?'

'আমার ব্যাপারে কেউ নাক গলাক, আমি চাই না,' মাঝখান থেকে ফোঁস করে উঠল স্টিম্বল।

তার কথায় কেউই কান দিল না।

'কুলি সর্দারের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা শুনলাম,' বলল টারজান, 'ওরা কেউই আপনার সঙ্গীর সাথে যেতে রাজি না। কেন, বুঝেছি। আজ সকালে একবার দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে। আপনার সঙ্গে নিশ্চয় বনিবনা হচ্ছে না?'

চুপ করে রইল ব্লেক।

'আলাদা হয়ে কোন্ দিকে যাবেন আপনি?' আবার বলল টারজান।

স্টিম্বল বলে উঠল, 'আমি ভাবছি পশ্চিমে যাব। তারপর...'

'আপনার সঙ্গে কথা বলছি না আমি,' কড়া গলায় বলে আবার ব্লেকের দিকে ফিরল টারজান। কিছু বলার আগেই শুনতে পেল স্টিম্বলের অবজ্ঞামেশানো গলা, 'আরে কি আমার নবাবপুত্র...'

'চু-উ-প!' গর্জে উঠল টারজান।

চুপসে গেল স্টিম্বল।

'মিস্টার ব্লেক, আপনি কোনদিকে যাবেন?' জিজ্ঞেস করল টারজান।

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' চিন্তিত শোনাল ব্লেকের কণ্ঠ।

'এতখানি এসেছি, একটা সিংহও চোখে পড়ল না। একসঙ্গে অনেক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিংহের ছবি তোলার বড় ইচ্ছে। কোন্‌দিকে পাওয়া যাবে, আপনি তো জানেন। সাহায্য করবেন?'

কি ভাবল টারজান। তারপর মাথা কাত করল। 'বেশ, কাল সকালে তৈরি থাকবেন। সূর্য উঠার পর পরই আমি আসব। কোন্‌দিকে যাবেন, সেটা তখন ঠিক করব।' আর কিছু না বলে ঘুরে দাঁড়াল সে।

টারজান চলে যাওয়ার পর যেন হুঁশ ফিরে পেল স্টিম্বল। চেঁচিয়ে বলল, 'টারজান, শুনে যাও, আমি পশ্চিমে যাব। যতদিন খুশি থাকব বনের ভেতর, যত খুশি জন্তু-জানোয়ার মারব। যা খুশি করব, কিছু করতে পারলে কোরো।'

স্টিম্বলের কথার জবাব দিল না কেউ।

ছয়

জিনিসপত্র গোছগাছ হয়ে গেছে, টারজানের জন্যে অপেক্ষা করছে ব্লেক। চুপচাপ পাইপ টানছে স্টিম্বল। গম্ভীর।

পাহাড়ের মাথায় উঁকি দিল সূর্য। শিশিরে ভেজা গাছের পাতায় চিকচিক করছে সোনালি রোদ। এই সময় এল টারজান।

'কোন্‌দিকে যাবেন ভেবেছেন কিছু?' ব্লেককে জিজ্ঞেস করল টারজান।

'যেদিকে সিংহ পাওয়া যায়...'

'বেশ, মন দিয়ে শুনুন।' কুলি সর্দারের ওপর চোখ পড়ল টারজানের। হাতের ইশারায় ডাকল। 'তুমিও শোনো।'

কোন্‌দিকে কিভাবে যেতে হবে, বাতলে দিল সে।

'আমি পশ্চিমে যাচ্ছি,' বলল স্টিম্বল।

'না,' মাথা নাড়ল টারজান, 'অন্য কোথাও যাচ্ছ না তুমি, সোজা রেলস্টেশন। কুলিদেরকে বলে দিচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি পারে স্টেশনে পৌঁছে দেবে তোমাকে।'

'খবরদার!' চেঁচিয়ে উঠল স্টিম্বল রাগে। 'আমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলবে। স্টিম্বল অ্যান্ড কোম্পানির উইলবার স্টিম্বল...'

'এই, তোমার দল থেকে কয়েকজনকে বেছে দাও,' স্টিম্বলের কথায় কান না দিয়ে সর্দারকে বলল টারজান। 'বাওয়ানাকে নিয়ে রওনা হয়ে যাক। ওদের একজন নেতা ঠিক করে দাও। সোজা স্টেশনের দিকে এগোবে ওরা। বাওয়ানা পথে কোন গোলমাল করলে তাকে ফেলেই যেন চলে যায় ওরা।'

মালপত্র মাথায় নিয়ে রওনা হয়ে গেল একদল কুলি। রাগে থরথর করে কাঁপছে স্টিম্বল। মুখ দিয়ে কথা সরছে না। জ্বলন্ত চোখে টারজানের দিকে চেয়ে শাসাল, 'আমি...আমি দেখে নেব তোমাকে!' এক ঝটকায় রাইফেলটা তুলে নিয়ে ঘুরে হাঁটতে শুরু করল কুলিদের পিছু পিছু।

ব্লেক আর তার দলকে রওনা করিয়ে দিয়ে গাছে উঠে পড়ল টারজান।

www.BanglaBook.org

ডালে ডালে এগোল স্টিম্বলের দলকে অনুসরণ করে, নিঃশব্দে।

খানিক দূর এগিয়েই বিরক্ত হয়ে পড়ল টারজান। এত আস্তে চলা যাবে না! দ্রুত এগোল সে। কয়েক মাইল এসে একটা গাছের ডালে বসে রইল চুপচাপ। নিচে পায়ে চলা বুনো পথ। এদিক দিয়েই যাবে স্টিম্বল আর তার কুলিরা। সত্যিই যায় কিনা সেটাই দেখার ইচ্ছে তার।

গাছের ডালে আধশোয়া হয়ে ঝিমুতে লাগল টারজান।

হঠাৎ নিচে চাপা খুটখাট আওয়াজ হতেই চোখ মেলে তাকাল। গরিলা বোলগানি। খাবার খুঁজছে আপনমনে। জানোয়ারটাকে দেখেই দুষ্টবুদ্ধি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল টারজানের মনে।

রাইফেল হাতে সবার আগে আগে চলেছে স্টিম্বল। রাগে গটমট করে হাঁটছে, দলের অন্যেরা রয়েছে অনেক পেছনে।

হঠাৎ চোখে পড়ল স্টিম্বলের, পথের ওপর পড়ে আছে একটা সাদামত কিছু। চলার গতি কমিয়ে দিল সে। পায়ে পায়ে এগোল। রাইফেলটা বাগিয়ে ধরেছে। বিপজ্জনক কিছু হলে গুলি করবে।

কয়েক পা এগিয়েই সাদা জিনিসটাকে চিনতে পারল স্টিম্বল। একজন মানুষ। টারজান! ঘুমাচ্ছে।

দাউ দাউ করে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল স্টিম্বলের মনে। রাইফেল তুলল সে, গুলি করতে গিয়েও থমকে গেল। না, এ ভাবে নয়। গুলির শব্দ হলে ছুটে আসবে কুলিরা। টারজানকে মেরেছে দেখলে পিটিয়েই মেরে ফেলবে হয়তো স্টিম্বলকে। আস্তে করে রাইফেলটা ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখল সে। কোমরের খাপ থেকে ছুরি খুলে নিয়ে পা টিপে টিপে এগোল। নিঃশব্দে ঢুকিয়ে দেবে টারজানের পাঁজরের ফাঁকে। কুলিরা এসে দেখে বুঝতে পারবে না কি করে মরেছে টারজান। স্টিম্বলই মেরেছে, জানবে না ওরা।

নিঃশব্দে টারজানের পাশে বসে পড়ল স্টিম্বল। ঘুমন্ত লোকটার বুক সই করে ছুরি তুলল। নামিয়ে আনতে যাবে, এই সময় তার ঘাড় চেপে ধরল একটা শক্তিশালী হাত। হ্যাঁচকা টান দিয়ে সরিয়ে নিল টারজানের কাছ থেকে। নাকেমুখে প্রচণ্ড এক থাবড়া খেয়ে চিত হয়ে গেল স্টিম্বল। ব্যথায় পানি বেরিয়ে এল চোখে। ঝাপসা ভাবে দেখতে পেল, চোখ মেলেছে টারজান। তার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে।

'বোলগানি, ছেড়ে দাও,' টারজানের আদেশ শোনা গেল।

ঝাড়া দিয়ে মাথার ভেতরটা পরিষ্কার করে নিল স্টিম্বল। আবার তাকাল টারজানের দিকে।

'তারপর?' হাসছে টারজান। 'স্টিম্বল অ্যান্ড কোম্পানির বিখ্যাত স্টিম্বল, বোলগানির হাতে ছেড়ে দেব তোমাকে? নাকি কুলিদেরকে তাড়াতাড়ি আসতে ডাকব?'

বিশাল গরিলার কুৎকুতে লাল চোখের দিকে চেয়ে শিউরে উঠল স্টিম্বল।

হা হা করে হাসল টারজান। এই সাহস নিয়ে বনের রাজার সঙ্গে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগতে আসো? তুমি একটা কাপুরুষ, স্টিম্বল। ঘুমন্ত মানুষকে খুন করতে চাও।'

এই সময় সেখানে এসে পৌঁছুল কুলিরা। অবাক হয়ে তাকাতে লাগল টারজান, স্টিম্বল আর গরিলাটার দিকে।

'তোমাদের বাওয়ানা আমাকে ছুরি মারতে চেয়েছিল,' হেসে কুলিদেরকে বলল টারজান।

কটমট করে স্টিম্বলের দিকে তাকাল কুলিরা। শুধু টারজানের আদেশের অপেক্ষা করছে ওরা, তারপরই শুরু হয়ে যাবে পাইকারি কিলচড়।

'না না, কিছু কোরো না ওকে,' হাত তুলল টারজান। 'যাও, যেদিকে যাচ্ছিলে চলে যাও। স্টেশনে পৌঁছে দাও ওকে। তবে হ্যাঁ, পথে খাবারের জন্যেও যেন শিকার না করে ও। তাহলে ফেলে চলে যাবে যেদিকে খুশি।'

মার খাওয়া কুকুরের মত উঠে গেল স্টিম্বল। রাইফেলটা তুলে নিয়ে এগোল আবার স্টেশনের দিকে। কারও দিকে তাকাল না। পেছনে চলল কুলির দল।

একদিন গেল, দুই দিনের দিন বিকেলে একটা হরিণ দেখে মারার জন্যে রাইফেল তুলল স্টিম্বল।

বাধা দিল কুলি সর্দার, 'মারবেন না, বাওয়ানা। বাওয়ানা টারজান নিষেধ করে দিয়েছেন।'

'নিকুচি করি তোর বাওয়ানা টারজানের,' খেঁকিয়ে উঠল স্টিম্বল। 'আমি মারবই।'

কুলিদের কোন কথাই শুনল না স্টিম্বল। মেজাজ দেখিয়ে মেরে ফেলল হরিণটাকে। একটু হালকা হলো মন।

রাতে ভালই ঘুম হলো স্টিম্বলের। ভোরে উঠে দেখে ক্যাম্প ফাঁকা। একজন কুলিও নেই। মালপত্রও বেশির ভাগই গায়েব। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না তার।

কি করা যায় ভাবছে স্টিম্বল। যাওয়ার সময় ঘুরপথে গিয়েছিল, এখন শর্টকাটে অন্য পথে এসেছে, স্টেশন কোন্‌দিকে কত দূরে, জানে না। যেখান থেকে ক্যাম্প ভেঙে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে রওনা হয়ে গেছে সে আর ব্লেক, সেখানে ফিরে যেতে পারবে হয়তো। তারপর? ব্লেক কোন্‌দিকে গেছে জানে, সেদিকে এগিয়ে যেতে পারে। তাতেও যে সমস্যার খুব একটা সমাধান হবে, আদৌ হবে কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ আছে স্টিম্বলের। কিন্তু উপায় কি?

একটা ছোট ব্যাগে সাতদিনের আন্দাজ খাবার ভরে নিল স্টিম্বল। পকেট ভর্তি করে গুলি নিল। তারপর ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে রাইফেল হাতে ফিরে চলল যেদিক থেকে এসেছিল।

নিরাপদেই সেই জায়গাটায় এসে পৌঁছল স্টিম্বল। ক'দিন আগে যেখানে তাঁবু ফেলা হয়েছিল। খুশি মনে খেতে বসল। খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার উঠে পড়ল। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ডালপালা লতাপাতা কেটে কেটে এগিয়ে গেছে ব্লেক আর তার দল। চিহ্ন রেখে গেছে প্রচুর। সে-সব অনুসরণ করে

www.BanglaBook.org

এগিয়ে চলল স্টিম্বল।

সেদিন গেল। তারপর দিন দুপুর নাগাদ একটা জায়গায় এসে পৌঁছুল স্টিম্বল, গাছপালার চেয়ে এখানে ঘাসই বেশি, লম্বা লম্বা ঘাস। পথের নিশানা হারিয়ে ফেলল সে। ঘাসবনে খুব একটা চিহ্ন রেখে যায়নি ব্লেকের দল। কোনদিকে যাবে ভাবছে স্টিম্বল, এই সময় কানে এল সিংহের ডাক। চমকে উঠে এদিক ওদিক তাকাল সে। ঘাসের ভেতর দেখতে পেল জীবটাকে, মাথা উঁচু করে তাকেই দেখছে। পিছিয়ে যেতে শুরু করল স্টিম্বল, একটা গাছের গোড়ায় থামল। সিংহটাও এগিয়ে আসছে। মতলব খারাপ। বেশি দেরি করা যাবে না, তাড়াতাড়ি গাছে উঠে পড়া দরকার। বোঝা নিয়ে উঠতে পারবে না। ওগুলো গাছের গোড়ায় রেখে উঠতে শুরু করল সে। শিকার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে গর্জে উঠে লাফ দিল সিংহ। কিন্তু ধরতে পারল না স্টিম্বলকে।

রাগে বার কতক হাঁকডাক করল সিংহ। গাছের গোড়ায় চক্কর দিল। তারপর পায়ে পায়ে এগোল খাবারের ব্যাগটার দিকে।

দাঁত আর নখ দিয়ে ব্যাগটা ছিঁড়ে ফেলল সিংহ। ছড়িয়ে পড়ল খাবার। চেখে দেখল প্রথমে। ভালই লাগছে। গপগপ করে খেতে শুরু করল সে। সব খাবার খেয়েও পেট ভরল না। আরও খাবারের জন্যে ছোঁক ছোঁক করতে লাগল। চোখে পড়ল রাইফেলটা। গন্ধ শুঁকল। মানুষের গন্ধ লেগে আছে। চাটল একবার। ঘামের নোনতা স্বাদটা বোধহয় ভালই লাগল ওর। কোথাও আরাম করে বসে চাটার ইচ্ছেতেই হয়তো রাইফেলটা কামড়ে ধরে নিয়ে চলে গেল।

গাছের ওপর বসে প্রায় কেঁদেই ফেলল স্টিম্বল। সেদিন আর গাছ থেকে নামার সাহস পেল না। অসহায়ের মত বসে বসে রাত কাটাল ডালে। পরদিন সকালে বেলা বাড়লে গাছ থেকে নামল সে। সঙ্গে খাবার নেই, অস্ত্র নেই, পথঘাট চেনে না। কিন্তু তাই বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকারও কোন অর্থ হয় না। আন্দাজে একদিকে হাঁটা শুরু করল সে।

সাত

সিংহের এলাকায় পৌঁছে গেল ব্লেক সুবিধামত একটা জায়গা দেখে লোকজনকে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দিল। দুপুরের দেরি আছে। একজন কুলিকে সঙ্গে নিয়ে সিংহের ছবি তুলতে বেরোল সে।

কয়েক মাইল এগিয়ে সিংহের দেখা পেল ওরা। ছোট একটা পাহাড়, উপত্যকায় ঘাসবন। প্রায় একশো ফুট দূরে এক পাল সিংহ শুয়ে বসে বিশ্রাম করছে। দলে ছোট-বড়-ধাড়ী-মাদী সবই রয়েছে। রাইফেলটা কুলির হাতে দিয়ে ক্যামেরা খুলল ব্লেক। জ্বলজ্বলে চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে সিংহগুলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেশরওয়ালা বড় সিংহটা—বোধহয় দলের সর্দার, চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

ক্যামেরার শাটার টিপল ব্লেক। টিপে চলল একের পর এক। শব্দ খুব বেশি না, মৃদু খুটখুট, এতেই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সিংহগুলো। আর সইতে না পেরে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বসল বড় মদ্দাটা, ভয়ানক এক হাঁক ছাড়ল। চমকে উঠে চোখের ওপর থেকে ক্যামেরা সরিয়ে আনল ব্লেক। অবাক হয়ে চেয়ে আছে জীবগুলোর দিকে।

পায়ে পায়ে এগিয়েই আসতে শুরু করল সিংহটা। সঙ্গীর দিকে ফিরল ব্লেক, আঁতকে উঠল। কোথায় কুলিটা! বোধহয় ভয়ে পালিয়েছে! রাইফেলটাও নিয়ে গেছে। এখন উপায়? খানিক দূরে একটা গাছ দেখতে পেল সে। দ্রুত পিছাতে লাগল ওটার দিকে, চোখ সিংহের ওপর।

এগিয়েই আসছে সিংহ। গাছের গোড়ায় পৌঁছে গেল ব্লেক। উঠে পড়ল তাড়াহুড়ো করে। সিংহটা আসেনি কাছে। দূরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। আক্রমণ করার কোন ইচ্ছে নেই ওটার, কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে আসছিল মানুষটা কি করছে দেখার জন্যে।

গাছে বসেই ছবি তুলতে লাগল ব্লেক। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সিংহটা। তারপর আবার ফিরে গেল দলের কাছে। সবকটা সিংহ উঠে পড়ল। সর্দারের পিছু পিছু চলে গেল পাহাড়ের দিকে।

সাহস ফিরে পেয়েছে আবার ব্লেক। পাহাড়ে, সিংহের গুহার কাছে ওগুলোর ছবি তোলার ইচ্ছেটা দমন করতে পারল না সে কিছুতেই।

দূর থেকে সিংহের পিছু নিয়ে এগোচ্ছে ব্লেক।

রোদ চড়েছে, মাথার ওপর উঠে এসেছে সূর্য। খেয়ালই নেই ব্লেকের। সে কেবল ছবি তুলছে। বিভিন্ন দিক থেকে, বিভিন্ন ভঙ্গিতে।

ছোট পাহাড়টা ঘুরে এগোল সিংহের দল। এতক্ষণ মাঝে মাঝে চোখ ফিরিয়ে তাকিয়েছে, দেখেছে মানুষটা কি করে। এখন আর সে কৌতূহলও নেই। ধীরে সুস্থে এগিয়ে যাচ্ছে, কোথায় কে জানে!

বিকেল হয়ে গেল। তবু থামল না সিংহের দল। কোথায় ওদের আস্তানা, জানে না ব্লেক। খিদেয় চনমন করছে পেটের ভেতর। নাহ্, আর এগোনো যায় না। এবার ফিরে যাওয়া দরকার। ফিরল সে।

ছোট ছোট তিন-চারটে পাহাড় পেরিয়েছিল ব্লেক সিংহের পিছু পিছু। কোথায় কতদূরে কিভাবে এগিয়েছে, খেয়াল রাখেনি ছবি তোলার নেশায়। এখন তাঁবুতে ফিরতে গিয়ে বুঝল, পথ হারিয়েছে। কোনদিকে তাঁবু জানে না। সঙ্গে খাবার নেই, অস্ত্রও নেই। বিপদ বুঝতে পারল সে। বোকামির জন্যে নিজেকে গাল দিতে লাগল বার বার।

থামল না ব্লেক, হেঁটেই চলল। কয় মাইল হাঁটল, বলতে পারবে না। দূরে ছোট আরেকটা পাহাড় দেখা গেল, রঙ দেখেই বোঝা গেল, চুনা পাথরের পাহাড়। এগিয়ে চলল সেদিকেই।

পাহাড়টার কাছে তাড়াতাড়িই চলে এল ব্লেক। সুন্দর অঞ্চল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আশেপাশে মাঝারি উচ্চতার গাছের পাতলা বন। উপত্যকা ধরে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী নদী। নদীর ধার ধরে চলে যাওয়া একটা রাস্তাও চোখে পড়ল তার। আশ্চর্য! বনের এত গভীরে এই দুর্গম এলাকায় সভ্য মানুষ বাস করে! কারা ওরা? যে-ই হোক, কাছেপিঠে গ্রাম রয়েছে, মানুষ রয়েছে, তারমানে খাবার পাওয়া যাবে। রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল ব্লেক।

মাইল তিনেক যাওয়ার পর পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা চুনা পাথরে তৈরি বিশাল এক ক্রুশ দেখতে পেল ব্লেক। আরও অবাক হয়ে গেল। আফ্রিকার এই গহন বনে খ্রীষ্টান ধর্ম! আরও এগোল সে। ভালমত দেখল ক্রুশটা। গায়ে হিজিবিজি অক্ষরে কি যেন লেখা! ভাষাটা অপরিচিত। অনেকটা ইংরেজির মতই···হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনতে পেরেছে, অনেক প্রাচীন ইংরেজি। কিন্তু এমনই পেঁচিয়ে লেখা, পড়তে পারল না সে চেষ্টা করেও। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে যেন ক্রুশ, নীরবে যেন বলছে, পথিক আর এগিয়ো না, ফিরে যাও।

ধর্ম মানে না ব্লেক। তবু অজানা অচেনা জায়গায় ওই ক্রুশ দেখে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল তার, গা ছমছম করে উঠল। নিজের অজান্তেই জোরে ডেকে উঠল ঈশ্বরকে। শুধু তাই না, কপালে-বুকে আঙুল দিয়ে ক্রুশ আঁকার ভঙ্গি করল।

দুরু দুরু করছে ব্লেকের বুকের ভেতর, অস্বস্তিতে ভরে গেছে মন। ফিরে যাবে? কিন্তু খিদে আর কৌতূহল ফিরতে দিল না তাকে। পা বাড়াল সামনে। পথ জুড়ে পড়ে আছে বড় বড় পাথরের চাঙড়, মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সরু পথ।

পাথরের চাঙড়গুলো পেরিয়ে গেল ব্লেক। হঠাৎ পেছনে সাড়া পেয়ে থমকে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে তাকাল পেছনে। মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়েছে যেন দু'জন মানুষ। কুচকুচে কালো, বিশালদেহী, কাঠ কুঁদে খোদাই করা মূর্তি যেন। আফ্রিকায় কালো মানুষ দেখবে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু সে অবাক হলো লোকগুলোর পোশাক দেখে। কোমরের কাছে কৌপীন জড়ানো থাকলে, কিংবা একেবারে উলঙ্গ থাকলেও কিছু বলার ছিল না, কিন্তু লোকগুলো পরে আছে সভ্য মানুষের পোশাক। গায়ে চামড়ার কোট, আঁটসাঁট প্যান্ট হাঁটুর ঠিক নিচেই শেষ হয়ে গেছে, পায়ে অদ্ভুত ঢঙের জুতো। মাথায় চামড়ার টুপি, চূড়াটা অনেক বড়। কোমরে ঝুলছে চওড়া বাঁকা তলোয়ার। হাতে চ্যাপ্টা ফলাওয়ালা বল্লম। বুকে ঝুলছে সোনার তৈরি বড় ক্রুশ।

বল্লমের ফলা ব্লেকের পিঠে ঠেকাল একজন। আরেকজন জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

প্রাচীন ইংরেজিতে কথা বলছে লোকটা। এতই অবাক হয়েছে, মুখ দিয়ে কথা সরছে না ব্লেকের।

'গেল, বলল দ্বিতীয় লোকটা, তোমার কথা বুঝতে পারছে না ও।'

'ও ই মনে হচ্ছে, পিটার। তবে লোকটা কাফের নয়। নিজের চোখে

www.BanglaBook.org

দেখেছি ক্রুশ এঁকেছে।'

'যা-ই করুক, নিঃসন্দেহ না হয়ে ছাড়তে পারি না একে। এখানে ঢুকে যখন পড়েছে, নিয়ে গিয়ে প্রহরীদের হাতে তুলে দেব। ক্যাপ্টেন যা দরকার করবেন।'

'দু'জনের একই সঙ্গে পাহারা ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না। একজনকে থাকতে হবে। কে যাচ্ছে, তুমি না আমি?' জিজ্ঞেস করল পল।

'তুমি যাও, আমি থাকি।'

ব্লেককে ইশারায় সঙ্গে যেতে বলল পল।

একটা পাহাড়ের দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল দু'জনে। সামনে বিশাল এক সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গমুখের পাশে দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে ঘাস আর লতাপাতা দিয়ে তৈরি মশাল। একটা মশাল খুলে নিয়ে চকমকি ঠুকে আগুন ধরাল পল। ব্লেককে নিয়ে ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে।

অনেক পুরানো সুড়ঙ্গ। পাথরের এবড়োখেবড়ো দেয়াল, পায়ের তলায় অমসৃণ পাথর। বুঝতে পারল না, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। কেন।

আট

তাঁবুতে বসে চা খাচ্ছে দুই ভাই, তোলগ আর শেখ ইব্‌নজাদ। এই সময় একটা লোককে নিয়ে ভেতরে ঢুকল কাফ্রি ফেজুয়ান।

'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল ইব্‌নজাদ, কুঁচকে গেছে ভুরু। 'এ কোন্ জানোয়ার ধরে আনলি, ফেজুয়ান!'

ছেঁড়া জামাকাপড়, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, হাতে-পায়ে-মুখে ধুলোময়লা—লোকটা একেবারে কাহিল, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তাকে দেখিয়ে বলল ফেজুয়ান, 'বেচারা খুব গরীব। সঙ্গে একটা বন্দুকও নেই। খেতে পায়নি নাকি ক'দিন। পাদরী-টাদরী হবে।'

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল ইব্‌নজাদ।

'আমি স্টিম্বল অ্যান্ড কোম্পানির মালিক উইলবার স্টিম্বল। বনে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার খাবার সিংহে খেয়ে ফেলেছে, রাইফেলটাও নিয়ে চলে গেছে। কয়েক দিন কিছু খেতে পাইনি। দয়া করে কিছু খাবার দাও,' ভিক্ষে চাওয়ার মত করে বলল কোটিপতি স্টিম্বল।

ইংরেজি জানে না, স্টিম্বলের কথা বুঝতে পারল না তিনজনের কেউই।

'আরেকটা নাসরানি,' বিড়বিড় করে বলল তোলগ।

'ব্যাটা বোধহয় ফরাসী ভাষা জানে,' বলল তোলগ। 'বলে দেখো, বোঝে কিনা।'

আলজিরিয়ায় এক সময় ফরাসী বাহিনীতে ছিল ফাহ্‌দ। এগিয়ে এসে কথা বলল। ফরাসী জানে স্টিম্বল। জবাব দিল। কয়েকটা প্রশ্ন করেই স্টিম্বল কে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোথাকার লোক, কেন এসেছে, সব জেনে নিল ফাহ্‌দ। সঙ্গে সঙ্গে শয়তানী বুদ্ধি ঢুকল তার মনে। শেখকে জানাল, আগন্তুক অতি সাধারণ এক শিকারী। জঙ্গলে পথ হারিয়েছে। খাবার চায়। আশ্রয় চায়। স্টিম্বলকে জানাল, ভয়ঙ্কর ডাকাতের হাতে এসে পড়েছে সে। মরার সম্ভাবনাই বেশি। তবে ফাহ্‌দের কথামত চললে বেঁচেও যেতে পারে। স্টিম্বল সঙ্গে সঙ্গে রাজি। ক্ষুধার্ত একটা লোক খাবার চাইছে, ইবন্‌জাদও দিতে অরাজি হলো না।

স্টিম্বলকে নিয়ে নিজের তাঁবুতে চলে এল ফাহ্‌দ। বলল, 'ওরা কাল সকালেই তোমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। আমি নিষেধ করেছি। ওরা তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে ফাহ্‌দের দুই হাত জড়িয়ে ধরল স্টিম্বল। কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। বলল, 'তুমি আমাকে বাঁচাও। তোমাকে বড়লোক করে দেব আমি। খাওয়া-পরার আর কোন অভাব থাকবে না তোমার।'

সেই একই কথা বলল ফাহ্‌দ, তার কথামত চললে সে স্টিম্বলকে বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

আরবদের আশ্রয়ে রয়ে গেল স্টিম্বল। দু'তিন দিন যেতে না যেতেই আবার সে তার পুরানো মেজাজে ফিরে এল। খালি টাকার গরম দেখায়। ফাহ্‌দ তাকে ভয় দেখায় বটে, তবে খুব একটা ঘাঁটায় না, পাছে আবার ইবনজাদের কব্জায় চলে যায় সোনার রাজহাঁসটা। তবে ফাহ্‌দের সঙ্গে শিগগিরই মনের মিল হয়ে গেলে স্টিম্বলের, দু'জনে প্রায় একই চরিত্রের লোক।

দিনের বেলা চলে, বিকেলে কোথাও থেকে তাঁবু ফেলে, রাত কাটায়, পরদিন ভোরে উঠে আবার শুরু হয় চলা। এমনি করে চলে চলে একদিন নিমর নগরীর কাছাকাছি এসে পৌঁছল শেখ ইবন্‌জাদের কাফেলা। সেদিন তাঁবু ফেলা হলো। আর দেরি নয়, শিগগিরই হেস্তনেস্ত যা হোক একটা কিছু করে ফেলতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল ফাহ্‌দ। জিয়াদ আর আতিজার মাখামাখি আর সহ্য হচ্ছে না তার। শেখও যেন একটু বেশিই নেকনজর দিচ্ছে জিয়াদের দিকে।

সাঁঝ হলো, রাত নামল। খাওয়া-দাওয়া শেষ। আগুনের ধারে বসে গল্প করছে কয়েকজন কুলি। রাত বাড়ল। এক সময় ওরাও ঘুমাতে চলে গেল। চুপি চুপি তাঁবু থেকে বেরোল ফাহ্‌দ। উঁকি দিয়ে দেখল, জিয়াদ নেই ঘরে। নিশ্চয় শেখের তাঁবুর আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। চট করে তাঁবুতে ঢুকে জিয়াদের বন্দুকটা তুলে নিল। অন্ধকারে গা ঢেকে পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়াল শেখের তাঁবুর সামনে। যা ভেবেছিল, একটা অন্ধকার কোণে তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে জিয়াদ। তাঁবুর ভেতরে মৃদু টং টং শব্দ। বোধহয় বাসনপত্র গোছাচ্ছে আতিজা আর তার মা। কাজ শেষ করে বেরোবে আতিজা, তারই অপেক্ষা করছে জিয়াদ। এই-ই সুযোগ। ঘুরে অন্যপাশে চলে এল ফাহ্‌দ। তাঁবুর দরজা ফাঁক করে দেখল, এদিকে পেছন করে বসে আছে শেখ। বন্দুক তুলল সে। এক ঢিলে কয়েক পাখি মারবে। শেখকে খুন করবে, বন্দুকটা জিয়াদের—তাকে চরম শাস্তি দেবে দলের লোকেরা, আতিজাকে বিয়ে করবে ফাহ্‌দ—তোলগ কথা দিয়েছে, সে শেখ হতে পারলে ফাহ্‌দের

www.BanglaBook.org

মনের আশা পূরণ হবে।

ট্রিগার টেপার ঠিক আগের মুহূর্তে ফাহ্‌দের হাত চেপে ধরল কেউ। নিশানা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। গুলি অল্পের জন্যে শেখের গায়ে লাগল না। ফিরে চেয়ে জিয়াদকে চিনতে পারল ফাহ্‌দ। সঙ্গে সঙ্গে তাকে চেপে ধরল সে, বন্দুকটা হাত থেকে ফেলে দিয়েছে। চেঁচিয়ে ডাকাডাকি শুরু করল।

তুমুল হৈ-হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। রাইফেল হাতে বেরিয়ে এল ইবনজাদ। আতিজাও বেরোল।

জিয়াদকে শক্ত করে ধরে রেখেছে ফাহ্‌দ।

'কি ব্যাপার?' গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল ইবনজাদ।

'শেখ, আরেকটু হলেই আপনাকে দিয়েছিল সেরে,' বলে উঠল ফাহ্‌দ। মাটিতে পড়ে থাকা জিয়াদের বন্দুকটা দেখাল পা দিয়ে।

'মিথ্যে কথা!' চেঁচিয়ে উঠল জিয়াদ। 'ফাহ্‌দ গুলি করতে যাচ্ছিল আপনাকে, আমি বাধা দিয়েছি।'

'কিন্তু বন্দুকটা তোমার,' বলল শেখ। 'ওটা সে পেল কি করে? তুমি কি তাঁবুতে ছিলে না? এখানে এসেছিলে কেন?'

এ কথার কোন জবাব দিল না জিয়াদ। চুপ করে রইল। 'দেখলেন তো?' সুযোগ পেয়ে বলল ফাহ্‌দ। 'আজ বিকেল থেকেই কেমন উসখুস করছিল ও। সন্দেহ হয়েছিল আমার। তখন থেকেই চোখ রাখছিলাম ওর ওপর। তাঁবু থেকে বন্দুক হাতে বেরোতে দেখেই পিছু নিয়েছি।'

'আল্লার কসম!' আবার চেঁচিয়ে উঠল জিয়াদ। 'আমি গুলি করিনি। ফাহ্‌দ…!'

'জিয়াদ,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল শেখ, 'তুমি এ কাজ করবে, ভাবতেও পারিনি। তোমাকে আমি সত্যিই পছন্দ করতাম।'

'বিশ্বাস করুন, শেখ,' প্রায় কেঁদে ফেলল জিয়াদ। 'আমি গুলি করিনি। তাঁবু থেকে বেরিয়েছি অনেকক্ষণ। নিশ্চয় সেই সুযোগে ফাহ্‌দ বন্দুকটা চুরি করেছে! আমি…আমি…'

'আর আমি-আমি করতে হবে না!' পেছন থেকে ধমক দিয়ে উঠল তোলগ। 'এই হারামজাদা আতিজাকে পাওয়ার জন্যে তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল, ভাইজান। শেখ হওয়ার বাসনাও আছে কিনা কে জানে!'

'আতিজা…আতিজা আমাকে ভালবাসে,' বলে উঠল জিয়াদ। 'তাকে পাওয়ার জন্যে…'

'আমাকে খুন করতে এসেছিলে!' ধমকে উঠল শেখ। 'এই কে আছিস, এই হারামজাদাকে নিয়ে বেঁধে রাখ। কাল সকালে এর ব্যবস্থা করব।'

ছুটে গিয়ে বাবার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল আতিজা। কেঁদে বলল, 'দোহাই তোমার, আব্বাজান, ওকে ছেড়ে দাও! ও কিছু করেনি! করতে পারে না! নিশ্চয় কোন ষড়যন্ত্র…'

'চুপ থাক!' গর্জে উঠল শেখ। 'মেয়েমানুষ এর মাঝে আসবি না! জলদি তাঁবুতে যা!' ফেজুয়ানের দিকে চেয়ে বলল, 'এই হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কি? নিয়ে যা ব্যাটাকে। কাল সকালে সবার সামনে ফাঁসি দেব। যা, নিয়ে যা।'

টেনে-হিঁচড়ে জিয়াদকে নিয়ে চলে গেল ফাহ্‌দ আর ফেজুয়ান।

আতিজাকে টেনে তাঁবুর ভেতরে নিয়ে এল শেখ। মেয়ের কোন কথায়ই কান দিল না।

আরও গভীর হলো রাত। নীরব নির্জন হয়ে এল চারদিক। তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই। দূর থেকে ভেসে আসছে জন্তু-জানোয়ারের ডাক। আতিজা ঘুমায়নি। চুপচাপ উঠে গিয়ে খাবারের একটা পুঁটুলি বাঁধল। সেটা, একটা রাইফেল আর ছুরি নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। জিয়াদকে যে তাঁবুতে বেঁধে রাখা হয়েছে, তাতে গিয়ে ঢুকল। এক কোণে একটা খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে বন্দীকে, প্রহরীরা সব ঘুমে অচেতন।

নিঃশব্দে জিয়াদের বাঁধন কেটে দিল আতিজা। খাবারের পুঁটুলি আর রাইফেলটা তুলে দিল তার হাতে, টেনে তাকে বাইরে নিয়ে এল। ফিসফিস করে বলল, 'একটা ঘোড়া নিয়ে জলদি পালাও। যদি বেঁচে থাকি, তুমিও থাকো, আবার দেখা হবে আমাদের। যাও, আল্লাহ তোমাকে দেখবেন।'

নয়

এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে সুড়ঙ্গ—কোথাও সরু, কোথাও প্রশস্ত, শেষ নেই যেন এর। কিন্তু না, আছে। অবশেষে বেরিয়ে এল ওরা খোলা জায়গায়। বিরাট এক উপত্যকা। পাহাড় ঘেরা এক শহর। ইটের বাড়ি, কারুকাজ করা থাম। লোহার সিংহ-দরজা—শহরে ঢোকার প্রবেশমুখ, দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে জমকাল পোশাক করা কাফ্রি প্রহরী, হাতে মধ্যযুগীয় কুঠার।

প্রহরীদেরকে দরজা খুলে দিতে বলল পল।

খুলে গেল দরজা। ব্লেককে নিয়ে ভেতরে ঢুকল পল। গেটের পাশেই একটা লম্বা ঘর, নিশ্চয় প্রহরীদের থাকার জন্যে, অনুমান করল ব্লেক। জমকাল পোশাক পরনে সবারই, গলায় ঝোলানো বড় ক্রুশ। ঘরটার শেষ প্রান্তে সারি সারি রেলিংয়ের মত, তাতে তেজী ঘোড়া বাঁধা।

প্রহরীদের ঘরের একপাশে একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল পল। ডাকল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক যুবক।

পরনে পশুচর্মের পোশাক, তার ওপর পরেছে লোহার শেকলের বর্ম। মাথায় বাঘের চামড়ার বিশেষ টুপি। কোমরের এপাশে ঝুলছে তলোয়ার, অন্য পাশে বড় ছুরি। গলায় ঝুলছে ধাতুর তৈরি ক্রুশ।

'কি পল, ডাকছ কেন?' জিজ্ঞেস করল যুবক।

'একজন বন্দীকে নিয়ে এসেছি হুজুর,' ব্লেককে দেখিয়ে বলল পল।

www.BanglaBook.org

'সারাসেন নিশ্চয়?' ব্লেককে দেখতে দেখতে বলল যুবক।

'মনে হয় না। নিজের চোখে দেখেছি, বুকে ক্রুশ এঁকেছে।'

আরও কাছে এসে দাঁড়াল যুবক। ব্লেককে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি? সমাধি উপত্যকায় কেন ঢুকেছিলে?'

হাসি হাসি মুখ গম্ভীর করে ফেলল ব্লেক। বড় বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলছে এরা, এবার একটু কড়া হতে হবে। 'যথেষ্ট হয়েছে অভিনয়, এবার থামো। তোমাদের ডিরেক্টর কোথায়?'

'ডিরেক্টর! কি বলছ তুমি, কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'দেখো, তোমার সঙ্গে খোশগল্প করতে ভাল লাগছে না আমার। ডিরেক্টরকে ডেকে দাও, তার সঙ্গে কথা বলব। যত্তোসব ননসেন্স।'

'ননসেন্স!' অবাক হয়ে বলল যুবক, 'কি সব গালাগাল করছ। তোমার কথা পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'তোমার পছন্দ-অপছন্দে আমার কি এসে যায়? যা বলছি করো। ডিরেক্টরকে ডাকো। সে না থাকলে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট কিংবা অন্য কোন অফিসারকে ডাকো। যাও, জলদি করো! আর ন্যাকামি ভাল লাগছে না।'

'ভদ্র ভাবে কথা বলো,' কড়া গলায় বলল যুবক। 'জানো, আমি কে? নিমরের মহামান্য নাইট, রিচার্ড মন্ট মোরেন্সি।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ব্লেক। পাগলের পাল্লায় পড়ল না তো! ওরা সাজানো, নাকি সত্যি সত্যি সৈনিক? ভাবভঙ্গি দেখে অভিনয় বলে মনে হচ্ছে না। পলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'তোমাদের ডিরেক্টর কোথায়, জানো?'

'ডিরেক্টর!' মাথা নাড়ল পল। 'ও-রকম কেউ নেই এখানে। শব্দটাই নতুন আমাদের কাছে।'

ব্লেকের ধারণা, এখানে কোন সিনেমার শূটিং চলছে। ভেবে নিয়ে বলল, 'বেশ ডিরেক্টর নাহয় না-ই থাকল, কিপার তো আছে? নাকি তা-ও নেই?'

এতক্ষণে হাসি ফুটল পলের মুখে। 'হ্যাঁ, তা আছেন। স্যার রিচার্ড মোরেন্সিই কিপার।

'গুড,' হাসল ব্লেক। 'কথা পরে বলব। আগে কিছু খাবার দরকার আমার। দিনের পর দিন জঙ্গলে ঘুরেছি, খাবার তেমন কিছু পাইনি। খুব খিদে পেয়েছে।'

'আমি ভাবছিলাম, আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন। যা সব কঠিন শব্দ বলেছিলেন,' রিচার্ডও হাসল।

'আচ্ছা, এ জায়গাটার নাম কি?' জানতে চাইল ব্লেক।

'নিমর, নিমর নগরী।'

'আজ কি কোন জাতীয় উৎসব-টুৎসব আছে? এমন কাপড়-চোপড় পরেছেন...'

'না-তো! এই আমাদের পোশাক, রোজই এরকম পরি। যাকগে, আসুন আমার ঘরে, সেখানেই কথা হবে। পল, তুমি তোমার জায়গায় ডিউটিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাও।'

ব্লেককে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকল যুবক নাইট। তাদের সঙ্গে ঢুকল দু'জন প্রহরী, ব্লেকের ওপর থেকে এখনও সন্দেহ যায়নি, তাকে চোখে চোখে রাখতে হবে। পাথরে তৈরি ঘর। আসবাবপত্র মধ্যযুগীয়।

একটা টুলের ওপর গিয়ে বসল যুবক। সামনে একটা টেবিল। 'আচ্ছা, এবার বলুন। আপনার নাম?'

'ব্লেক।'

'শুধু ব্লেক?'

'জেমস হান্টার ব্লেক।'

'উপাধি?'

'উপাধি নেই।'

'তবে কি আপনি সম্ভ্রান্ত কেউ নন?'

'না, তা ঠিক নয়।'

'আপনার দেশ?'

'আমেরিকা।

'আমেরিকা? ও-রকম কোন দেশের নাম তো শুনিনি! ওই নামে কোন দেশ নেই।'

'আছে।'

'নেই। থাকলে অবশ্যই জানতাম। যাকগে, আপনি ওই সমাধি উপত্যকায় কি করছিলেন? জানেন না ওটা নিষিদ্ধ এলাকা?'

'জানি না। পথ হারিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম ওখানে।'

'অসম্ভব! আপনি মিছে কথা বলছেন। আমাদের দেশকে ঘিরে রেখেছে সারাসেনরা। ৭৩৫ বছর ধরে ওরা আমাদের শত্রু, সুযোগ পেলেই আক্রমণ করছে। ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে, বিরাট সৈন্যবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে এসে পড়েছেন আপনি নিরাপদে, এটা বিশ্বাস করতে পারি না।'

'আমি কোন সৈন্যবাহিনী দেখিনি।'

'আবার মিছে কথা বলছেন। কাজটা ঠিক করছেন না। সোজা কথায় কাজ না হলে বাঁকা পথ ধরব। রাজার কাছে ধরে নিয়ে যাব। তিনি জানেন, কি করে গুপ্তচরের পেটের কথা বের করতে হয়।'

'বেশ চলুন, রাজার কাছেই যাই। আর কিছু না হোক, তার কাছে অন্তত খাবার পাওয়া যাবে।'

'খাবার এখানেও আছে। আমরা খ্রীষ্টান, ঈশ্বরের ভক্ত, ক্ষুধার্তকে না খাইয়ে রাখি না।' একটা ছেলেকে ডেকে খাবার আনার নির্দেশ দিল রিচার্ড।

রুটি আর ঠাণ্ডা মাংস নিয়ে এল ছেলেটা।

নীরবে খেতে শুরু করল ব্লেক। তার দিকে চেয়ে আছে রিচার্ড। একসময় বলল, 'আপনার ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে না আপনি কোন খারাপ কিংবা নীচ বংশে জন্মেছেন।'

'ঠিকই ধরেছেন,' খেতে খেতেই বলল ব্লেক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাহলে সত্যি কথাটা বলে ফেলুন। আপনার বাবার উপাধি কি ছিল?'

দ্রুত চিন্তা চলছে ব্লেকের মাথায়। লোকগুলোর পোশাক-আশাক, কথাবার্তা, অস্ত্রশস্ত্র সব মধ্যযুগীয় ধাঁচের, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাচ্ছে না ওদের সম্পর্কে। তবে, লোক বোধহয় খারাপ নয় এরা, অন্তত এই রিচার্ড মোরেন্সি তো নয়ই। আপাতত ওদের কথায় সায় দিয়ে যাওয়াই ঠিক করল ব্লেক। বলল হ্যাঁ, 'আমার বাবার একটা উপাধি ছিল। তিনি ছিলেন ম্যাসন থারটি-টু, নাইট টেম্পলার।'

'অহ্!' স্বস্তি ফুটল রিচার্ডের চেহারায়। 'আমি জানতাম, আমি জানতাম...'

'কি জানতেন?' প্রশ্ন করল ব্লেক।

'জানতাম, আপনি কোন সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। কিন্তু আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছিলেন কেন? আপনি একজন সম্মানিত লোক, যীশুর হতভাগ্য সেই নাইটদের একজন, যাঁরা সলোমনের মন্দির পাহারা দেন পবিত্র তীর্থভূমি জেরুজালেমে। সেজন্যেই আপনার পোশাকের এই অবস্থা, এমন ছেঁড়া, ময়লা,' ব্লেকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত আবার চোখ বোলাল রিচার্ড।

হতভম্ব হয়ে গেছে ব্লেক রিচার্ডের কথা শুনে। তার জানা আছে, মধ্যযুগে একদল নাইট ছিল, যারা যীশুর পবিত্র জন্মস্থান বিধর্মীদের কবল থেকে রক্ষার ব্রত নিয়েছিল। তাদের পোশাক ছিল এই নিমরবাসীদের মতই জমকাল, মাথায় চামড়ার টুপি। গলায় ঝোলানো ক্রুশ।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রিচার্ড, 'স্বাগতম! স্বাগতম, হে সম্মানিত অতিথি। স্যার জেমস হান্টার ব্লেক, নিমর নগরী আপনার পদভারে ধন্য।'

'স্যার রিচার্ড,' বলল ব্লেক। 'আপনার মেহমানদারীতে আমিও নিজেকে ধন্য মনে করছি।'

'ওকথা বলে আর লজ্জা দেবেন না, স্যার। চলুন, দুর্গে যাই, সেখানে আমাদের রাজার সঙ্গে দেখা করবেন।'

আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে বিশাল দুই ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে রিচার্ড আর ব্লেক। ব্লেকের পরনে এখন শতছিন্ন আধুনিক ইউরোপীয় পোশাক নেই, পরেছে মধ্যযুগীয় নাইটদের জমকাল পোশাক। হাতে ঢাল আর বল্লম। ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসেছে যেন এক মহাবীর যোদ্ধা।

ভাবছে ব্লেক, লোকটা এত সহজে তার কথা বিশ্বাস করে বসল? এত সরল মানুষ? নাকি অন্য ফন্দি আছে মনে?

চোখে পড়ল দুর্গ। উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সদর দরজায় পাহারা দিচ্ছে অস্ত্রধারী সৈন্য।

ব্লেককে তার সামনে নিয়ে গেল রিচার্ড। কুর্নিশ করে বলল, 'মহামান্য রাজা, একজন অতিথিকে নিয়ে এসেছি। ইনি একজন নাইট টেম্পলার, স্যার জেমস হান্টার ব্লেক। ঈশ্বরের অশেষ দয়ায় শত্রুদের চোখ এড়িয়ে নিমরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দরজায় পৌঁছতে পেরেছেন, নিরাপদে।'

তীক্ষ্ণ চোখে ব্লেককে দেখল রাজা। বিশেষ খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না। রিচার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই লোকটা বলেছে, সে পবিত্র জেরুজালেম থেকে এসেছে?'

'স্যার রিচার্ড বোধহয় আমার কথার মানে ঠিক বুঝতে পারেননি,' তাড়াতাড়ি জবাব দিল ব্লেক।

'বুঝতে পারেনি? ভুরু কোঁচকাল রাজা। 'তুমি নাইট টেম্পলার নও?'

'হ্যাঁ, আমি নাইট, তবে জেরুজালেম থেকে আসিনি।'

'ইনি হয়তো তেমনি একজন বীর, ভিড়ের ভেতর থেকে বলে উঠল একটা কম বয়েসী মেয়ে, তীর্থভূমিতে যাওয়ার পথে পথে পাহারা দেন।'

মেয়েটাকে দেখে মুগ্ধ হলো ব্লেক। অপূর্ব সুন্দরী, পুরানো আমলের ঝকমকে পোশাকে আরও বেশি সুন্দরী লাগছে।

'ও একজন সারাসেন গুপ্তচরও হতে পারে,' বলে উঠল মেয়েটার পাশে দাঁড়ানো এক লোক, তার গায়ের রঙ তামাটে। 'কে জানে, হয়তো বিধর্মী সুলতানই পাঠিয়েছে ওকে।'

'কিন্তু ও দেখতে সারাসেনদের মত নয়, প্রতিবাদ করল মেয়েটি।'

'সারাসেনরা দেখতে কেমন, কি জানো তুমি?' ধমকে উঠল রাজা। 'জীবনে ক'জন সারাসেন দেখেছ?'

রাজার কথায় হেসে উঠল অনেকেই।

'আমি দেখিনি, ঠিক,' সমান তেজে জবাব দিল মেয়েটি। পাশে দাঁড়ানো তামাটে রঙের পুরুষটিকে দেখিয়ে বলল, 'কিন্তু স্যার মৌলাদই বা ক'জনকে দেখেছেন?'

রাজকন্যা রেগে গেছে দেখে স্বর নরম করল স্যার মৌলাদ। বলল, 'সারাসেন খুব বেশি দেখিনি, তবে ইংরেজ নাইট দেখলেই চিনতে পারি। এই লোকটা যদি নাইট হয়, তো আমি সারাসেনদের নেতা।'

'দুত্তোর! যত্তোসব বাজে বকবকানি!' বিরক্ত গলায় ধমক দিল রাজা। 'চুপ করবে তোমরা, নাকি?' ব্লেকের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথা থেকে এসেছ? সত্যি কথা বলো।'

'নিউ ইয়র্ক।'

'নাম শুনিনি।'

'নতুন জেরুজালেম বলতে পারেন জায়গাটাকে।'

'হুঁ! ওসব কথা থাক। এবার বলো, শত্রুদের কেমন দেখলে? লোকবল কত? অস্ত্রশস্ত্র কেমন?'

'দেখুন, রাজা, তিন-চার দিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছি। বাইরের একজন লোককেও দেখিনি।'

'মিথ্যে কথা!' ধমকে উঠল রাজা। 'শত্রুরা যদি ঘিরেই না রাখবে আমাদেরকে, তাহলে সাড়ে সাতশো বছর ধরে আটকে রয়েছি কেন এখানে?'

'বিশ্বাস করুন, রাজা,' মরিয়া হয়ে বলল ব্লেক, 'আপনাদেরকে কেউ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘিরে রাখেনি। কোন শত্রু নেই।'

'তখনই বলেছিলাম,' প্রায় লাফিয়ে উঠল স্যার মৌলাদ, এই ব্যাটা সারাসেন-গুপ্তচর! আমাদেরকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে।'

'কেউ ঘিরে রাখেনি আমাদেরকে, না?' ভুরু কুঁচকে ব্লেকের দিকে চেয়ে আছে রাজা।

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ব্লেক।

কাছে এসে দাঁড়াল রিচার্ড। রাজাকে বলল, 'এই লোকটার কথাবার্তা একটু অন্যরকম, আমাদের সঙ্গে ঠিক মেলে না। কিছু কিছু শব্দ বলে, যেগুলোর কোন মানেই হয় না। তবে আমার মনে হয়, লোক ও খারাপ না। ওকে রাজার সেবায় নিয়োজিত করার অনুরোধ জানাচ্ছি।'

'আমার চাকরি করবে?' ব্লেকের দিকে চেয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করল রাজা।

স্যার মৌলাদের দিকে তাকিয়েছিল ব্লেক, দৃষ্টি ফেরাল রাজার দিকে। তারপর তাকাল রাজকুমারীর পানে। বলল, 'করব।'

দশ

তিন দিন তিন রাত শিকার জোটেনি সিংহটার। বুড়ো হয়ে গেছে, গায়ের জোর কম। আগের মত ক্ষিপ্রগতিতে আর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না শিকারের ওপর। সহজ শিকারের দিকে তাই তার নজর।

হঠাৎ মানুষের গায়ের গন্ধ নাকে এল সিংহের, সেই সঙ্গে ঘোড়ার গন্ধ। উঠে পড়ল সে। ঝোপের আড়ালে আড়ালে চুপিসারে এগিয়ে চলল গন্ধ লক্ষ্য করে। ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল সে শিগগিরই। এগিয়ে আসছে এদিকেই। একটা ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে গেল সিংহ। শিকার কাছে এলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘাড়ে।

সিংহটার উপস্থিতি টের পায়নি ঘোড়া কিংবা মানুষ। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর মুখে।

গাছের ডালে ডালে এগিয়ে আসছে আরেকটা প্রাণী, মানুষ আর ঘোড়া তো জানেই না, সিংহটাও জানে না।

শিকার পাঁচ-ছয় হাতের মাঝে এসে যেতেই গর্জে উঠল সিংহ। লাফিয়ে বেরিয়ে এল ঝোপের ভেতর থেকে।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে ঘোড়াটাও লাফিয়ে উঠল। সামনের দুই পা তুলে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। টাল সামলাতে না পেরে পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গেল আরোহী, ঘোড়াটা ছুটে পালাল একদিকে।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কোনমতে উঠে দাঁড়াল মানুষটা। দেখল, হাঁ করে তাকে আক্রমণ করতে আসছে ভয়ানক সিংহ। বাঁচার কোন উপায় দেখতে পেল না সে। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে নাকি অতীত জীবনের অনেক স্মৃতি ভেসে ওঠে মানুষের

www.BanglaBook.org

চোখের সামনে, তার বেলা সে-রকম কিছু হলো না। তবে মনে পড়ে গেল জন্মভূমি গুয়াদের কথা, আতিজার কথা।

সামনে ভীষণ সিংহকে দেখে দৌড় দেয়ার কথাও যেন ভুলে গেছে মানুষটা। আক্রমণ করতে উদ্যত সিংহ, ঠিক এই সময় গাছের ওপর থেকে নেমে এল এক দানব। কোমরে চিতার ছাল জড়ানো, হাতে ছুরি। এক হাতে সিংহের গলা জড়িয়ে ধরল সে। হাতের ছুরি বার বার ছোবল হানতে লাগল শত্রুর শরীরের একপাশে।

আর্তনাদে রূপ নিল সিংহের গর্জন। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে ক্ষতস্থান থেকে। লুটিয়ে পড়ল ওটা। বার কয়েক পা খিঁচাল, তারপর স্থির হয়ে গেল। মরা সিংহের ওপর পা তুলে দিল দানব, আকাশের দিকে মুখ তুলে বিকট কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল। কলরব করে আকাশে উড়াল দিল পাখির ঝাঁক, কিচিরমিচির করে উঠল বানরের দল, ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালাল হিংস্র চিতাবাঘ।

তাজ্জব হয়ে গেছে মানুষটা। ভয় পাওয়ার কথাও যেন ভুলে গেছে।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল টারজান 'শেখ ইব্‌নজাদের তাঁবুতে দেখেছি মনে হচ্ছে!'

'শেখের চাকরি করতাম। দয়া করে মেরো না আমাকে। আমার নাম জিয়াদ,' হাতজোড় করল সে।

'শেখ কোথায়? কাছাকাছি আছে?' জানতে চাইল টারজান।

'কাছাকাছি নেই,' বলল জিয়াদ।

'তোমার সঙ্গীসাথীরা কোথায়?'

'সঙ্গীসাথী কেউ নেই। আমি একা।'

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল টারজান।

'বিশ্বাস করো, আমি একা। মিথ্যে কথা বলছি না। পালিয়ে এসেছি শেখের ওখান থেকে।'

'কেন?'

'আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল শয়তান ফাহ্‌দ। মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল আমাকে শেখ। রাতে বাঁধন কেটে মুক্ত করে দিয়েছে শেখের মেয়ে আতিজা, পালানোর সুযোগ করে দিয়েছে।'

'হুঁ। দেশ কোথায় তোমার? কোথায় যাবে ঠিক করেছ?'

'দেশ গুয়াদ শহরে। ওখানেই যেতে চাই।'

কি ভাবল টারজান। 'একা যেতে পারবে বলে মনে হয় না। পথ ভীষণ দুর্গম। আমি তোমার সঙ্গে লোক দেব, তারা একটা গাঁয়ে পৌঁছে দেবে তোমাকে। সেখান থেকে অন্য লোক সঙ্গী হবে তোমার। আরেক গাঁয়ে পৌঁছে দেবে। নতুন লোক সঙ্গী হবে। এ ভাবে পৌঁছে যেতে পারবে নিজের দেশে।'

'আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন ভাই,' কৃতজ্ঞতায় কথা আটকে এল জিয়াদের।

জিয়াদকে নিয়ে কাছাকাছি যে গাঁ আছে সেখানে রওনা হলো টারজান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টারজানকে চিনতে পেরেছে জিয়াদ, কাজেই নতুন করে পরিচয় জিজ্ঞেস করার দরকার পড়ল না।

'আচ্ছা, শেখ কেন এসেছে এ দেশে?' একসময় জিজ্ঞেস করল টারজান। 'গোলাম জোগাড় করতে? হাতি মারতে? নাকি অন্য কোন মতলব আছে?'

'অন্য মতলব আছে,' জিয়াদ বলল। 'ও যাবে নিমর শহরে। ওখানে নাকি অনেক গুপ্তধন আছে। আর আছে পরমা সুন্দরী এক রাজকন্যা। রত্ন আর মেয়ে, দুটোর লোভেই চলেছে সে নিমরে।'

'নিমর নগরী তাহলে সত্যিই আছে!' আপনমনেই বিড়বিড় করল টারজান। 'শেখ কার কাছে শুনল শহরটার কথা?'

'এক জংলী ওঝার কাছে। লোকটা বারবার হলফ করেছে, নিমর নগরী নাকি দেখেছে সে।'

'হুঁ!' চিন্তিত হলো টারজান। এগিয়ে চলল নীরবে।

দিন দুই পরে একটা গাঁয়ে এসে পৌঁছল দু'জনে। এখানে জানা গেল, শেখ ইব্‌নজাদের দলের দেখা পেয়েছে গাঁয়ের লোকে। একজন শ্বেতাঙ্গও নাকি ভিড়েছে আরবদের দলে। লোকটা কে? ভাবছে টারজান। ব্লেক, না স্টিম্বল?

জিয়াদকে নিয়ে দক্ষিণে এগোল টারজান। ভরসা করার মত কাউকে পেলে তার হাতে ছেড়ে দেবে ওকে।

উত্তরে আল হাবাশের দিকে এগিয়ে চলেছে শেখ ইব্‌নজাদের দল। ষড়যন্ত্র চলছে ভেতরে ভেতরে। তোলগের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ফাহ্‌দ। আবার ফাহ্‌দের সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেছে স্টিম্বলের। ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও কিছুটা আঁচ করেছে ফেজুয়ান। কাউকেই কিছু বলছে না। সে আছে অন্য মতলবে। আল হাবাশের কাছাকাছি এলেই পালাবে।

আতিজার মন ভাল নেই। কেবলই ভাবে জিয়াদের কথা।

কথায় কথায় একদিন আতিজার কাছে স্বীকার করে ফেলল ফেজুয়ান, জিয়াদের তাঁবু থেকে রাতের বেলা তার বন্দুক নিয়ে ফাহ্‌দকে বেরোতে দেখেছে সে।

'আমি জানতাম, এ কাজ জিয়াদ করতেই পারে না,' প্রায় কেঁদে ফেলল আতিজা।

'কাউকে বলবেন না এ কথা, মালকিন,' হুঁশিয়ার করে দিল ফেজুয়ান, 'কেউ বিশ্বাস করবে না আপনার কথা।'

'বলব না,' বলব আতিজা। রাগে জ্বলছে চোখ। 'তবে ফাহ্‌দকে ছাড়ব না আমি। প্রতিশোধ নেবই!' প্রতিজ্ঞা করল সে।

একটা পাহাড় শ্রেণীর কাছে এসে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দিল ইব্‌নজাদ।

পরের কয়েকটা দিন পাহাড়গুলোর আশেপাশে ঘুরে বেড়াল শেখ দলবল নিয়ে। ওর ধারণা, ওই পাহাড়গুলোর কোন একটার ঘেরের ভেতরেই রয়েছে রত্ননগরী নিমর। খোঁজাখুঁজি চলল, কিন্তু শহরের প্রবেশমুখ পাওয়া গেল না।

www.BanglaBook.org

'হাবাশ গাঁয়ের বুড়োরা নিশ্চয় জানে কোথায় আছে সে পথ,' অবশেষে একদিন বলল শেখ। 'ওখান থেকে কাউকে ডেকে আনা দরকার।'

কিন্তু কে যাবে আল হাবাশে? বেদুইনদের দেখতে পারে না গাল্লারা, ধরতে পারলে খুন করবে। আরবদের কেউ যেতে রাজি হলো না। শেষে ফেজুয়ানকে পাঠানোই ঠিক হলো।

যাওয়ার জন্যে তৈরিই হয়ে আছে ফেজুয়ান। ভয় আর আনন্দে দুলছে মন। কি জানি, এতদিন পর যদি তাকে চিনতে না পারে দেশোয়ালীরা? যদি খুন করে?

বনের ভেতর দিয়ে চলেছে ফেজুয়ান, অন্যমনস্ক। হঠাৎ আবিষ্কার করল, চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে তাকে। বল্লম হাতে যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়েছে কয়েকজন ষণ্ডামার্কা নিগ্রো।

আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে মাথার ওপর হাত তুলল ফেজুয়ান।

'এ দেশে কেন এসেছ?' জিজ্ঞেস করল এক নিগ্রো।

'আমার বাড়ি খুঁজতে এসেছি,' জবাব দিল ফেজুয়ান।

'তোমার বাড়ি? মিছে কথা বলার আর জায়গা পাওনি? তুই ওই বদমাশ আরবদের লোক, দাস ব্যবসায়ীদের বন্ধু।'

'আমি গাল্লা।'

'তাহলে এতদিন কোথায় ছিলে?'

'ছোট বেলায়ই আরবরা আমাকে চুরি করে নিয়ে যায়। এতদিন পরে দেশে ফেরার সুযোগ পেয়েছি।'

'নাম কি তোমার?'

'বেদুইনরা ডাকে ফেজুয়ান। আসলে আমার নাম উলালা।'

এগিয়ে এল আরেকজন নিগ্রো। 'মনে হয় সত্যি কথাই বলছে ও,' ফেজুয়ানকে দেখতে দেখতে বলল লোকটা। 'আমার এক ভাই ছিল, নাম উলালা। আমি তার ছোট। সেই ছোট বেলায়ই নাকি তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল দাস ব্যবসায়ীরা শুনেছি।' ফেজুয়ানকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবার নাম কি মনে আছে?'

'নালিনি।'

উত্তেজনা দেখা দিল গাল্লা শিকারীদের মাঝে।

'তোমার কি কোন ভাই ছিল?' আবার জিজ্ঞেস করল দ্বিতীয় শিকারী।

'ছিল। তার নাম টাবো।'

আনন্দে লাফিয়ে উঠল শিকারী। 'ঠিক, ঠিক বলেছ ভাই। আমিই তোমার ছোট ভাই টাবো। চিনতে পারছ?'

'কি করে চিনব বল্?' জবাব দিল ফেজুয়ান। 'খুব ছোট ছিলি তখন। এখন বড় হয়েছিস, চেহারা পাল্টেছে। মা-বাবা আছে তোর?'

'আছে, ভালই আছে। বাবা গেছে আজ দূরের গাঁয়ে। কিছু বেদুইনকে নাকি এদিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে, ওই ব্যাপারেই কি আলোচনা আছে। আমরা পাহারা দিচ্ছি এদিকে। তুমি কি ওদের সঙ্গেই এসেছ?'

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ; আমাকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে ব্যাটারা। বাদ দে ওসব কথা, চল, গাঁয়ে চল।'

মায়ের সঙ্গে দেখা করল ফেজুয়ান। বহুদিন পরে আবার হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে কেঁদে আকুল মা। কোন রকমে তাকে শান্ত করে ভাইয়ের সঙ্গে সর্দারের গাঁয়ে রওনা দিল ফেজুয়ান। বাবার সঙ্গে, সর্দারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। জরুরী কাজ পড়ে আছে।

ফেজুয়ানকে পেয়ে সর্দারও খুব খুশি। আদর-অভ্যর্থনার পর কাজের কথায় এল। জিজ্ঞেস করল, 'বেদুইনরা কি গোলাম ধরে নিয়ে যেতে এসেছে?'

'সুযোগ পেলে ছাড়বে না,' বলল ফেজুয়ান। 'তবে সেটা আসল উদ্দেশ্য নয়। শেখ ইব্‌নজাদ এসেছে নিমর শহরের খোঁজে। সেখানে নাকি প্রচুর ধনরত্ন আছে। শহরের প্রবেশ মুখ খুঁজে পায়নি অনেক চেষ্টা করেও। তাই আমাকে পাঠিয়েছে, যদি গাল্লাদের কেউ জানে, তাকে নিয়ে যেতে।'

'তোমার কি মত?' জানতে চাইল সর্দার।

'আমার মনে হয় পথ চেনে এমন কাউকে নিয়ে যাওয়াই ভাল। বেদুইন ব্যাটারা নিমরে ঢুকলে আর বেরিয়ে আসতে পারবে না। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা হবে। এখন যদি ওদের কথামত না চলি, হয়তো গাঁ আক্রমণ করে বসবে। পাইকারি হারে খুন করবে আমাদের। তার চেয়ে ওদের কথা শোনাই ভাল।'

'বেশ, তুমি যা ভাল বোঝো করো,' বলল সর্দার। 'আমার কোন আপত্তি নেই। লোক দেব আমি। পথ দেখিয়ে নিমরে নিয়ে যাক শয়তান বেদুইনগুলোকে। তারপর বুঝুক মজা।'

বিমল হাসিতে ভরে গেল তার মুখ।

এগারো

টারজানের পাশে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ বলল জিয়াদ, 'বনের শেখ, আমার একটা কথা রাখবে? যদি রাখো, সারা জীবন তোমার গোলাম হয়ে থাকব।'

'বলে ফেলো,' অভয় দিল টারজান।

'আমি এখুনি গুয়াদে ফিরে যেতে চাই না। জানি, এদিকেই আসবে শেখ ইব্‌নজাদ, হয়তো এ পথ দিয়েই যাবে। সামনের গাঁটাতে থেকে যেতে চাই। আতিজার কি অবস্থা হয়েছে জানা দরকার।'

ভাবল টারজান। 'বেশ থাকো। তবে ছয় মাসের বেশি না।'

কৃতজ্ঞতায় টারজানের হাত জড়িয়ে ধরল জিয়াদ। পানি এসে গেল চোখে। 'আল্লাহ তোমার ভাল করুন!'

জিয়াদকে সামনের গাঁয়ে রেখে বেরোল আবার টারজান। সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শেখ ইব্‌নজাদের সন্ধানে যাবে। ওদের দলে নাকি সাদা চামড়ার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজন মানুষ যোগ দিয়েছে। সে স্টিক্স না ব্লেক দেখতে হবে।

চলতে চলতে বানরের উত্তেজিত কলরব কানে এল টারজানের। মোড় ঘুরে এগিয়ে চলল সেদিকে। কি হয়েছে, দেখবে।

টারজানকে দেখে হৈ-চৈ বেড়ে গেল বানরদের।

জিজ্ঞেস করল টারজান, 'কি হয়েছে এত গোলমাল কিসের?'

'গোমাঙ্গানি! গোমাঙ্গানি!' ভয়ে ভয়ে জবাব দিল এক বুড়ো বানর।

'হাতে আগুনে লাঠি আছে ওদের।' বলল আরেক বানর।

'কোথায়? কোনদিকে গেছে?' জানতে চাইল টারজান।

হাত তুলে দেখিয়ে দিল বানরেরা।

বাতাসে গন্ধ শুঁকল টারজান। তারপর ছুটল।

শিগগিরই গোমাঙ্গানিদের দেখা পাওয়া গেল, একদল নিগ্রো গোল হয়ে বসে জটলা করছে গাছের নিচে। ঝুপ করে গাছের ডাল থেকে নামল টারজান, তাকে দেখেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা। হাতজোড় করে বলল, 'বাওয়ানা টারজান!'

লোকগুলোকে চিনতে পারল টারজান। জেমস ব্লেকের দলে ছিল এরা।

'তোমাদের সঙ্গে যে সাদা বাওয়ানা ছিলেন, তিনি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল টারজান।

'ওঁকেই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা। একজন আস্কারি নিয়ে সিংহের ছবি তুলতে গেলেন—আমরা তখন তাঁবু খাটাচ্ছিলাম, বাওয়ানা আর ফিরলেন না।'

'কোন দিকে গিয়েছিলেন?'

ব্লেক কোনদিকে গেছে, জানাল এক নিগ্রো।

'আচ্ছা, বেদুইন ব্যাটাদের দেখেছ? এদিকে এসেছে?'

'ওরা তাঁবু কোথায় ফেলেছিল, দেখেছি। আমাদের আগে আগে গেছে। বোধহয় আবিসিনিয়ায়।'

'ঠিক আছে, এক কাজ করো। যার যার গাঁয়ে ফিরে যাও। সাদা সাহেবকে খুঁজে বের করার ভার আমি নিচ্ছি। তোমরা দু'জন চলে যাও ওয়াজিরিদের গাঁয়ে। একটা খবর দেবে। বলবে, গাল্লাদের দেশে গেছে বাওয়ানা টারজান। একশো জন ওয়াজিরি যোদ্ধা যেন তাড়াতাড়ি চলে আসে, টারজানকে সাহায্য করতে। গোল পাথরের কুয়ার ধারে পৌঁছবে ওরা প্রথমে, সেখান থেকে আরবদের চিহ্ন ধরে এগোলে সহজেই পৌঁছে যেতে পারবে জায়গামত। মনে থাকবে তো?'

'থাকবে, বাওয়ানা,' মাথা কাত করল কুলিদের সর্দার।

আবার গাছের ডালে উঠে পড়ল টারজান।

রাজার দরবারে চাকরি করতে হলে কিছু নিয়মকানুন আদব-কায়দা জানা দরকার, তার কিছুই জানে না ব্লেক। তাকে শেখানোর দায়িত্ব নিল স্যার রিচার্ড মোরেন্সি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্লেকের ওপর বিশেষ খুশি নয় রাজা গোবরেড। স্যার মৌলাদ তো খোলাখুলিই শত্রুতা শুরু করে দিয়েছে। রিচার্ড রাজার প্রিয়পাত্র, তাই এখনও বহাল তবিয়তেই আছে ব্লেক। তা ছাড়া, রাজকুমারী গুইনালদা একটু অন্য চোখে দেখছে নতুন মানুষটিকে।

কয়েক প্রস্থ নতুন পোশাক তৈরি হলো ব্লেকের জন্যে। এল নতুন তলোয়ার, ঢাল আর বর্শা। ঘোড়াও দেয়া হলো তাকে। রীতিমত ব্যায়াম করে ব্লেক, চমৎকার স্বাস্থ্য। কলেজ জীবনে ঘোড়ায় চড়া, তলোয়ার আর বর্শা চালানো শিখেছিল। ভাল পোলো খেলতে পারে। ঘোড়ায় চেপে দুরন্ত গতিতে ছুটতে ছুটতে মাটিতে পড়ে থাকা একটা আপেল স্বচ্ছন্দে তুলে নিতে পারে বর্শার ফলায় গেঁথে।

অনেকদিন চর্চা ছিল না, এবার সুযোগ পেয়েছে। বিদ্যেগুলো নতুন করে ঝালিয়ে নিতে লাগল ব্লেক। রিচার্ড মনে করল, এ সব ব্যাপারে আনকোরা নতুন ব্লেক, কিন্তু দ্রুত শিখে নেয়ার ক্ষমতা অপরিসীম। আগন্তুকের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল তার অনেক।

একদিন রিচার্ড ঘোষণা করল ব্লেকের শিক্ষা শেষ হয়েছে। কেমন শিখেছে দেখতে চাইল রাজা। সুতরাং রাজ প্রাসাদের বাইরে নিমরের রাজকীয় মাঠে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হলো। দলে দলে এসে মাঠের চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল নিমরবাসী। রাজা এল, তার সঙ্গে এল রাজকুমারী গুইনালদা। আর এল স্যার মৌলাদ।

নানা রকম কায়দা-কৌশল দেখাল ব্লেক তারিফ করে রাজা বলল, 'ঘোড়ার সঙ্গে যেন এক হয়ে গেছে লোকটা!'

রাজার মুখে ভিনদেশীর প্রশংসা শুনতে ভাল লাগল না মৌলাদের। ব্লেককে যখন উপহার দিচ্ছে রাজা, তখন ফস করে বলে বসল, 'তলোয়ারের চেয়ে স্যার ব্লেকের হাতে কাস্তে তুলে দিলেই বোধহয় ভাল। কোপানোর যা কায়দা, ফসল কাটতে পারবে ভাল।'

হেসে উঠল অনেকেই।

'স্যার মৌলাদ,' গম্ভীর হয়ে বলল রাজকুমারী, 'আপনি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। মেহমানকে অপমান করে কথা বলে ছোটলোকে।'

'আমি অপমান করিনি, রাজকুমারী,' হাসি বিন্দুমাত্র মলিন হলো না মৌলাদের। 'সত্যি কথাটাই শুধু বললাম।'

'স্যার মৌলাদ,' এবার কথা বলল ব্লেক। 'কাস্তে সম্পর্কে আপনার জ্ঞান হয়তো খুব বেশি, তাই ও নিয়ে কথা বলছেন। এ যাবৎ কত একর খেতের ফসল কেটেছেন?'

আবার হেসে উঠল শ্রোতারা, এবার রাজকুমারী আর রিচার্ডও বাদ গেল না।

মুখ কালো হয়ে গেল মৌলাদের। গর্জে উঠল, 'ইতর, ছোটলোক, কাফের! আমাকে ছোটলোক বলছ! তোমাকে খুন করব আমি।'

'কি ভাবে? কোন্ অস্ত্র দিয়ে?' হাসিমুখে বলল ব্লেক।

www.BanglaBook.org

'মানে?'

'কোন্ হাতিয়ার নিয়ে লড়তে চান?'

'লড়বে। আমার সঙ্গে! ফুহ্! বেশ তুমিই হাতিয়ার পছন্দ করো। মরার পাখা যখন গজিয়েছে, কি আর করবে? কাল সকালেই পবিত্র নিমরের মাটি রঞ্জিত হবে তোমার রক্তে।'

'বড় বড় কথা বলবেন না,' কর্কশ গলায় বলল ব্লেক। 'দেখা যাবে, কে কতবড় বাহাদুর। শুনেছি, আপনার মত তলোয়ারবাজ সারা নিমরে নেই, তলোয়ার নিয়েই লড়াইয়ে নামব আপনার সঙ্গে।'

হাসি ফুটল মৌলাদের মুখে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠল রাজকুমারী, 'না না, স্যার ব্লেক, তলোয়ার নয়, অন্য হাতিয়ার বেছে নিন! নইলে অসম লড়াই হয়ে যাবে!'

'বলে ফেলেছি যখন ফেলেছি, কথা আর ফিরিয়ে নেব না আমি,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল ব্লেক। 'তলোয়ারের লড়াই-ই হবে।'

'না না, দোহাই আপনার,' চেঁচিয়ে উঠল রাজকুমারী। 'কথা ফিরিয়ে নিন, মত বদলান। বর্শা নিয়ে লড়াইয়ে নামুন।'

'আমি যা খুশি নিয়ে লড়াই করব, হয় মরব কিংবা মারব, আপনি এত চিন্তিত হচ্ছেন কেন?' প্রশ্ন করল ব্লেক।

লাল হয়ে গেল রাজকুমারী মুখ। রাগে না লজ্জায়, বোঝা গেল না। মুখ নামাল। হঠাৎ মুখ তুলে বলল, 'আমি রাজকুমারী, দেশের লোকের ভালমন্দ দেখার ভার আমারও আছে। তাই...'

'অযথা ভাবছেন আপনি, রাজকুমারী,' হেসে বলল ব্লেক। 'স্যার মৌলাদ আমাকে অপমান করেছেন। তার সেই অপমানের শোধ নিতে হবে আমাকেই। চলি।'

রিচার্ডকে নিয়ে চলে গেল ব্লেক।

বারো

তিন দিন পর ফিরে এল ফেজ্রয়ান। শেখ ইবনজাদকে খবর দিল, আল হাবাশ থেকে লোক আসবে, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে নিমরে। তবে তাদেরকে ধনরত্নের কিছু ভাগ দিতে হবে। শেষ কথাটা ইচ্ছে করে বাড়িয়ে বলল, যাতে শেখের মনে কোন সন্দেহ না জাগে।

আরও তিন দিন পেরিয়ে গেল। লোক এল না আল হাবাশ থেকে। চিন্তিত হয়ে পড়ল ইবনজাদ, অস্থিরও। কোথাও কোন গোলমাল হয়নি তো? আবার পাঠাল সে ফেজ্রয়ানকে। তারপর তাঁবুর বাইরে ছায়ায় আলোচনা বসল ইবনজাদ, গোলগ, ফাহ্দ, টিম্বুল, আর কয়েকজন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কে ইনকে নিয়ে।

হঠাৎ বনের দিকে নজর পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল ফাহ্‌দ, 'সর্বনাশ। দেখুন দেখুন!'

চমকে ফিরে তাকাল সবাই। দীর্ঘদেহী একজন মানুষ এগিয়ে আসছে দৃঢ় পা ফেলে। কোমরে চিতার ছাল জড়ানো। হাতে ধনুক, পিঠে বাঁধা তূণে তীর। রোদে চকমক করছে ব্রোঞ্জরঙ চামড়া।

'টারজান!' ফিসফিস করে বলল ইব্‌নজাদ। 'আল্লাহর গজব পড়ুক ওর মাথায়!'

'নিশ্চয় দলবল নিয়ে এসেছে!' কম্পিত কণ্ঠে বলল তোলগ।

কাছে এসে দাঁড়াল টারজান। কোন রকম ভূমিকা করল না, স্টিম্বলের দিকে চেয়ে কড়া গলায় বলল, 'ব্লেক কোথায়?'

'আমি কি জানি?' সমান তেজে জবাব দিল স্টিম্বল।

'জানো না? আলাদা হওয়ার পর আর তোমাদের দেখা হয়নি?'

'না।'

'মিথ্যে বললে পস্তাবে,' হুঁশিয়ার করল টারজান।

'আমি মিথ্যে বলছি না।'

ইব্‌নজাদের দিকে ফিরল টারজান। 'তুমিও তো একই কথা বলবে—মিথ্যে বলছি না—তাই না? তুমি এখানে ব্যবসা করতে আসোনি, এসেছ একটা শহর খুঁজতে। ধনরত্ন লুট করে নিয়ে যেতে।'

'মিথ্যে কথা। চেঁচিয়ে উঠল ইব্‌নজাদ। 'এসব কথা কে লাগিয়েছে তোমাকে?'

'একটা ছেলে। মিছে কথা বলেছে বলে তো মনে হয়নি,' স্থির দৃষ্টিতে শেখের দিকে চেয়ে আছে টারজান।

'ছেলে? কি নাম তার?'

'জিয়াদ। তোমার দলেই ছিল এক সময়।'

তাঁবুর ভেতরে কান খাড়া করল আতিজা। জিয়াদ নামটা কানে যেতেই পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে।

'জিয়াদ!' সতর্ক হয়ে উঠেছে শেখ। 'আর কি কি বলেছে শয়তানটা?'

'ওর বন্দুকটা চুরি করে কেউ একজন তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল। অথচ তুমি মাথামোটা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলে।'

'মিথ্যে কথা! সব মিথ্যে!' চেঁচিয়ে উঠল ফাহ্‌দ।

'আমারও তাই ধারণা!' শেখের গলায় জোর নেই। নিশ্চয় 'ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আতিজাকে পাওয়ার জন্যে এতই পাগল হয়ে উঠেছিল...' থেমে গেল সে।

'মিথ্যে সে বলেনি, শেখ, মিথ্যে বলছ তোমরা। আমার সঙ্গেও প্রতারণা করেছ, হাত-পা বেঁধে কাপুরুষের মত রাতের অন্ধকারে খুনী পাঠিয়েছ খুন করতে...'

'ভুল বুঝছ টারজান,' তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করল শেখ, 'তোমাকে খুন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে পাঠাইনি, বাঁধন খুলে দিতে…'

'চু-উ-প!' ধমকে উঠল টারজান। 'কি করতে পাঠিয়েছিলে, খুব ভালমতই বুঝেছিলাম। সে যাকগে। আবার তোমাকে সাবধান করতে এসেছি, ভাল চাইলে দেশে ফিরে যাও। নইলে কি ভাবে তোমাদের শায়েস্তা করতে হয় জানা আছে আমার। একশো ওয়াজিরি যোদ্ধাকে খবর পাঠিয়েছি, যে কোন সময় হাজির হতে পারে তারা।'

'ঠিক আছে, ফিরেই যাব,' মোলায়েম গলায় বলল শেখ। 'গাল্লারাও আমাদের বিরুদ্ধে লেগেছে, ফিরে যাওয়া ছাড়া সত্যি আর কোন উপায় নেই আমাদের।'

'গেলেই ভাল করবে,' বলল টারজান। 'আজ রাতটা তোমাদের এখানেই কাটাব আমি। ওয়াজিরিরা এলে তোমাদেরকে রওনা করিয়ে দিয়ে তবে যাব।'

'খুব ভাল, খুব ভাল। তুমি আমাদের মেহমান হবে, সে তো খুব আনন্দের কথা,' ব্যস্ত হয়ে উঠল শেখ। 'আতিজা, জলদি একটা তাঁবু গুছিয়ে দে। জিয়াদ যে তাঁবুটাতে থাকত, সেটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দে। আর তোর মাকে বল, ভাল খাবার পাকাতে। যা, তাড়াতাড়ি কর।'

'যাচ্ছি,' বলে ভেতরে চলে গেল আতিজা।

তাঁবু গোছগাছ করে দেয়া হলো। ভেতরে ঢুকল টারজান। সাঁঝ হয়ে এসেছে। বাতি নিয়ে এল আতিজা। টারজানের কাছে এসে নিচু গলায় বলল, 'আপনি জিয়াদকে দেখেছেন, সত্যি? ও ভাল আছে?'

'আছে। একটা গাঁয়ে রেখে এসেছি। দেখা হবে তোমার সঙ্গে, ফেরার পথে।'

জিয়াদের সঙ্গে কি ভাবে দেখা হয়েছে, কি করে তাকে সিংহের কবল থেকে রক্ষা করেছে, সব খুলে বলল টারজান।

আনন্দে কেঁদে ফেলল আতিজা। টারজানের হাত ধরে বলল, 'আপনি…আপনি খুব ভাল…'

টারজানের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল আতিজা। নিজেদের তাঁবুর সামনে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল। ভেতর থেকে চাপা গলায় কথা ভেসে আসছে। শলা-পরামর্শ করছে শেখ, তোলগ আর ফাহ্‌দ।

'ওকে আজ রাতেই সরিয়ে দিতে হবে,' শোনা গেল শেখের গলা।

দরজার কাছে গিয়ে কান পাতল আতিজা। চুপচাপ শুনতে লাগল ভেতরের কথাবার্তা।

'কিন্তু ওয়াজিরিরা আসছে, তাদেরকে কি বলব?' বলল তোলগ।

হেঁ হেঁ করে কুৎসিত হাসি হাসল শেখ, বলল, 'সেটা আমি ভেবে রেখেছি। স্টিম্বল।'

'স্টিম্বল!' তোলগ অবাক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, স্টিম্বল। ও টারজানকে দেখতে পারে না। ওর হাতে ছুরি তুলে দেব। বলব, হয় টারজানকে খুন করবে সে, নইলে তাকে খুন করব আমরা। ঘুমের মধ্যেই টারজানকে খুন করে আসবে সে। তখন চেপে ধরব তাকে। চেঁচিয়ে কুলিদের জানিয়ে দেব স্টিম্বল টারজানকে খুন করেছে। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেব। ব্যস, এক ঢিলে কয়েক পাখি খতম।' খিক খিক করে হাসল আবার ইব্‌নজাদ।

'এজন্যেই তুমি শেখ হয়েছ, ভাইজান,' প্রশংসা করল তোলগ।

'যাও, স্টিম্বলকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাওগে,' বলল ইব্‌নজাদ। 'খুব সাবধান। আর কেউ যেন এ কথা জানতে না পারে।'

'জানবে না, ভাইজান।'

তোলগ বেরিয়ে আসছে। চট করে অন্ধকার ছায়ায় সরে গেল আতিজা।

স্টিম্বলের তাঁবুর দিকে চলে গেল তোলগ।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল আতিজা। তারপর পা টিপে টিপে এগোল টারজানের তাঁবুর দিকে। তাকে খবরটা জানিয়ে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে।

ফাহ্‌দের তাঁবু থেকে স্টিম্বলকে বেরোতে দেখল আতিজা। সামনে দিয়ে লোকটা হনহন করে হেঁটে চলে গেল শেখের তাঁবুর দিকে, কোনদিকে তাকাল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়েছিল আতিজা, আবার রওনা হলো।

কিন্তু টারজানের তাঁবুতে পৌঁছার আগেই এসে গেল বিপদ। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল তোলগ, পথ রোধ করে দাঁড়াল আতিজার। চাপা গলায় বলল, 'আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম, তাঁবুর ভেতর তোমার সাড়া না পেয়ে। হুঁশিয়ার করে দিতে যাচ্ছ দোস্তকে? তা হবে না। যাও, ফেরো। সোজা তাঁবুতে যাও। ভাইজান যদি তোমার বিচার না করে, আমি করব।'

কিছুই করার নেই আর আতিজার। হতাশ হয়ে ফিরে চলল আবার।

আতিজা চলে যেতেই ঘুরল তোলগ। নিজের তাঁবুর দিকে পা বাড়াল। কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারল না। তার আগেই মুখ চেপে ধরল লোহার মত শক্ত কয়েকটা আঙুল, গলা পেঁচিয়ে ধরল একটা কঠিন বাহু। অনেক চেষ্টা করল তোলগ, ছাড়াতে পারল না কিছুতেই।

*

ইব্‌নজাদের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল স্টিম্বল। হাতে ইয়া বড় এক ছুরি। কাঁপছে উত্তেজনা আর ভয়ে। সে খারাপ লোক, সন্দেহ নেই, কিন্তু কখনও মানুষ খুন করেনি। তা ছাড়া টারজানের মত ভয়ঙ্কর মানুষ। খুন করতে গিয়ে না নিজেই খুন হয়ে যায়! কিন্তু উপায় নেই। আজ রাতে টারজানকে মারতে না পারলে কাল সকালে বেদুইনদের গুলিতে মরতে হবে তাকেই। অতএব, চেষ্টা না করে উপায় নেই।

পা টিপে টিপে টারজানের তাঁবুর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল স্টিম্বল। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। টিমটিমে আলো জ্বলছে। বিছানায় শুয়ে আছে একজন মানুষ। কালো চাদরে ঢেকে রেখেছে সারা শরীর, বোধহয় ঠাণ্ডার জন্যেই।

www.BanglaBook.org

তেরো

ঘরে টিমটিমে আলো জ্বলছে। ছকের ওপর কাঠের ঘুঁটি সাজিয়ে দাবা খেলছে দু'জন লোক।

'কি হলো, দেরি করছ কেন? চাল দাও,' প্রতিপক্ষকে বলল ব্লেক।

'কাল সকালে কি ঘটবে ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্ছে, ব্লেক,' বলল রিচার্ড। 'বুকের ভেতরে কি যে হচ্ছে বলে বোঝাতে পারব না।'

'তুমি সত্যিই আমার বন্ধু হয়ে গেছ, রিচার্ড,' হেসে বলল ব্লেক।

'ব্লেক, তুমি কাল প্রতিযোগিতায় নেমো না...'

'তা কি করে হয়?' বাধা দিয়ে বলল ব্লেক। 'আমাকে তুমি কাপুরুষ হতে বলছ? ভয় নেই, রিচার্ড, কাল নতুন হান্টার ব্লেককে দেখবে। নাইট হয়ে যদি কাপুরুষের মত লেজ গুটিয়ে থাকি, তাহলে খেতাবটারই অপমান হবে। সেটা করি, তাই কি তুমি চাও?'

জবাব দিল না রিচার্ড।

'ওসব কথা থাক,' আবার বলল ব্লেক। 'কিছু তথ্য জানাও তো আমাকে। স্যার মৌলাদের ওপর খুব বেশি নির্ভর করেন রাজা, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা করেন।'

'কেন? তার সমকক্ষ আর কেউ নেই নিমরে?'

'আছে। সব মিলিয়ে মোট কুড়ি জন। রাজার দুর্গের আশেপাশে ছোট ছোট দুর্গে তারা থাকে, মৌলাদ ছাড়া। ওর দুর্গটা অনেক বড়, রাজার দুর্গের চেয়ে সামান্য ছোট। ধনরত্ন আর সৈন্যসামন্তও অনেক বেশি। তাকে পরোয়া করে চলতেই হয় রাজাকে। তবে মৌলাদের চেয়েও শক্তিশালী লোক আছে এদেশে। বোহান।'

'সে আবার কে?' জানতে চাইল ব্লেক।

'উপত্যকার শেষ প্রান্তে তার দুর্গ। দুর্গ না বলে ছোটখাট আরেক রাজ্যই বলা চলে। অনেক লোকজন সৈন্যসামন্ত আছে তার, অনেক ধনরত্নের মালিক। আমাদের রাজার সঙ্গে সদ্ভাব নেই, তবে বোহানকে চটাতে চান না রাজা। তাই মাঝেমধ্যে তাকে দাওয়াত করে খাতির যত্ন দেখান। আসলে আমাদের রাজা নির্বিবাদী মানুষ, গোলমাল পছন্দ করেন না। লড়াই মোটেও পছন্দ নয় তাঁর।'

'অ। তা বোহান আসবে নাকি? সামনেই তো একটা উৎসব আছে।'

'আসবে,' বলল রিচার্ড। 'ঈস্টার উৎসবের দিন। বোহান আসবে, তার নাইটরাও সব আসবে। নানারকম খেলা আর প্রতিযোগিতা হবে আমাদের নাইটদের সঙ্গে। সে এক দেখার মত ব্যাপার। সামনের দল আর পিছনের দল

www.BanglaBook.org

মিলে…'

'সামনের দল। পিছনের দল!' কিছুই বুঝতে পারছে না ব্লেক।

'ও, তুমি তো জানো না,' বলল রিচার্ড। 'খুলেই বলি। অনেক বছর আগের কথা। এগারোশো একানব্বই সালের বসন্তকালে অনেক লোক-লস্কর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে জাহাজে করে সিসিলি থেকে একার-এ যাচ্ছিলেন রাজা প্রথম রিচার্ড, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের রাজা অগাস্টাসের সঙ্গে দেখা করে সাহায্য চাওয়া, তারপর সারাসেনদের হাত থেকে পবিত্র নগরীকে উদ্ধার করা। পথে একটা বিশেষ কারণে দেরি হয়ে গেল রাজা রিচার্ডের। কারণটাও বলি, তাঁর ভাবী রানী বেরেনগারিয়াকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল সাইপ্রাসের স্বেচ্ছাচারী রাজা। খবর পেয়ে সাইপ্রাস আক্রমণ করতে বাধ্য হলেন রাজা রিচার্ড।

'যাই হোক, সাইপ্রাসের রাজাকে শাস্তি দিয়ে আবার রওনা হলেন রাজা রিচার্ড। আরও কয়েকটা জাহাজ জোগাড় করে যুদ্ধবন্দীদেরকেও নিয়ে চললেন সঙ্গে। কিছু দূর এগোনোর পরই প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়ল নৌ-বহর। ধ্বংস হয়ে গেল বেশির ভাগ জাহাজ। দুটো জাহাজ কোনমতে টিকে গেল, কিন্তু পথ হারিয়ে এসে পড়ল আফ্রিকার উপকূলে। একটা জাহাজে ছিল যুদ্ধবন্দীরা। নামল সবাই। এমনিতেই মস্ত বিপদে পড়েছে—বিপদ আরও বাড়ুক, কেউই চাইল না, তাই খোলাখুলি শত্রুতা করল না একদল আরেক দলের সঙ্গে। কি করে প্রাণ বাঁচাবে, সবার মনে তখন সেই চিন্তা।

'আলাপ-আলোচনার পর দু'দলের দু'জন নেতা ঠিক করা হলো। বন্দীদের দলের নেতা হলো নাইট বোহান নামে এক যোদ্ধা, আর রাজা রিচার্ডের লোকদের নেতৃত্ব দিল নাইট গোবরেড—রাজা বেঁচে নেই, তাই দায়িত্ব নিতেই হলো গোবরেডকে। এগিয়ে চলল দুটো দল। চলতে চলতে একদিন এই নিমর উপত্যকায় এসে পৌঁছুল তারা। বিজিত দলের জোর বেশি, তাই বন্দীদেরকে চিহ্নিত করে রাখার জন্যে তারা এক ব্যবস্থা নিল। ঠিক হলো, তারা নিজেরা ক্রুশ ঝোলাবে বুকের ওপর, আর পরাজিতরা ঝোলাবে পিঠের ওপর। সেটা মেনে নিতেই মুক্ত করে দেয়া হলো বন্দীদের। দুটো দল উপত্যকার দুই প্রান্তে আস্তানা গেড়ে স্বাধীনভাবে বাস করতে লাগল। সেভাবেই বাস করে আসছি আমরা সাড়ে সাতশো বছর ধরে। পবিত্র নগরী জেরুজালেমকে আজও উদ্ধার করতে পারিনি শয়তান সারাসেনদের হাত থেকে। আমাদের ধারণা, ওরা আমাদের আশেপাশেই রয়েছে। যে কোন সময় আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিতে পারে, তাই হুঁশিয়ার থাকতেই হয় আমাদেরকে।'

'দেশে ফিরে যাচ্ছ না কেন?' জানতে চাইল ব্লেক।

'লজ্জায়। দুটো দলের লোকই ঈশ্বরে বিশ্বাসী আমরা, জেরুজালেমকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করতে চাই। কিন্তু পারছি না। যতদিন না পারব,

www.BanglaBook.org

ততদিন এখানেই থেকে যেতে হবে।'

'কিন্তু এই এত বছর পরেও কি দেশের লোক তোমাদেরকে মনে রেখেছে ভাবো?'

'নিশ্চয় রেখেছে,' জোর দিয়ে বলল রিচার্ড। 'ধর্ম রক্ষা করতে বেরিয়েছি আমরা, আমাদেরকে মনে রাখবে না মানে?'

মনে মনে হাসল ব্লেক, কিন্তু বন্ধুর মনে ব্যথা দিতে চাইল না সত্যি কথা বলে, তাই চুপ করে রইল।

'আমাদের সে বিজয় দেখতে পাবে না তুমি, বন্ধু,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল রিচার্ড। 'কারণ আগামী কালই তুমি মরে যাবে।'

'তোমার তাই ধারণা?'

'নিশ্চয়। স্যার মৌলাদের সঙ্গে তলোয়ার যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারবে না তুমি কিছুতেই। তবে সান্ত্বনা একটাই, কাপুরুষের মত মরছ না তুমি, সত্যিকারের নাইটের মত লড়াই করে মরবে।'

'আর যদি না মরি?'

'মরবেই।'

হাসল ব্লেক। আর কথা বাড়াল না। রাত অনেক হয়েছে, ঘুমানো দরকার। উঠল সে।

পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে পড়ল দুই বন্ধু।

বিছানায় গড়াগড়ি করতে লাগল রিচার্ড, কিছুতেই ঘুম আসছে না তার চোখে। তাকে অবাক করে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল ব্লেক।

সে-রাতে নিমরে আরও দু'জনের চোখে ঘুম নেই। একজন স্যার মৌলাদ। আসন্ন লড়াইয়ের কথা ভেবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে। ঘুমাতে পারছে না।

আরেকজন, রাজকুমারী গুইনালদা। স্যার জেমস হান্টার ব্লেকের সুন্দর মুখটা কিছুতেই সরাতে পারছে না মনের পর্দা থেকে। কল্পনার চোখে সেই মুখে রক্তের ছিটে দেখতে পেল সে। আর সইতে পারল না রাজকুমারী, কেঁদে ফেলল।

চোদ্দ

নিঃশব্দে তাঁবুর ভেতরে ঢুকল স্টিম্বল। ঘুমন্ত একজন মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। আলোয় নয়, অন্ধকারে কাজ সারবে, ঠিক করল সে। নিভিয়ে দিল আলোটা। ভীষণ উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে স্টিম্বল, ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘামছে। একবার ভাবল ফিরে যায়, পরক্ষণেই ভাবনাটা দূর করে দিল মন থেকে। তার মুক্তি নিশ্চিত করতে হলে টারজানকে খুন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতেই হবে। বিছানার কাছে এগিয়ে গেল স্টিম্বল। ঘুমাচ্ছে লোকটা, টের পায়নি কিছুই। জোরে জোরে পড়ছে শ্বাস, পুরোপুরি অচেতন। হাতের আন্দাজে বুকটা কোথায় জেনে নিল আততায়ী, তারপর হঠাৎ বসিয়ে দিল ছুরিটা, পর পর কয়েকবার। গুঙিয়ে উঠল মানুষটা, সামান্য ছটফট করে স্থির হয়ে গেল।

পাগলের মত ছুটে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল স্টিম্বল। পেছনে তাকানোর সাহস নেই। রক্তাক্ত ছুরি হাতে ছুটছে ইবনুজাদের তাঁবুর দিকে।

অন্ধকারে হেঁকে উঠল কেউ, 'কে, কে ওখানে?'

'আ-আমি শেখ···আমি, স্টিম্বল,' তোতলাচ্ছে সে।

'এতরাতে এখানে কি করছ?' প্রশ্ন হলো।

'কা-কাজটা সেরে এসেছি!' জবাব দিল স্টিম্বল।

'কাজ! কি কাজ?'

অবাক হলো স্টিম্বল। 'কি কাজ মানে? যে কাজ করতে পাঠিয়েছিলে। টারজানকে খুন করেছি।'

'কি করেছ!' ইবনুজাদ যেন কিছুই জানে না, এই প্রথম শুনল কথাটা। চেঁচিয়ে উঠল সে, 'হায় হায়, সর্বনাশ হয়ে গেছে! খুন! টারজান খুন হয়েছে! তোলগ, ফাহ্‌দ, কোথায় গেলে তোমরা? জলদি এসো! শুনে যাও! নাসরানিটা কি করেছে, শুনে যাও।'

আশেপাশের তাঁবুর সব লোক জেগে উঠল। হৈ-চৈ শুনে একে একে বেরিয়ে এল তারা। শেখকে ঘিরে দাঁড়াল।

'কি হয়েছে?' সবারই এক প্রশ্ন।

'আর কি!' জবাব দিল ইবনুজাদ। 'এই নাসরানিটা টারজানকে খুন করেছে। ওই দেখো ওর হাতে ছুরি, তাতে রক্ত। নিজের মুখে স্বীকার করেছে, সে খুন করেছে টারজানকে। ওদিকে ওয়াজিরি যোদ্ধারা বোধহয় এসেই গেল। আমাদের কাউকে আস্ত রাখবে না। কি কাণ্ডই না করল হারামজাদাটা। কি বিপদেই না ফেলল।'

ইবনুজাদের কথায় থ হয়ে গেছে স্টিম্বল। মুখে কথা সরছে না ওর, ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি?' ধমকে উঠল শেখ। 'ধরো ব্যাটাকে। বেঁধে রাখো। পরে এর বিচার করব।'

দেখতে দেখতে স্টিম্বলকে বেঁধে ফেলা হলো। এলোপাতাড়ি কিছু কিল-ঘুসিও পড়ল শরীরের যত্রতত্র। টানতে টানতে তাকে নিয়ে চলে গেল কয়েকজন কুলি।

খানিকক্ষণ হট্টগোল আর জটলার পর সবাইকে যার যার তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়ার নির্দেশ দিল ইবনুজাদ। আবার নীরব হয়ে গেল ক্যাম্প এলাকা। চুপি চুপি স্টিম্বলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ফাহ্‌দ। 'সত্যিই কি তুমি টারজানকে খুন করেছ?'

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' বলল স্টিম্বল। 'কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না! শেখই খুন করতে বলল, অথচ এখন সব দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে আমার ঘাড়ে!'

'কাল সকালে তোমাকে মৃত্যুদণ্ডও দেয়া হবে খুনের অপরাধে। কেউ তোমাকে সাহায্য করবে না। কুলিরা তো পারলে তোমাকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। আর ওয়াজিরিরা যদি জ্যান্ত ধরতে পারে তোমাকে...'

'ফাহ্‌দ, দোহাই তোমার, আমাকে বাঁচাও!' ককিয়ে উঠল স্টিম্বল। 'অনেক টাকা দেব তোমাকে। কত চাও? এক লাখ, দুই?...যত চাও দেব। শুধু আমাকে বাঁচাও, আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।'

'তোমাকে বিশ্বাস কি? এত টাকা তোমার আছে যে কি করে বুঝব?'

'সত্যি বলছি, টাকা আমার আছে, অনেক অনেক টাকা। যত চাও দেব, শুধু...'

'ঠিক আছে, দেখব চিন্তা করে। বাঁচানোর চেষ্টা করা যায় কিনা, তা-ও দেখব, তবে কথা দিতে পারছি না এখুনি। আমি যাই, কেউ দেখে ফেললে...' চুপ করে গেল ফাহ্‌দ। তারপর বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে।'

ইব্‌নজাদের তাঁবুতে আবার পরামর্শ সভা বসেছে। মাত্র দু'জন লোক, শেখ আর ফাহ্‌দ।

'এখনই টারজানের লাশটা কবর দিয়ে ফেলা উচিত,' শেখ বলল।

'এত তাড়া কেন?' জানতে চাইল ফাহ্‌দ।

'ভেবে দেখলাম, ওয়াজিরিদের জানানো চলবে না টারজান খুন হয়েছে। কোন কথা শুনবে না ওরা, আমাদের কাউকে আস্ত রাখবে না। স্টিম্বলের কথা বলে পার পাওয়া যাবে না। লাশটা গুম করে ফেলব, তারপর কাল ভোরে উঠেই পালাব এখান থেকে। ওয়াজিরিরা এসে কাউকে না পেলে দ্বিধায় পড়ে যাবে, সময় পাব আমরা পালানোর।'

'বুদ্ধিটা খারাপ নয়,' মাথা নেড়ে বলল ফাহ্‌দ।

দু'জন চাকরকে ডেকে লাশটা কবর দিয়ে ফেলার হুকুম দিল ইব্‌নজাদ। সবাই এল, তোলগ ছাড়া। সে কোথায়, কেউ কিছু বলতে পারল না। শিকার-টিকারে গেছে হয়তো, অনুমান করল কেউ কেউ।

তাড়াতাড়ি ওই অঞ্চল থেকে সরে পড়তে চায় ইব্‌নজাদ। ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করার সাহসও নেই তার। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চায় না আর। ঠিক হলো, আপাতত স্টিম্বলকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে, পরে সুযোগ বুঝে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে। ফাহ্‌দ বলল, 'আরেক কাজও করা যেতে পারে। ওয়াজিরিরা যদি তাদেরকে ধরে ফেলেই, স্টিম্বলকে তাদের হাতে তুলে দেব। তখন দলের অন্যদেরকে ছেড়েও দিতে পারে তারা।'

'কিন্তু ফেজুয়ান তো এখনও এল না। যাই কি করে?' বলল ইব্‌নজাদ।

'কি আর করা? প্রাণ বাঁচাতে চাইলে নিমরে যাওয়ার আশা ত্যাগ করতেই হবে আমাদের,' বলল ফাহ্‌দ। ধনরত্ন নিয়ে আর মাথাব্যথা নেই

www.BanglaBook.org

তার। স্টিফলকে হাতে রেখেছে। তাকে আমেকিরায় পৌঁছে দিতে পারলেই লক্ষ লক্ষ ডলার হাতে এসে যাবে। খামোকা কে যায় অনিশ্চিতের পেছনে ছুটতে।

তাঁবু তোলার নির্দেশ দিল হতাশ ইব্‌নজাদ। রওনা হতে যাবে, এই সময় গাল্লা পথপ্রদর্শক নিয়ে এসে হাজির হলো ফেজুয়ান।

আবার হাসি ফুটল ইব্‌নজাদের মুখে। রওনা হয়ে পড়ল দলবল নিয়ে। গন্তব্য, নিমর নগরী।

ধীরে ধীরে বনের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল আরবদের কাফেলা।

পনেরো

ভোরের সোনালি রোদ এসে পড়েছে নিমররাজের দুর্গচূড়ায়। শহরের অধিকাংশ লোকেরই ঘুম ভেঙেছে। উত্তেজনাময় নতুন একটা দিনের শুরুতে বিছানায় পড়ে থাকতে পারেনি অনেকেই, উঠে পড়েছে। কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে এল ষোলো-সতেরো বছরের কিশোর মাইকেল। পাশে ঘুমিয়ে থাকা আরেক কিশোরকে ধাক্কা দিয়ে ডাকল, 'এই এডোয়ার্ড, এখনও ঘুমোচ্ছিস? আজ তোর মনিব মরতে যাচ্ছেন, আর এখনও নাক ডাকাচ্ছিস? ওঠ, উঠে পড়।'

'আমার মনিব মরতে যাচ্ছেন, কে বলল তোকে?' চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল এডোয়ার্ড। 'তুই দেখিস, স্যার মৌলাদই মরবে আজ।'

'তাহলে ভালই হত রে, ভাই,' বলল মাইকেল। 'স্যার ব্লেক খুবই ভাল মানুষ। তবে কি জানিস, ভরসা পাচ্ছি না। স্যার মৌলাদের তলোয়ারের তেজ দেখেছি তো আগেও।'

'যা-ই হোক, আমার মনে হচ্ছে স্যার ব্লেকই জিতবেন। ভাল মানুষের পক্ষে থাকেন ঈশ্বর...'

'শুধু ঈশ্বর না দেশের লোকও,' দরজার কাছ থেকে কথা শোনা গেল। ব্লেকের গলার স্বরে চমকে ফিরে তাকাল দুই ভৃত্য। হেসে বলল ব্লেক, 'আমাকে তোমরা এত ভালবাস, খুব খুশি হলাম।'

লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে রইল দুই কিশোর। তাড়াতাড়ি ঘোড়া সাজাতে বলল ওদেরকে ব্লেক।

ফেব্রুয়ারি মাসের সকাল। নিমরের উত্তরের মাঠে উজ্জ্বল রোদ। পুরানো আমলের গ্যালারিতে দলে দলে এসে বসেছে নারী-পুরুষ, বালক-কিশোর। তিল ধারণের ঠাঁই নেই আর। উঁচু মঞ্চে বসেছে রাজা গোবরেড, পাশে রাজকুমারী গুইনালদা। সম্মানিত নাইটেরা বসেছে আশেপাশে সারি দিয়ে। মঞ্চের নিচে ঝকঝকে তলোয়ারধারী ঘোড়সওয়ার প্রহরী।

www.BanglaBook.org

মাঠের দুই প্রান্তে দুটো তাঁবু খাটানো হয়েছে। একটা তাঁবু স্যার মৌলাদের, সেটা লাল মখমলের, তাতে সোনালি কাজ করা। পতাকাও একই রঙের। তাঁবুর বাইরে একটা তেজী ঘোড়া, লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে মৌলাদের খাস চাকর। একপাশে লাল সোনালি কিংখাবে মোড়া ঢাল তলোয়ার—ছোট টেবিলের ওপর রাখা।

অন্য প্রান্তের তাঁবু নীল মখমলের, তাতে রূপালী কাজ। ব্লেকের ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে এডোয়ার্ড। ছোট টেবিলে নীল-রূপালী কিংখাবে ঢেকে রাখা হয়েছে ঢাল-তলোয়ার।

তাঁবুর ভেতরে শেষবারের মত ব্লেককে উপদেশ দিচ্ছে স্যার রিচার্ড, মনে করিয়ে দিচ্ছে তলোয়ার চালানোর কিছু সূক্ষ্ম কলা-কৌশল। বিশেষ আগ্রহ নেই ব্লেকের, মাঝেমধ্যে মাথা নাড়ছে শুধু সে, রিচার্ডের কথায় সায় দিচ্ছে যেন।

রাজার মঞ্চের উল্টোদিকে উঁচু টাওয়ারে পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভেরীবাদক। রাজার নির্দেশে বাজাবে ভেরী, শুরু হবে লড়াই।

লড়াইয়ের পোশাক পরে তৈরি হয়ে তাঁবু থেকে বেরোল ব্লেক। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হাততালি শুরু হলো চারপাশের গ্যালারি থেকে। তাদের উদ্দেশ্যে মাথা নুইয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল সে। তলোয়ার তুলে ঢুকিয়ে নিল কোমরের খাপে। ঢালটা হাতে নিয়ে ঘোড়ায় চাপল।

'স্যার ব্লেক,' ছলছল চোখে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল এডোয়ার্ড, 'ঈশ্বরের নাম জপ করুন। তিনিই আপনাকে আজ জিতিয়ে দেবেন।'

'তুমি খুব ভাল ছেলে, এডি। কথা দিচ্ছি, আজ আমি হারব না, লজ্জায় ফেলব না তোমাকে,' হেসে বলল ব্লেক।

'তাই যেন হয়, স্যার। তবে যদি মারা যানও, লজ্জার কিছু নেই। সত্যিকারের নাইট লড়াইয়ের মাঠেই মারা যায়।'

আরেকটা ঘোড়ায় চেপে ব্লেকের পাশে এসে দাঁড়াল রিচার্ড। প্রয়োজনের সময় যোদ্ধাকে এটা-ওটা এগিয়ে দেয়ার জন্যে তার একজন সহকারী দরকার পড়ে, সেই ভূমিকাই নিয়েছে সে।

স্যার মৌলাদও বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। হাততালি তার পক্ষেও কম পড়ল না।

ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ায় চাপল মৌলাদ। তার পাশেও রয়েছে একজন ঘোড়সওয়ার সহকারী।

রাজার নির্দেশে বেজে উঠল ভেরী। মঞ্চের নিচে ঘোড়া নিয়ে এল দুই যোদ্ধা, তলোয়ার খুলে অভিবাদন জানাল রাজাকে। গ্যালারি থেকে আবার উঠল চিৎকার, উৎসাহ দিল দুই যোদ্ধাকে। শুভকামনা জানালেন রাজা।

ফিরে যাওয়ার আগে একবার রাজকুমারীর দিকে তাকাল ব্লেক। ছলছল চোখে তার দিকে চেয়ে আছে গুইনালদা। মৃদু হেসে তাকে আশ্বাস দিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘোড়ার মুখ ফেরাল সে।

আবার নিজ নিজ তাঁবুর সামনে ফিরে গেল ব্লেক আর মৌলাদ। দু'জনেই তৈরি। আবার ভেরী বেজে উঠলেই ছুটে যাবে ভীমগতিতে পরস্পরের দিকে, শুরু হবে লড়াই।

হঠাৎ হাত থেকে ঢালটা মাটিতে ফেলে দিল ব্লেক।

ফ্যাকাসে মুখে ছুটে এল এডোয়ার্ড। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'কি, কি হলো স্যার, শরীর খারাপ লাগছে? মাথা ঘুরছে?'

জবাব দিল না ব্লেক। মুচকি হাসল শুধু।

ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পাশাপাশি দাঁড়াল দুই যোদ্ধা। পরস্পরের মাঝে ব্যবধান রেখে। দু'জনেই রাজার দিকে ফিরে মাথা নোয়াল। তারপর ঘুরতে শুরু করল মৌলাদ।

ওর মতলব বুঝে গেছে ব্লেক। ডান পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে মৌলাদের। বাঁ হাতের ঢালে ঠেকাবে ব্লেকের আঘাত, পাল্টা আঘাত হেনে সরে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে। প্রথম চোটেই মুণ্ডু আলাদা করে দিতে চায় প্রতিপক্ষের।

মনে মনে হাসল ব্লেক। তলোয়ার খেলার নিমরীয় কৌশল জানা আছে তার। ঢাল ছাড়া এখানে তলোয়ার যুদ্ধ চলে না।

তলোয়ার দিয়ে তলোয়ারের আঘাত ঠেকানোর রীতি জানা নেই এখানকার যোদ্ধাদের, সেই সাত-আটশো বছর পেছনে পড়ে আছে ওরা। তলোয়ার চালানোর আধুনিক নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞ এরা, আর এটাই ব্লেকের প্রধান অবলম্বন।

ঢাল বাগিয়ে ধরেছে মৌলাদ। তলোয়ার তুলে ধরেছে মাথার ওপর। পা দিয়ে ঘোড়ার পেট আঁকড়ে ধরে ভারসাম্য রক্ষা করছে নিজের।

আরও কাছে এসে তলোয়ার চালাল মৌলাদ।

এই প্রথম খেয়াল করল দর্শকরা, ব্লেকের হাতে ঢাল নেই। হায় হায় করে উঠল সবাই। বুঝল, প্রথম রাউন্ডেই শেষ হয়ে যাবে যুদ্ধ।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে তলোয়ার সামনে ঠেলে দিল ব্লেক। ঠেকাল মৌলাদের আঘাত, পরক্ষণে নিজের ঘোড়া দিয়ে প্রতিপক্ষের ঘোড়াকে এক ধাক্কা লাগাল। বেকায়দা ভাবে নড়ে উঠল ঘোড়া, টলে উঠল মৌলাদ, নষ্ট হয়ে গেল ভারসাম্য। এই সুযোগে সরে এল ব্লেক।

গ্যালারি থেকে শোনা গেল উন্মত্ত চিৎকার। ব্লেকের প্রশংসায় ফেটে পড়ছে উচ্ছ্বসিত জনতা।

পানিটা কোন্‌দিকে গড়াবে ঠিক বুঝে গেছে মৌলাদের সহকারী, তাড়াতাড়ি রাজার মঞ্চের নিচে ছুটে গেল সে। চেঁচিয়ে বলল, 'মহামান্য রাজা, স্যার ব্লেকের হাতে ঢাল নেই। লড়াইটা ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে না। স্যার মৌলাদ প্রতিপক্ষের দুর্বলতার সুযোগ নিতে চান না।

'কিন্তু স্যার ব্লেককে তো অসহায় মনে হলো না,' জবাব দিল রাজা।

www.BanglaBook.org

'প্রথম রাউন্ডেই তো আরেকটু হলে চিত করে দিয়েছিল মৌলাদকে।'

রিচার্ডের সন্দেহ হলো। ঘোড়া ছুটিয়ে সে-ও গিয়ে দাঁড়াল মঞ্চের নিচে। তাকে দেখেই রাজা জিজ্ঞেস করল, 'এই যে, রিচার্ড, ব্লেকের ঢাল পড়ল কি করে?'

'ইচ্ছে করেই ফেলে দিয়েছে,' বলল রিচার্ড। 'ব্লেকের ধারণা, ঢাল একটা বাজে বোঝা। ওটা ছাড়াই যুদ্ধ করা যায়।'

'কিন্তু মৌলাদের সহকারী তো বলছে অন্য কথা,' বলল রাজা। 'তার বিশ্বাস, যুদ্ধটা ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে না।'

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা আঁচ করে নিল বুদ্ধিমান রিচার্ড। তাড়াতাড়ি জবাব দিল, 'তাহলে স্যার মৌলাদকেও ঢাল ফেলে দিতে বলুন। দুই যোদ্ধার কারও হাতে ঢাল না থাকলে সমান সমান হয়ে যাবে, ন্যায়সঙ্গত হবে যুদ্ধ।'

কথাটা রাজার মনে ধরল। 'ঠিক ঠিক বলেছ। তাই করা উচিত।'

গ্যালারিতে তখন হুলস্থুল কাণ্ড। চড়া রেটে বাজি ধরা শুরু হয়ে গেছে ব্লেকের ওপর। যারা মৌলাদের ওপর বাজি ধরেছিল, তারাও বাজি ফিরিয়ে নেয়ার কথা ভাবছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে অন্য অবস্থা। রাগে, ক্ষোভে ফুঁসছে মৌলাদ। প্রথম রাউন্ডেই একটা ছোকরার কাছে হার! খানিকটা অবাকও হয়েছে সে ব্লেকের যুদ্ধরীতি দেখে। বুঝতে পারছে, যত সহজ ভেবেছিল, তত সহজে পরাস্ত করা যাবে না ওই বিদেশীকে। অন্য ফন্দী করল সে। ঢালটা সামনে বাগিয়ে ধরে আবার ঘোড়া ছোটাল। ব্লেকের কাছাকাছি হয়েই তলোয়ার চালানোর ভান করল। ব্লেক তলোয়ার দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করতেই ঢালটা আরও সামনে বাড়িয়ে দিল মৌলাদ, প্রতিপক্ষের তলোয়ারের ডগা বেধে গেল তাতে। এই সুযোগে তলোয়ার চালাল সে। শেষ মুহূর্তে ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে ঘোড়ার পেটে প্রচণ্ড খোঁচা লাগাল ব্লেক জুতোর ডগা দিয়ে। হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল মৌলাদের ঘোড়ার ওপর। আবার ধাক্কা খেয়ে ভারসাম্য হারাল মৌলাদ, আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল জনতা।

রাগে পাগল হয়ে গেল মৌলাদ। তার দু'দুটো মার নষ্ট করে দিয়েছে ছোকরা। আর ফন্দী ফিকিরের ধার ধারল না সে। উন্মত্তের মত আক্রমণ করে বসল ব্লেককে।

অস্ত্রের ঝনঝনা, ঘোড়ার হ্রেষারব শোনা গেল কয়েক মুহূর্ত। তারপরই স্তম্ভিত জনতা দেখল, ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেছে মৌলাদ। হাতের ঢাল-তলোয়ার দূরে পড়ে আছে। ঘোড়ার পিঠে হাসিমুখে বসে আছে ব্লেক।

রাজার দিকে মুখ ফেরাল ব্লেক। মাথা নোয়াল। তারপর এগোল মৌলাদের দিকে, ঘোড়ার পিঠে চড়েই। গ্যালারিতে পিনপতন নীরবতা। সবাই জানে, এইবার ব্লেকের হাতের তলোয়ার গেঁথে যাবে মৌলাদের বুকে।

www.BanglaBook.org

কিন্তু সবাইকে আরও অবাক করে দিয়ে শোনা গেল ব্লেকের চিৎকার, 'মহামান্য রাজা, মৌলাদের তলোয়ার আবার তার হাতে তুলে দেয়ার হুকুম দিন।'

হাততালিতে ফেটে পড়ল দর্শকরা।

ব্লেকের অনুরোধ মঞ্জুর হলো। সে সরে গেল দূরে, স্যার রিচার্ডের কাছাকাছি হলো। মৌলাদকে উঠে আবার তৈরি হওয়ার সময় দিল।

'কি হে নাইট, কি বুঝলে?' হেসে বলল ব্লেক।

'দারুণ দোস্ত, খুব একচোট দেখিয়েছ,' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল রিচার্ড।

ঘোড়ায় চড়ে সুবিধা করতে পারবে না, বুঝে গেছে মৌলাদ। তাই মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের আহ্বান জানাল ব্লেককে। ব্লেক রাজি। আবার শুরু হলো লড়াই।

চলল আঘাত, প্রত্যাঘাত। খুব বেশিক্ষণ টিকল না যুদ্ধ। দেখা গেল স্যার মৌলাদের তলোয়ার দু'টুকরো হয়ে গেছে। বোকা হয়ে মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে। এবার আর রেহাই নেই তার, বুঝল জনতা।

চিৎকার করে উঠল ব্লেক, 'মহামান্য রাজা, স্যার মৌলাদের সঙ্গে সত্যিকারের কোন শত্রুতা নেই আমার। ইনি একজন বীর নাইট, তাঁকে অসহায় পেয়ে মেরে ফেলার কোন যুক্তি নেই। তাঁকে ছেড়ে দেয়ার হুকুম দিন।'

ব্লেকের মহানুভবতায় ধন্য ধন্য করে উঠল জনতা। রাজা আর রাজকুমারী মঞ্চ থেকে নেমে এল মাঠের মাঝে। সম্মান জানাল বিজয়ী বীরকে।

ছুটে এসে মনিবের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল ছোকরা এডোয়ার্ড। ব্লেকের হাতে চুমু খেয়ে বলল, 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার এই হাত চিরস্থায়ী হোক!'

চোখে পানি এসে গেল ব্লেকের।

হৈ-চৈ করে গ্যালারি থেকে নেমে এল জনতা। ব্লেকের ভক্তরা তাকে মাথায় তুলে নিয়ে নাচতে লাগল।

স্যার মৌলাদও সেদিন থেকে নতুন চোখে দেখতে লাগল ব্লেককে।

BanglaBook.org

ষোলো

নিমরে হাসি-আনন্দে কেটে যাচ্ছে ব্লেকের দিন।

দেখতে দেখতে এসে গেল ঈস্টার উৎসব। দলবল নিয়ে একদিন এসে হাজির হলো রাজা বোহান। তাঁবু গাড়ল উত্তরের মাঠের পাশে। আসছে রোববারেই উৎসব।

www.BanglaBook.org

তাঁবুর চূড়ায় চূড়ায় উড়ছে নানা রঙের অসংখ্য পতাকা। রাজা বোহানের পতাকা ছাড়াও শহরের বিভিন্ন জায়গায় বাড়িঘরের ওপরে উড়ছে নিমরের পতাকা।

মূল উৎসবের আগে চলে নানারকম খেলা, প্রতিযোগিতা, তিন দিন আগে থেকেই শুরু হয় এ সব। নাইটদের লড়াই সবচেয়ে উত্তেজনাময়। বিজেতাদের পুরস্কারও বিচিত্র। দুই দল থেকে পাঁচজন করে কুমারী সুন্দরী মেয়ে বেছে রাখা হয়। যে দল জিতবে, অন্য দলের মেয়েদের পাবে। যারা বেশি কৃতিত্ব দেখাবে, সেই প্রথম পাঁচজন নাইটের মাঝে ভাগ করে দেয়া হবে মেয়েগুলোকে। নিজ দেশে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে বিয়ে করবে নাইটরা।

গোবরেডের দলের অন্যান্য নাইটের মত ব্লেকও তৈরি হচ্ছে। তার দিকেই নজর বেশি সবার, কারণ মৌলাদের মত বীরকেও অনায়াসে হারিয়ে দিয়েছে সে। নিমরের সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব যেন এবার তার ওপরই বেশি। রাজা আর রাজকুমারী খোলাখুলিই বলে দিয়েছে সেটা।

নির্দিষ্ট দিনে গ্যালারি ভরে গেল দর্শকে। ভেরী বাজিয়ে সংকেত দেয়া হলো। ঘোড়ার পিঠে চেপে নাইটরা ঢুকল মাঠে। তাদের পেছনে সারি দিয়ে এল সাধারণ যোদ্ধারা। প্রতিদলেই একশো করে যোদ্ধা রয়েছে, নাইট সহ। তারপর দলবল নিয়ে মাঠে এল রাজা গোবরেড আর বোহান। দু'দলকেই নানাভাবে উৎসাহ দিল। জানাল, এবারে কুমারী মেয়ে ছাড়াও আরও অন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে, নানারকম মূল্যবান পাথর, বর্ম, পোশাক, বর্শা, তলোয়ার, ঢাল, ভাল ঘোড়া, এমনি সব জিনিস। শুনে যোদ্ধারা খুব খুশি।

ব্লেকের মনে হলো রাজকুমারীর দিকে একটু বেশি নজর দিচ্ছে বোহান। লোকটার চেহারা, ভাবভঙ্গি কিছুই ভাল লাগল না তার কাছে, বড় বেশি উদ্ধত।

যারা যারা সেদিন লড়াইয়ে অংশ নেবে, তারা ছাড়া অন্যান্য নাইট ও যোদ্ধারা গিয়ে গ্যালারিতে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়ল। নিজের আসনে ফিরে যাওয়ার আগে একবার অযথাই গুইনালদার সামনে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এল বোহান।

ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু তো বটেই, রাজকুমারীর জন্যে অসম্মানজনকও। রাজা গোবরেড সহ্য করে গেল, কারণ বোহান তার মেহমান। মেহমানকে অপমান করতে চাইল না।

যথাসময়ে শুরু হলো লড়াই। নিমরের ভাগ্য খারাপ, বোহানের দল পেল ২২৭ পয়েন্ট, আর নিমর ১০৬।

দ্বিতীয় দিনে আবার মাঠে এল লোকেরা। লড়াইয়ের আগে আগের দিনের মতই রাজকুমারীর সামনে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ঘুরে গেল বোহান। সেদিনও রাজা গোবরেড কিছু বলল না। যথাসময়ে শুরু হলো লড়াই। জিতল বোহানের দল। ১২৮ পয়েন্ট কম পেয়ে পিছিয়ে আছে নিমর।

www.BanglaBook.org

তৃতীয় দিন আবার লড়াইয়ের মাঠে জমায়েত হলো জনতা। না বোহানের দেশে, না নিমরে, কোথাও আর কোন লোক রইল না, সব চলে এসেছে মাঠে। দুই রাজ্যের গোটা কয়েক প্রহরী শুধু রয়েছে পাহারা দেয়ার জন্যে, তাদেরও বেশির ভাগ বুড়ো আর অকর্মণ্য। জোয়ানেরা সব চলে এসেছে লড়াইয়ে অংশ নিতে।

ঘোড়া ছুটিয়ে রাজা গোবরেডের মঞ্চের নিচে এসে দাঁড়াল বোহান। চেঁচিয়ে বলল, 'রাজা গোবরেড, ফলাফল কি হবে বুঝতেই পারছেন। আমার দলই জিতবে। এই আনন্দের দিনে আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

'কি প্রস্তাব?' জানতে চাইল রাজা গোবরেড। 'সম্মানজনক হলে সেটা অবশ্যই রাখার চেষ্টা করব।'

'আপনার মেয়েকে উপহার দিতে হবে আমাকে।'

বিয়ে করার কথা বললে হয়তো অন্যরকম ব্যাপার হত, কিন্তু এমনভাবে কথাটা বলল বোহান, ভীষণ অপমানিত বোধ করল গোবরেড। লাল হয়ে গেল চোখমুখ। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'স্যার বোহান, আপনি আমার মেহমান। নইলে এখুনি গলাধাক্কা দিয়ে মাঠ থেকে বের করে দিতে বলতাম।'

ক্রূর হাসল বোহান। 'চেষ্টা করে দেখতে পারেন এখনও। বুঝতেই পারছেন, আপনার লোকের চেয়ে আমার লোকেরা ভাল যোদ্ধা। সত্যি সত্যি লড়াইয়ে নামলে আপনার দলেরই হার হবে, সেক্ষেত্রে জোর করে আপনার মেয়েকে ধরে নিয়ে যাওয়া কিছুই না আমার জন্যে। আচ্ছা চলি, আগে লড়াই শেষ হোক, তারপর দেখা যাবে।' জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে তার জায়গায় ফিরে গেল বোহান।

খবরটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল পুরো মাঠে। রাগে ফুঁসে উঠল গোবরেডের দল, মজা পেয়ে হাসতে লাগল বোহানের লোকেরা।

গত দুদিনের লড়াইয়ে অংশ নেয়নি ব্লেক। আজ নেমে এল গ্যালারি থেকে। পরনে কালো পোশাক, হাতে তলোয়ার। বোহানের উদ্ধত কথাবার্তা তার কানেও এসেছে। রেগে গেছে সে-ও। রাজা গোবরেডের মঞ্চের নিচে এসে দাঁড়াল ব্লেক। বলল, 'আমাকে লড়াইয়ে নামার অনুমতি দিন, রাজা।'

মঞ্চ থেকে নেমে এল রাজা আর রাজকুমারী। ব্লেকের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল গোবরেড। বলল, 'স্যার ব্লেক, সত্যিকারের নাইটের মত লড়বে আজ। দেশের সম্মান রক্ষা করবে। ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করুন।'

নিজের মাথা থেকে ফিতে খুলে ব্লেকের কাঁধে আটকে দিল রাজকুমারী। ছলছল চোখে বলল, 'গুইনালদার ইজ্জত রক্ষা করো, ব্লেক।' আর একটাও কথা না বলে আবার মঞ্চের সিঁড়িতে পা রাখল সে।

তলোয়ার তুলে শপথ করল ব্লেক, 'রাজা আর রাজকুমারীর ইজ্জত রক্ষা করতে, নিমরের সম্মান রাখতে আমার জীবন উৎসর্গ করলাম।'

তুমুল হাততালি উঠল। বাহবা দিল জনতা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা

www.BanglaBook.org

জানাল স্যার জেমস ব্লেকের মঙ্গল কামনা করে।

যুদ্ধক্ষেত্রে ঢুকল ব্লেক। ঘোড়ার পিঠে বসে আছে মাথা উঁচু করে। হাতে ঢাল নেই, শুধু খোলা তলোয়ার। কে বলবে, সে আধুনিক আমেরিকার এক নবীন ধনী যুবক, মধ্যযুগীয় এক বীর নাইট নয়? তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও এখন তাকে দেখলে চমকে যেত।

বোহানের লোকেরাও চমকে গেল। কে এই ব্ল্যাকনাইট? তার দলের এক সেরা যোদ্ধা স্যার গাইকে লড়াই করতে পাঠাল বোহান।

ঘোড়ায় চড়ে ছুটে এল স্যার গাই। ব্লেককে ভয় করার কিছু নেই, কারণ তার হাতে ঢাল নেই। পয়লা চোটেই ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দেবে ওই বোকা নাইটের।

সতেরো

দ্বিতীয় দিনে নিমরের মাঠে যখন প্রতিযোগিতা চলছে, সেই সময় উপত্যকা ধরে এগিয়ে চলেছে একদল মানুষ। নোংরা, ছেঁড়া পোশাক, চেহারায় পরিশ্রমের দাগ সুস্পষ্ট। হাতে ওদের বন্দুক।

দীর্ঘ দিন অব্যবহৃত পায়ে চলা পথের ঘাস মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে দলটা। কিছুদূর এগোতেই পাথর বাঁধানো প্রাচীন সড়ক চোখে পড়ল। পথে উঠে এল ওরা। এর শেষ মাথায় বোহানের দুর্গ।

শহরে এসে ঢুকল দলটা। সদর দরজায় প্রহরী নেই, পথের ধারে এক জায়গায় টহল দিচ্ছে একজন বুড়ো প্রহরী। নোংরা দলটাকে দেখে থমকে গেল সে। পুরানো ইংরেজিতে জানতে চাইল আগন্তুকদের পরিচয়। জবাবে গুলি খেল সে, চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল পথের ওপর।

গুলির আওয়াজে দুর্গের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আরেকজন প্রহরী। দলটাকে দেখেই আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল, 'সারাসেন! সারাসেন! শহর আক্রমণ করেছে!'

পিলপিল করে দুর্গের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল প্রহরীরা। হাতে বর্শা, তলোয়ার আর তীর-ধনুক। কারও কারও হাতে যুদ্ধের কুড়াল।

আক্রমণ করার আগেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটল প্রহরীদের দিকে। বাধা দেয়ার সময়ই পেল না তারা। আধুনিক অস্ত্রের মুখে কয়েক মুহূর্তও টিকতে পারল না, লুটিয়ে পড়ল দেখতে দেখতে। যারা বেরিয়ে এসেছিল, তাদের একজনও রেহাই পেল না আততায়ীদের গুলি থেকে।

আর কেউ বেরোল না দুর্গ থেকে। আবার এগোল নোংরা দলটা। ঢুকে পড়ল দুর্গে।

বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। শিগগিরই পাওয়া গেল বোহানের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধনভাণ্ডার। রাশি রাশি মনিমুক্তা আর হীরেজহরৎ দেখে চোখ কপালে উঠল আরবদের। বাক্স বাক্স সোনার বাঁট আর মোহর দেখতে পেল ওরা। ওগুলো নিয়ে নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে ইবনজাদ, কিন্তু অতিরিক্ত লোভ তার। দুর্গের বাইরে বেরিয়ে দূরে আরেকটা দুর্গ হাত তুলে দেখাল সঙ্গীদের। বলল, 'যতখানি কঠিন হবে ভেবেছিলাম, তার কিছুই হলো না। এত সহজে কাবু করে ফেলতে পারব ব্যাটাদের, কল্পনাই করিনি। কাল ওই দুর্গে হানা দেব। নিমরের সমস্ত ধনরত্ন না নিয়ে দেশে ফিরছি না আমি।'

বোহানের সমস্ত ধন ছোট ছোট বস্তায় ভরে নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে গেল আরবেরা।

আঠারো

ঝড়ের গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে এল স্যার গাই। স্থির দাঁড়িয়ে আছে রেকের ঘোড়া। বুঝতে পারছে রেক, মৌলাদ যা করেছিল, ঠিক একই কায়দা অবলম্বন করতে যাচ্ছে গাই।

সারা মাঠে থমথমে নীরবতা। আজ আর সাধারণ লড়াই নয়, মস্ত বড় দুই যোদ্ধা নেমেছে প্রতিযোগিতায়। কে হারে কে জেতে, বোঝা মুশকিল। কার ওপর বাজি ধরবে, ঠিক করতে পারছে না দর্শকরা।

লড়াইয়ের ফলাফল সম্পর্কে অতিমাত্রায় নিশ্চিত স্যার গাই। লড়াইয়ের রীতি মানছে না প্রতিপক্ষ, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, যেন মরার জন্যেই। হাতে ঢাল নেই। আত্মহত্যার জন্যে তৈরি হয়েছে নাকি লোকটা? যা-ই হোক, লড়াইয়ের মাঠ থেকে যখন সরে যাচ্ছে না, আঘাত হানতেই হবে স্যার গাইকে।

যা ভেবেছিল রেক, ঠিক তাই করল গাই। ঢালটা সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে প্রতিপক্ষের আঘাত ঠেকানোর জন্যে। কাছাকাছি হয়েই তলোয়ারের কোপ মারল।

চোখের পলকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত ঠেকাল রেক, নিজের ঘোড়া দিয়ে ধাক্কা মারল গাই-এর ঘোড়াকে। টলে উঠল গাই। বিস্ময় দেখা দিল চোখে। সুযোগটা কাজে লাগাল রেক। তলোয়ার দিয়ে কোপ মারল গাই-এর তলোয়ারে, ফেলে দিল প্রতিপক্ষের হাত থেকে। পরক্ষণেই ঘোড়া দিয়ে আবার ধাক্কা লাগাল গাইয়ের ঘোড়ার পেটে। ভারসাম্য হারাল গাই। উল্টে পড়ে গেল মাটিতে।

তুমুল হট্টগোল উঠল গ্যালারিতে। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছে নিমরবাসী, হায় হায় করে উঠেছে বোহানের লোকেরা।

ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামল রেক। এগিয়ে এল গাইয়ের দিকে। জনতা

www.BanglaBook.org

ধরেই নিল, এবার পরাজিতকে হত্যা করবে ব্লেক। কিন্তু তাদেরকে অবাক করে দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা লোকটাকে ধরে তুলল সে, কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করতে সাহায্য করল। হত্যা করল না, ছেড়ে দিল। গর্বে বুক ফুলে উঠল নিমরবাসীর। দ্বিগুণ জোরে চেঁচিয়ে উঠল ওরা আনন্দে।

লড়াইয়ের মাঠ থেকে বেরিয়ে এল ব্লেক। রাজা গোবরেড আর রাজকুমারীর উদ্দেশ্যে মাথা নুইয়ে নিজের আসনে গিয়ে বসল।

মন ভেঙ্গে গেছে যেন বোহানের যোদ্ধাদের। এরপর গোবরেডের লোকের সঙ্গে যে-ই লড়াই করতে এল, পরাজিত হলো, একজন ছাড়া। সে এক প্রৌঢ় নাইট, স্যার উইলফ্রেড। তার সঙ্গে কেউই এঁটে উঠতে পারল না। তবে ইতিমধ্যে পয়েন্টের দিক থেকে এগিয়ে গেছে গোবরেডের দল, ৪৫২ পয়েন্ট পেয়েছে। বোহানের দল পেয়েছে ৪৪৮ পয়েন্ট। ৪ পয়েন্টের ফারাক, খুব বেশি নয়। স্যার উইলফ্রেড যেভাবে লড়ছে, শিগগিরই পয়েন্ট উঠে যাবে তাদের দলের।

আবার ডাক পড়ল ব্লেকের। গ্যালারি থেকে নেমে এল সে।

গুঞ্জন উঠল দর্শকের মাঝে: ওই যে আসছে স্যার ব্লেক, উইলফ্রেডের জারিজুরি এবার খতম হবে!...ব্ল্যাকনাইটের বাহাদুরি শেষ করে দাও উইলফ্রেড, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তলোয়ার নয়, বর্শা নিয়ে লড়াই করছে উইলফ্রেড। জমকাল পোশাক পরা বিশালদেহী এই নাইটকে একটা দানব বলেই মনে হচ্ছে। তার কাছে স্যার ব্লেক যেন একটা বাচ্চা খোকা।

ঘোড়া নিয়ে দূরে সরে গেল দুই যোদ্ধা। মাঠের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল। বর্শা বাগিয়ে ধরল দু'জনেই। ঘোড়ার পেটে জুতোর খোঁচা লাগাতেই লাফিয়ে উঠে ছুটল ঘোড়া।

তীব্র গতিতে ছুটে আসছে দুটো ঘোড়া, কাছাকাছি হচ্ছে দ্রুত, আরও দ্রুত। দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করে আছে দর্শক, স্যার ব্লেকের তলোয়ার যুদ্ধ দেখেছে, বর্শার খেল দেখেনি। সবাই ভাবছে, কি হয় কি হয়!

কাছে এসে পড়ল দুটো ঘোড়া। বর্শা চালাল উইলফ্রেড। ক্ষিপ্র গতিতে নিচ থেকে ওপর দিকে বর্শা ঠেলে দিল ব্লেক। আঘাত প্রতিহত হলো। পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় উইলফ্রেডের গায়ে লাথি চালাল ব্লেক। ঘোড়াটা চলে গেল, মাটিতে ছিটকে পড়ল উইলফ্রেড। গড়াগড়ি খেয়ে উঠে বসল। বোকা হয়ে গেছে। এত সহজেই কাবু করে ফেলল তাকে সামান্য এক ছোকরা!

জনতার চিৎকারে কানে তালা লেগে যাওয়ার অবস্থা। চোখ বড় বড় করে দেখল উইলফ্রেড, ঘোড়া ঘুরিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে শত্রু। মরার জন্যে তৈরি হলো প্রৌঢ় নাইট।

কাছে এসে থামল ব্লেকের ঘোড়া। হাসছে সওয়ারী।

'আপনি হাসছেন!' অবাক হয়ে বলল উইলফ্রেড।

'তবে কি কাঁদব,' হেসে বলল ব্লেক। 'আমার অবস্থায় আপনি হলে

www.BanglaBook.org

আপনিও হাসতেন। নিন, উঠে পড়ুন। খুব বেশি লেগেছে নাকি?'

হাঁ হয়ে গেল উইলফ্রেড। ছোকরা বলে কি? কোথায় তাকে খুন করবে, না ভালমন্দের খোঁজখবর নিচ্ছে! নাহ্, তরুণ ওই নাইটের মতিগতি বোঝা তার সাধ্যের বাইরে।

জিতে গেছে নিমরবাসী। হুড়মুড় করে গ্যালারি থেকে নেমে আসতে শুরু করল জনতা। বিজয়ী বীরকে সম্মান জানাতে। এই গোলমালের মাঝে হঠাৎ শোনা গেল রাজা গোবরেডের চিৎকার, 'রাজকুমারীকে নিয়ে যাচ্ছে!··· রাজকুমারীকে নিয়ে যাচ্ছে বোহান! তোমরা শোনো···'

রাজার চিৎকার ব্লেকের কানে পৌঁছল। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না আর সে। ঘোড়া ছোটাল। গুইনালদাকে নিয়ে বোহান পালিয়ে যাওয়ার আগেই তাকে ধরতে হবে।

উনিশ

ব্লেকের চিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে টারজান। দু'দিন আগে রাতের বেলা বেরিয়েছে ইবনজাদের ক্যাম্প থেকে···শেখের কথা মনে হতেই তার ভাই তোলগের কথা মনে পড়ে গেল। মুচকি হাসল টারজান। তাকে খুন করতে চেয়েছিল ওরা। আতিথ্যের বহর দেখে তখনই সন্দেহ হয়েছিল টারজানের। শেখ ইবনজাদের তাঁবুর অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে ওদের সব কথাই শুনেছিল। ধমক দিয়ে আতিজাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তোলগ। তারপর তাকে আক্রমণ করেছে টারজান। পিটিয়ে বেহুঁশ করে এসে শুইয়ে দিয়েছে বিছানায়, কালো চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। বোকা স্টিফলটা টারজান ভেবে খুন করেছে তোলগকে···আবার হাসল টারজান।

একটা উপত্যকায় এসে পড়ল সে। পথের ধারে বিরাট এক চুনাপাথরের ক্রুশ, থমকে দাঁড়াল সে। সরু পথটা ঢুকে গেছে দুটো বড় পাথরের মাঝখান দিয়ে। অবচেতন মন সাবধান করে দিল টারজানকে। পথ থেকে সরে এল সে, ঝোপঝাড় ঠেলে সাবধানে এগোল। বড় একটা পাথর ঘুরে একটা ঝোপে গিয়ে ঢুকল। এই সময় কানে এল মানুষের চাপা কণ্ঠস্বর। পাথরের মত স্থির হয়ে গেল সে। উঁকি দিল ঝোপের ভেতর থেকে।

দুই প্রহরীকে দেখতে পেল টারজান। বিচিত্র পোশাক পরনে, পুরানো ইংরেজিতে কথা বলছে। হয়তো ওদের কবলেই পড়েছে ব্লেক। ওরা হিংস্র না নিরীহ, বুঝতে পারল না টারজান। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ঝোপের ভেতর থেকে। পেছন থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক প্রহরীর ওপর। চোখের পলকে কাবু করে ফেলল তাকে। অন্যজন ছুটে পালাল সুড়ঙ্গের দিকে। ঝোপের ধারে লোকটাকে টেনে নিয়ে এল টারজান। আতঙ্কিত চোখে তার দিকে চেয়ে

www.BanglaBook.org

আছে প্রহরী, কাঁপছে ভয়ে।

'চুপ থাকো,' বলল টারজান, তোমার কোন ভয় নেই। গোলমাল না করলে মারব না।'

'কে! কে তুমি?' কম্পিত কণ্ঠ প্রহরীর।

'আমি কে সেটা জানার দরকার নেই। যা জিজ্ঞেস করব, ঠিক ঠিক জবাব দেবে। হ্যাঁ, এবার বলো, কোন শ্বেতাঙ্গ এসেছে এদিকে, কয়েক দিন আগে?

'শ্বেতাঙ্গ? স্যার জেমস ব্লেকের কথা বলছ না তো?'

'স্যার!...স্যার কিনা জানি না, তবে নামটা ঠিকই আছে, জেমস ব্লেককেই খুঁজছি।'

'হ্যাঁ, তিনি এসেছেন।'

'দেখেছ তুমি? কোথায় এখন সে?'

'উনি এখন লড়াইয়ের মাঠে। নিমরের সম্মান রক্ষায় ব্যস্ত। যদি তার কোন ক্ষতি করতে এসে থাকো, ফিরে যাও, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করছেন। তা ছাড়া অনেক নাইট আছে ওখানে, তাঁদের সঙ্গে তুমি পারবে না।'

'ক্ষতি করতে আসিনি, আমি তার বন্ধু।'

ভয় সামান্য কাটল প্রহরীর। 'বন্ধুই যদি হবে, আমার ওপর ওভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লে কেন?'

'কারণ, জানি না তোমরা ব্লেকের শত্রু না মিত্র।'

'আমরা তাঁর মিত্র। তাঁর বন্ধু আমাদেরও বন্ধু।'

'বেশ,' প্রহরীকে ছেড়ে দেয়ার আগে তার তলোয়ারটা নিয়ে নিল টারজান। 'ওঠো, পথ দেখাও। ব্লেকের কাছে নিয়ে চলো আমাকে। সাবধান, কোনরকম চালাকির চেষ্টা করবে না।'

'না, করব না,' মাথা নাড়ল প্রহরী। এগিয়ে চলল আগে আগে।

সুড়ঙ্গে ঢোকার আগের মুহূর্তে থমকে দাঁড়াল টারজান। কাঁধ চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে পিছিয়ে আনল প্রহরীকে। সুড়ঙ্গের ভেতর শব্দ, কারা যেন আসছে।

খানিক পরেই বেরিয়ে এল একজন বিচিত্র পোশাক পরা মানুষ। লম্বা-চওড়ায় প্রায় টারজানেরই সমান। তার পেছনে বেরোল কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক, সবার পেছনে সেই প্রহরীটা, যে একটু আগে পালিয়ে গিয়েছিল।

টারজানকে দেখেই আক্রমণ করতে এল ওরা।

তাড়াতাড়ি হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল টারজানের সঙ্গের প্রহরী, 'না, স্যার বারট্রাম, না! ওকে মারবেন না! উনি স্যার জেমস ব্লেকের বন্ধু!'

সৈন্যদেরকে এগোতে নিষেধ করল লম্বা লোকটা। টারজানের কাছে এসে দাঁড়াল। 'আপনি কি সত্যিই স্যার ব্লেকের বন্ধু?'

'হ্যাঁ। ক'দিন থেকেই তাকে খুঁজছি।'

'আপনিও কি তার মতই জঙ্গলে পথ হারিয়েছেন? পোশাক-টোশাক হারিয়েছেন বিপদে পড়ে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না। জঙ্গলে আমি পোশাক ছাড়াই ঘুরি,' মৃদু হেসে বলল টারজান।

অবাক হয়েছে বারট্রাম, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। 'আপনি কি স্যার জেমসের দেশের লোক?'

'আমি ইংরেজ।'

'ইংরেজ! খুব ভাল, খুব ভাল। নিমরে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে। আমিও স্যার জেমসের বন্ধু। স্যার বারট্রাম আমার নাম।'

'আমি টারজান,' হাত বাড়িয়ে দিল সে।

'আপনার উপাধি?' হাত মেলাতে মেলাতে জিজ্ঞেস করল বারট্রাম।

লোকটার পোশাক-আশাক, কথা বলার ধরন কেমন অদ্ভুত লাগছে টারজানের কাছে। উপাধি জিজ্ঞেস করায় আরও অবাক হলো। বলল, 'লর্ড।'

খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল বারট্রাম। 'লর্ড! ইংরেজ লর্ড। আসুন, জলদি আসুন আমার সঙ্গে। রাজা গোবরেড আপনাকে পেয়ে খুব খুশি হবেন।'

টারজানকে নিয়ে সুড়ঙ্গ পেরিয়ে এল বারট্রাম। সৈনিকদের ব্যারাকের সামনে এসে থামল। 'আসুন লর্ড টারজান, আপনার উপযুক্ত পোশাক দিচ্ছি, পরে নিন।'

পোশাক নিয়ে এল চাকরেরা। বারট্রামের পোশাক, ভালই ফিট করল টারজানের গায়ে। চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে, খুব মানিয়েছে। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে গদগদ হয়ে গেল স্যার বারট্রাম। টারজানকে ঘোড়ায় চাপিয়ে নিজেও উঠল আরেকটা ঘোড়ায়। চলল লড়াইয়ের মাঠের দিকে।

অবাক হয়ে শহর দেখতে দেখতে চলল টারজান। এই গভীর বনে মধ্যযুগীয় নাইটদের শহর দেখে তাজ্জব হয়ে গেছে সে। এমন জায়গায় এমন একটা শহর থাকতে পারে কল্পনাও করবে না কেউ। কিংবদন্তীর নিমর নগরী তাহলে সত্যিই আছে।

মাঠের কাছাকাছি পৌঁছতেই উত্তেজিত চিৎকার কানে এল, অনেক লোক হৈ-চৈ করছে। কোন গোলমাল বেঁধেছে নিশ্চয়। টারজানকে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগোল বারট্রাম।

সত্যিই খুব গোলমাল হচ্ছে। ঘোড়ায় চড়ে পালাচ্ছে একদল লোক, বোহানের লোক বলেই মনে হলো বারট্রামের। একজন সৈন্যকে ডেকে কারণ জিজ্ঞেস করল সে।

'রাজকুমারীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে শয়তান বোহান!' উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'স্যার বারট্রাম, জলদি যান, তাঁকে বাঁচান।'

'লর্ড টারজান!' চেঁচিয়ে বলল বারট্রাম, 'জলদি আসুন। আমাদের রাজকুমারীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে বিরোধী দলের লোকেরা। তাঁকে বাঁচাতে হবে।'

বারট্রামের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘোড়ার পেটে জুতো দিয়ে গুঁতো লাগিয়েছে টারজান। লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল ঘোড়া। উড়ে চলল যেন মাঠের ওপর দিয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সামনে ধুলোর ঝড়। চোখে পড়ছে কিচকিচে বালি, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না ব্লেক। কিন্তু ঘোড়ার গতি কমাচ্ছে না কিছুতেই। যে করেই হোক, বোহানকে ধরতে হবে। শক্ত করে চেপে ধরেছে ঘোড়ার রাশ, হাতে খোলা তলোয়ার। এবার আর প্রতিযোগিতা নয়, আওতায় পেলেই খুন করবে শত্রুকে।

ধুলোর মেঘের ভেতরে ঢুকে গেল ব্লেক। তীব্র গতিতে ছুটছে ঘোড়া। এক এক করে বোহানের নাইটদেরকে পেছনে ফেলে এল সে। আর মাত্র দুটো ঘোড়ার পরেই বোহানের ঘোড়া। এই সময় কয়েকজন নাইট একযোগে আক্রমণ করল ব্লেককে।

মরিয়া হয়ে তলোয়ার চালাল ব্লেক। তার বিপুল বিক্রমের সামনে টিকতে পারল না নাইটরা, কয়েকজন প্রাণ হারিয়ে পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে। অন্যেরা পালাল।

এই সুযোগে বেশ অনেকখানি এগিয়ে গেছে বোহান। ছুটল আবার ব্লেক।

বোহান বুঝল, ব্ল্যাকনাইট রাজকুমারীকে না নিয়ে যাবে না কিছুতেই। হঠাৎ ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল সে। হুড়মুড় করে প্রায় তার ঘোড়ার ওপরই এসে পড়ল ব্লেকের ঘোড়া। ভারসাম্য হারাল বোহান। ছিটকে পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে। রাজকুমারীও পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তার কাপড় খামচে ধরল ব্লেক। হ্যাঁচকা টানে তুলে আনল নিজের ঘোড়ার পিঠে।

নাইটরা ইতিমধ্যে বুঝে গেছে, ব্ল্যাকনাইট একা এসে ঢুকেছে তাদের এলাকায়, তার সঙ্গে আর কেউ নেই। সাহস ফিরে পেল ওরা। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে আক্রমণ করতে এগোল।

ঘোড়ার মুখ ঘোরাল ব্লেক। শক্ত করে কেশর চেপে ধরতে বলল রাজকুমারীকে। তারপর তীব্র গতিতে ঘোড়া ছোটাল। চোখের পলকে ভেদ করে এল শত্রুব্যূহ। সামনে পড়েছিল দু'জন ঘোড়সওয়ার, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তাদের খণ্ডিত দেহ।

এক পাশে বন, সেদিকেই ঘোড়া ছোটাল ব্লেক। পেছনে তাড়া করে আসছে শত্রু। জোরে, আরও জোরে ঘোড়ার পেটে গুঁতো লাগাল সে, উড়িয়ে নিয়ে চলল জানোয়ারটাকে।

জঙ্গলের প্রান্তে চলে এল ব্লেক। পেছনে ফিরে তাকাল একবার। একে একে রাশ টেনে ঘোড়া থামাচ্ছে শত্রুরা। এদিকে আসতে তারা ভয় পায়, সারাসেনদের ভয়। নিমর আর বোহানের লোকের ধারণা, বনের ভেতর রয়েছে সারাসেনদের ঘাঁটি। মুচকি হাসল ব্লেক। ঢুকে গেল বনের ভেতর। আপাতত নিরাপদ ওরা।

বনের আরও গভীরে ঢুকে ঘোড়া থামাল ব্লেক। আস্তে করে নামিয়ে দিল রাজকুমারীকে। নিজেও নামল। ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ধপ করে বসে পড়ল মাটিতে। ভীষণ পরিশ্রম গেছে, এবার একটু জিরিয়ে নেয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দরকার।

ব্লেকের পাশে মাথা নিচু করে বসে আছে রাজকুমারী। কাঁপছে থরথর করে।

বিকেল গড়িয়ে গেছে। সাঁঝের দেরি নেই। তারপরই নামবে জঙ্গলের ভয়াবহ রাত। এক সময় বলল রাজকুমারী, 'চলো, নাইট, শহরে ফিরে যাই। শয়তানগুলো আর আসবে বলে মনে হয় না।'

উঠল ব্লেক। ঘোড়াটার বাঁধন খুলল। রাজকুমারীকে তুলে দিতে যাবে পিঠে, ঠিক এই সময় আতঙ্কিত চিৎকার করে উঠল ঘোড়া। এক লাফে সরে চলে গেল। তারপরই লাগাল ছুট। পেছন থেকে অনেক ডাকল ব্লেক, কিন্তু শুনলই না জানোয়ারটা। ছুটে চলে গেল শহরের দিকে।

'কি হলো? কি দেখে এত ভয় পেল ওটা?' অবাক হয়ে বলল রাজকুমারী।

'কি জানি!'

দু'জনের কেউই জানল না, গাছের ওপর থেকে তাদের ওপর নজর রাখছে একজোড়া চোখ।

বিশ

ব্লেক আর রাজকুমারীকে ধরতে না পেরে ফিরে আসছে বোহানের লোকেরা। তাদের সামনে পড়ে গেল স্যার বারট্রাম আর টারজান। টারজানকে চেনে না ওরা, কিন্তু বারট্রামকে চেনে। ব্যস, আর কোন কথা নেই, আক্রমণ করে বসল।

বারট্রাম ভাবল, টারজান লড়াই জানে না, তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তার। কিন্তু এতগুলো নাইটের সঙ্গে পারবে না, এটাও বুঝতে পারল। তাই বলে চুপ করে রইল না। রুখে দাঁড়াল।

লড়াই বাধল। শুরুতেই বারট্রামের অবাক হওয়ার পালা। যাকে আনাড়ি ভেবেছিল, লড়াই করতে জানে না মনে করেছিল, তার ক্ষিপ্রতা দেখে তাজ্জব হয়ে গেল। এক নাইটের হাত থেকে টান দিয়ে বল্লম কেড়ে নিয়েছে টারজান। বসিয়ে দিয়েছে ওই নাইটের বুকে। শেষ মুহূর্তে ঢাল তুলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল নাইট, পারেনি, ঢাল ফুটো করে ঢুকে গেছে বল্লম, এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে তার বুক। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল সে।

লর্ড টারজানের শক্তি দেখে হাঁ হয়ে গেল বারট্রাম।

নাইটেরা ঘিরে ধরেছে দু'জন যোদ্ধাকে। আক্রমণ করল একযোগে। কিন্তু টারজানের বল্লম আর বারট্রামের তলোয়ারের সামনে দাঁড়াতে পারছে না, একের পর এক প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে।

চলল রক্তক্ষয়ী লড়াই। খানিক পরেই টারজান দেখল, মাত্র দু'জন লোক

www.BanglaBook.org

রয়েছে ঘোড়ার পিঠে, সে নিজে আর বোহানের এক নাইট। অন্য সবাই মৃত, স্যার বারট্রামও।

পালানোর চেষ্টা করল নাইট। ধরে ফেলল তাকে টারজান। ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ব্লেক আর রাজকুমারী কোথায়।

নীরবে বনের দিক দেখিয়ে দিল নাইট।

লোকটাকে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিল টারজান। ঘোড়া নিয়ে ছুটল বনের দিকে।

বনের ধারে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল টারজান। কাপড়-চোপড় সব খুলে ফেলে হাঁপ ছাড়ল। ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল বনের ভেতরে।

আগের দিন বোহানের দুর্গ লুট করেছে ইব্‌নজাদ আর তার দল। এগিয়ে যাচ্ছে এখন নিমরের দিকে।

শহরের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ তুমুল হট্টগোল কানে এল তাদের। হাত তুলে দলটাকে থামার নির্দেশ দিল ইব্‌নজাদ।

খানিক পরেই দেখতে পেল ধুলোর ঝড়, এগিয়ে আসছে এদিকেই। নিশ্চয় ঘোড়সওয়ার, সৈন্যদলও হতে পারে। ধুলোর পরিমাণ আর চেঁচামেচিতেই বোঝা যায়, অনেক বড় দল। বেগতিক দেখে নিজের লোকদেরকে বনে ঢুকে পড়তে বলল শেখ।

বনের ভেতরে ঢুকে ফাঁকামত এক জায়গায় বসল ইব্‌নজাদের দল। আলাপ-আলোচনা চলল। কেউ বলল ধনরত্ন পাওয়া গেছে, তাই নিয়ে দেশে ফেরা যাক। বেশি লোভ করে আরও ধনরত্ন আনতে গেলে হয়তো প্রাণটাই খোয়াতে হবে। কেউ বলল, না আরও দরকার। তা ছাড়া, সেই সুন্দরী মেয়েটা রয়েছে, তাকে আনতেই হবে। মেয়েটার ব্যাপারে ফাহ্‌দের আগ্রহই বেশি।

হৈ-চৈ একবার কমছে, একবার বাড়ছে। গোলমাল একেবারে না কমলে শহরে ঢুকবে না, সিদ্ধান্ত নিল ইব্‌নজাদ। বিকেল হলো। শহরের অবস্থা দেখার জন্যে একজন লোক পাঠাল সে।

সাঁঝের বেলা হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এল গুপ্তচর। উত্তেজিত। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল ইব্‌নজাদ।

'শেখ?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লোকটা, 'শহরে যাওয়ার দরকার নেই। মনে হয় সেই মেয়েটাকেই দেখে এসেছি! অপূর্ব সুন্দরী। এই বনের ভেতরেই রয়েছে। সঙ্গে একজন শ্বেতাঙ্গ, নাসরানিই হবে!'

'তাই নাকি!' শেখও অবাক হলো। 'চলো তো দেখি!'

কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে রওনা হলো সে।

মহাবিপদে পড়ে গেছে ব্লেক। রাজকুমারীর হাঁটার অভ্যেস নেই, বনের ভেতর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়ে এত পথ তাকে নিয়ে যাবে কি করে? আর খানিক পরেই নামবে রাত। তখন তো আরও বিপদ এই গভীর জঙ্গলে। রাতটা গাছের ওপর কাটিয়ে দেবে কিনা ভাবছে সে। সকাল হলে দিনের আলোয় যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারবে।

হঠাৎই মনে হলো ব্লেকের, তারা দু'জন ছাড়াও আরও কেউ আছে আশেপাশে। আড়ালে থেকে লক্ষ করছে।

'কে? কে?' চেঁচিয়ে উঠল ব্লেক।

চমকে উঠল রাজকুমারী। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই বেরিয়ে এল একদল লোক। ছেঁড়া, ঢোলা পোশাক পরনে। হাতে বন্দুক। বন্দুক চেনে না গুইনালদা, তবে পোশাক-আশাক আর চেহারা দেখে লোকগুলোকে মোটেই ভাল বলে মনে হলো না তার।

'সারাসেন! সারাসেন!' ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে ব্লেককে জড়িয়ে ধরল রাজকুমারী।

'হ্যাঁ, সারাসেন, তবে আমাদের কোন ক্ষতি হয়তো করবে না,' অভয় দিল ব্লেক। লোকগুলোর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমরা?'

ইংরেজি বুঝতে পারল না ওরা। কুৎসিত চেহারার এক লোক এগিয়ে এল। ফরাসীতে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি? সঙ্গের মেয়েটি কে?'

'আমি একজন ইংরেজ শিকারী, পথ হারিয়ে এখানে এসেছি। আর এ হলো নিমরের রাজকুমারী গুইনালদা। তোমরা কে?'

'আমরা বেদুইন ব্যবসায়ী,' জবাব দিল ফাহ্‌দ। ইব্‌নজাদের দিকে ফিরে শ্বেতাঙ্গ লোকটা আর মেয়েটার পরিচয় জানাল ওকে।

'ব্লেক!' ভুরু কোঁচকাল ইব্‌নজাদ। 'নিশ্চয় এই ব্যাটাই এসেছিল স্টিম্বলের সঙ্গে। বেঁধে ফেলো ওকে। তারপর মেয়েটাকে নিয়ে চলো আমরা এখান থেকে কেটে পড়ি।'

'ওকে বাঁধার দরকার কি?' বলল ফাহ্‌দ। 'মেরে রেখে গেলেই হয়।'

'দরকার নেই। যা গভীর জঙ্গল। বাঘ-সিংহের অভাব নেই। খেয়ে ফেলবে। খামোকা খুনের দায়িত্বটা আমরা নিতে যাই কেন? বেঁধে ফেলো ব্যাটাকে।'

আরবী বোঝে না ব্লেক। তবে লোকগুলোর মতিগতি ভাল ঠেকল না। বাধা দেয়ার আগেই আক্রান্ত হলো। দেখতে দেখতে কষে বেঁধে ফেলা হলো তাকে।

ব্লেককে মাটিতে ফেলে রেখে রাজকুমারীকে নিয়ে চলে গেল আরবেরা।

গাছের ডালে ডালে এগিয়ে এল এক বিশাল চিতাবাঘ। বিকেলে একবার ঘুরে গেছে। এটার অস্তিত্ব টের পেয়েই ভয়ে পালিয়েছিল ব্লেকের ঘোড়া।

রাত হয়েছে। চাঁদ উঠছে গাছের মাথায়। অন্ধকার বনের তলায় পড়ে আছে হাত-পা বাঁধা ব্লেক। নড়তে পারছে না। বাঁধন খোলার তো প্রশ্নই ওঠে

www.BanglaBook.org

না।

গাছের ডালে মৃদু নড়াচড়া টের পেয়ে কোনমতে মুখ ফিরিয়ে তাকাল ব্লেক। জ্যোৎস্নায় আলোকিত আকাশের পটভূমিতে দেখতে পেল বড় একটা কালো ছায়া। চিনতে ভুল হলো না তার। চিতাবাঘ। এখনি হয়তো ঝাঁপ দেবে।

বাঁধন খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করল আরেকবার ব্লেক। মৃত্যুকে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। চোখ বন্ধ করল সে।

গর্জে উঠল চিতাবাঘ। গলায় তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা অনুভবের অপেক্ষায় রইল ব্লেক। সময় পেরিয়ে গেল। এতক্ষণ তো লাগার কথা নয়। লাফ দিল না নাকি বাঘটা? কেমন একটা হাঁসফাঁস শব্দ কানে আসছে।

চোখ মেলল ব্লেক। আশ্চর্য! মোটা দড়ির ফাঁসে ঝুলছে বাঘটা। দুলতে দুলতে ওপরে উঠে গেল। গাছের ডালে আরেকটা কালো ছায়া নড়াচড়া করছে। আকৃতিটা মানুষের মত। চাপা একটা আর্তনাদ করে উঠল চিতা। পরক্ষণেই ধুপ্ করে মাটিতে পড়ল তার দেহটা, ব্লেকের কাছ থেকে দূরে। দুয়েকবার শুকনো পাতায় পা ডলার শব্দ, তারপর চুপ। মরে গেছে নিশ্চয়।

গাছ থেকে নেমে এল একজন মানুষ। ব্লেকের কাছে এসে দাঁড়াল। আবছা আলোয়ও চিনতে পারল তাকে ব্লেক। বিড়বিড় করে বলল, 'টারজান!'

'হ্যাঁ, ব্লেক, আমি টারজান। শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম আপনাকে। খুব সময়মত এসে পড়েছি, নইলে...' ব্লেকের বাঁধন খুলতে লাগল টারজান। 'এভাবে কে বেঁধে রেখে গেল আপনাকে?'

'একদল বেদুইন, ডাকাতই হবে বোধহয়,' জানাল ব্লেক।

'বেদুইন! নিশ্চয় ইব্‌নজাদের দল!' আপনমনে বিড়বিড় করল টারজান।

'আমার সঙ্গে একটা মেয়ে ছিল, তাকে ধরে নিয়ে গেছে শয়তানেরা! টারজান, শিগগির চলুন, ওকে বাঁচাতে হবে।'

'কোন্ দিকে গেছে?'

'ওই দিকে,' আঙুল তুলে দেখাল ব্লেক।

'কখন গেছে?'

'অনেকক্ষণ। কয়েক ঘণ্টা হবে।' বেঁধে রাখা জায়গাগুলোতে দাগ পড়ে গেছে। ব্যথা করছে। ডলছে ব্লেক।

'উঠুন যাই। তাড়াতাড়ি করতে হবে,' ব্লেককে উঠতে সাহায্য করল টারজান।

ছুটল দু'জনে। চাঁদের আলোতে সহজেই ইব্‌নজাদের দলের চিহ্ন খুঁজে বের করছে টারজানের অভিজ্ঞ চোখ, অনুসরণ করতে অসুবিধা হচ্ছে না একটুও।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর এক জায়গায় এসে দলটা দু'ভাগ হয়ে গেছে, বুঝতে পারল টারজান। থেমে বিশ্রাম নিয়েছিল এখানটায়। চিহ্ন রয়েছে। তারপর কোন কারণে দু'ভাগ হয়েছে। একটা দল চলে গেছে নিমরের

www.BanglaBook.org

দিকে—বড়জোর জনাতিনেক লোক হবে সে দলে, অন্য দলটা উল্টো দিকে গেছে। টারজান অনুমান করল, মেয়েটাকে নিয়ে গেছে একটা দল, আরেকটা শহরে গেছে রাজার কাছে, রাজকুমারীর মুক্তিপণ আদায় করতে।

'শহর আপনার চেনা,' বলল টারজান। 'আপনি সেদিকেই যান। বন্ধুরা শহরে গিয়ে থাকলে তাদের আটকানোর ব্যবস্থা করবেন। আমি যাচ্ছি উল্টো দিকে। রাজকুমারীকে নিয়ে ফিরব।'

হিংস্র জানোয়ারে ভরা গভীর জঙ্গলের ভেতরে হারিয়ে গেল টারজান।

মুখ ফেরাল ব্লেক। পা বাড়াল শহরের দিকে।

একুশ

কিছুতেই কথা শোনানো যাচ্ছে না রাজকুমারীকে। তাকে নিয়ে সমস্যায় পড়ে গেছে ইব্‌নজাদ। হাঁটতে চায় না মেয়েটা, হাঁটার অভ্যাসও নেই, ফলে অগ্রগতি তেমন হচ্ছে না দলের। রাতও অনেক হয়েছে। বিশ্রামের জন্যে বসল ওরা। আগুন জ্বালল, রান্নাবান্নায় মন দিল শেখের মেয়ে আর স্ত্রী।

বোহানের দুর্গ থেকে প্রচুর ধনরত্ন লুট করেছে, তার ওপর রাজকন্যাকে পাওয়া গেছে, তাকে দেশে নিয়ে গিয়ে কোন আমীর-বাদশাহর কাছে বিক্রি করে দিলে ভাল টাকা পাওয়া যাবে। নিমরে আবার গিয়ে ঢোকার ঝুঁকি আর নেবে না ঠিক করল ইব্‌নজাদ, যা পেয়েছে তা-ই সারাজীবন দু'হাতে খরচ করে শেষ করতে পারবে না।

ফাহ্‌দের মনে অন্য ভাবনা। আগুনের কাছ থেকে দূরে বসে আছে সে। বার বার তাকাচ্ছে মেয়েদের মাঝে বসে থাকা রাজকুমারীর দিকে। এত রূপ আর দেখেনি সে। ভাবছে, রাজকুমারী আর স্টিম্বলকে নিয়ে পালিয়ে গেলে কেমন হয়? নাসরানিটাকে দেশে পৌঁছে দিতে পারলে কম করে হলেও দু'লাখ ডলার দেবে। সেই টাকা দিয়ে আমেরিকাতেই থেকে যেতে পারবে ফাহ্‌দ, বিয়ে করবে রাজকুমারীকে, সুখে কাটিয়ে দেবে জীবনটা। কিন্তু বাধা আছে একটা—ইব্‌নজাদ। অতএব···

সুযোগের অপেক্ষায় রইল ফাহ্‌দ। রাত আরও বাড়ল। খাবার তৈরি শেষ। তক্কে তক্কে রয়েছে সে। দেখল খাবার বাড়ছে মেয়েরা। ইব্‌নজাদের প্লেট কোনটা, লক্ষ রাখল সে। এসে গেল সুযোগ। খাবারে বিষ মিশিয়ে দিল ফাহ্‌দ। ভাবল, সবার অলক্ষ্যেই করতে পেরেছে কাজটা। কিন্তু তার ভাবভঙ্গি দেখে সন্দেহ হয়েছিল আতিজার, সে চোখ রেখেছে। দেখে ফেলল ব্যাপারটা। কিন্তু কিছু বলল না, চুপ করে রইল।

খাবার দেয়া হলো সবার সামনে। স্টিম্বল আর ফাহ্‌দ পাশাপাশি বসেছে। কথা হয়ে গেছে দু'জনের মাঝে, কি করে কখন পালাবে।

প্লেট টেনে নিল ইব্‌নজাদ। খাবার মুখে তুলতে যাবে, এই সময় বলে

www.BanglaBook.org

উঠল আতিজা, 'আব্বাজান, ওই খাবার খেয়ো না। আর খেতেই যদি হয়, খানিকটা ফাহ্‌দকে খাইয়ে নাও।'

মেয়ের কথায় অবাক হয়ে গেল ইব্‌নজাদ। 'কেন?'

'সেটা ফাহ্‌দকেই জিজ্ঞেস করো...'

আতিজার কথা শেষ হওয়ার আগেই গর্জে উঠল ফাহ্‌দ, 'খবরদার! এক চুল নড়বে না কেউ!' উঠে দাঁড়িয়েছে সে আর স্টিম্বল। দু'জনের হাতেই বন্দুক। তাক করে রেখেছে।

'স্টিম্বল,' ফরাসীতে বলল ফাহ্‌দ, 'বন্দুকগুলো সব কুড়িয়ে নাও। আমি ওদের পাহারা দিচ্ছি।'

এক এক করে বন্দুকগুলো তুলে নিতে লাগল স্টিম্বল। নড়ে উঠল এক আরব। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল ফাহ্‌দের বন্দুক। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা। আর কেউ কিছু করার সাহস পেল না।

সবগুলো বন্দুক কুড়িয়ে এনে জড় করল স্টিম্বল।

'বাঁধো একসঙ্গে করে,' আদেশ দিল ফাহ্‌দ।

মোট ছ'টা বন্দুক। এক করে বেঁধে ফেলল স্টিম্বল।

'রাজকুমারীকে তুলে আনো। জোরাজুরি করলে মার লাগাবে,' আবার আদেশ দিল ফাহ্‌দ।

আগুন-লাঠির কেরামতি চোখের সামনেই দেখেছে গুইনালদা, কাজেই বাধা দিল না। উঠে এল নীরবে।

'আমি চলে যাচ্ছি শেখ,' ইব্‌নজাদকে বলল ফাহ্‌দ। 'তোমার ভাগ্য ভাল, রাজকুমারীকে পাওয়া গেছে। নইলে আতিজাকেই নিয়ে যেতাম। সে যাকগে। তোমার ধনরত্ন নিচ্ছি না আমি। ওগুলো নিয়ে নিরাপদে দেশে যদি ফিরতে পারো, ভাল। তবে আমার মনে হয় তা পারবে না। ওঝা তোমাকে একটা কথা বলেনি, আমাকে বলেছে। ওই ধনরত্ন নাকি কোন মানুষের সয় না, যে ওগুলো হাতানোর চেষ্টা করে, সে-ই ধ্বংস হয়ে যায়। আমার ওসবে দরকার নেই। টাকার কুমির সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি আমি, ওর কাছ থেকেই টাকা পাওয়া যাবে। আর হ্যাঁ, পিছু নেয়ার চেষ্টা কোরো না। বন্দুক সব নিয়ে যাচ্ছি, পিছু নিলেই মরবে। চলি। খোদা হাফেজ।'

বন্দুকের বোঝা স্টিম্বলের কাঁধে তুলে দিল ফাহ্‌দ। তারপর রাজকুমারীর হাত ধরে টেনে নিয়ে ঢুকে গেল বনের অন্ধকারে। পিছু নেয়ার চেষ্টা করল না ইব্‌নজাদ। ফাহ্‌দ চলে যাওয়ায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সঙ্গে কোন বন্দুক নেই। এ অবস্থায় ফাহ্‌দের পিছু নেয়া বোকামি। তা ছাড়া ধনরত্নগুলো তো আর সে নিয়ে যায়নি।

একটু পরেই তাঁবু তোলার নির্দেশ দিল ইব্‌নজাদ। দলবল নিয়ে রওনা হয়ে গেল। ফাহ্‌দ যেদিকে গেছে ঠিক তার উল্টো দিকে। নিরাপদে কোনমতে দেশে ফিরে যেতে চায় সে।

জ্যোৎস্নায় পথ দেখে এগিয়ে চলেছে ব্লেক। বনের ভেতরে কারও চিহ্ন অনুসরণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিভাবে করতে হয়, কিছুই জানে না। আন্দাজে এগিয়ে চলেছে, চাঁদকে পেছনে রেখে হেঁটে চলেছে নাক বরাবর সামনে। লোক তিনজনকে অনুসরণ করার দরকার মনে করছে না সে, ওরা যদি শহরে গিয়ে থাকে, ব্লেক তাদের দেখা পাবে।

বনের বাইরে বেরিয়ে এল একসময়। সামনে ঘুমন্ত নগরী। চাঁদের আলোয় কেমন ভৌতিক দেখাচ্ছে পুরানো আমলের বাড়িঘরগুলোকে।

শহরে ঢুকে পড়ল ব্লেক। ঢুকেই বুঝল, এটা নিমর নয়, বোহানের রাজত্ব। পাথর বসানো পথ চলে গেছে নিমরের দিকে। সেই পথে উঠে এল সে। হনহন করে এগিয়ে চলল নিমরের দিকে।

বড়জোর শ'খানেক গজ এগিয়েছে, হঠাৎ পেছন থেকে শোনা গেল চিৎকার, 'থামো!'

চমকে ফিরে তাকাল ব্লেক। দশ-বারোজন সশস্ত্র সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে। সামনে শব্দ শুনে সেদিকে ঘুরল। আরও দশ বারোজন সৈনিক বেরিয়ে এসেছে, পথের পাশের বাড়িঘরের আড়ালে লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। পাহারা দিচ্ছিল।

ব্লেককে ঘিরে ফেলল সৈনিকেরা। খুব সতর্ক রয়েছে। লড়াইয়ের সামান্যতম সুযোগ দেয়া যাবে না একে। তাহলে কাউকে জ্যান্ত রাখবে না।

তখনই ব্লেককে ধরে বোহানের কাছে নিয়ে গেল সৈনিকেরা।

'কি হে, ব্ল্যাকনাইট, রাজকুমারী কোথায়?' ক্রূর হেসে জিজ্ঞেস করল বোহান।

চুপ করে রইল ব্লেক।

'সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না!' সৈন্যদের আদেশ দিল বোহান, 'ওকে অন্ধকক্ষে নিয়ে গিয়ে ভরে রাখো। এতরাতে আর কথা বলার ইচ্ছে নেই। নিয়ে যাও। দেখো, যেন পালাতে না পারে।'

দুর্গের নিচে মাটির তলার একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো ব্লেককে। লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে ফেলল পাথরের দেয়ালে গাঁথা আংটার সঙ্গে। আবছা আলোয় দেখল ব্লেক, ঘরে আরও দু'জন বন্দী রয়েছে। কঙ্কালসার দেহ। লোহার চেনে বাঁধা আরেকটা দেহ মেঝেতে পড়ে আছে, কঙ্কালের ওপর জড়িয়ে আছে চামড়া। কত বছর আগে মারা গেছে, কে জানে! দম-আটকে-আসা পচা গন্ধ বাতাসে।

সেখানেই সেই অন্ধকার কারাকক্ষে ব্লেককে ফেলে রেখে আলো নিয়ে চলে গেল প্রহরীরা।

গাছের ডালে ডালে এগিয়ে যাচ্ছে টারজান। ভোর হয়ে এসেছে। পুব আকাশে অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করেছে। শিগগিরই ফুটবে ভোরের আলো।

দলটাকে দেখতে পেল টারজান। ক্লান্ত ভঙ্গিতে পা টেনে টেনে কোনমতে এগিয়ে চলেছে। ইবুনজাদের দলই, কোন সন্দেহ নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিছু নিল টারজান। নিঃশব্দে এগিয়ে চলল ডালে ডালে।। আলো ফুটল। এক জায়গায় বিশ্রাম করতে বসল আরবরা। মেয়েরা আগুন জ্বেলে কফি তৈরি করতে লাগল।

রাজকুমারীকে দেখতে পেল না টারজান। তবে কি তার অনুমান ভুল হলো? ওই তিনজনের সঙ্গেই গেছে গুইনালদা?

শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে? কেন? ঠিক মেলাতে পারছে না টারজান। কোথায় যেন একটা খটকা রয়েই যাচ্ছে।

সারারাত একবিন্দু ঘুমাতে পারেনি। যেখানে বসল সেখানেই শুয়ে পড়ল আরবরা। নাক ডাকাতে শুরু করল।

নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমে এল টারজান। মেয়েদের অলক্ষ্যে একটা লোকের নাকমুখ চেপে ধরল। টুঁ শব্দ করতে পারল না লোকটা। তাকে কাঁধে নিয়ে আবার গাছে উঠে পড়ল সে।

সূর্য উঠল। কফি আর নাস্তা তৈরি করে পুরুষদের ডেকে তুলল মেয়েরা।

মতলগকে কোথাও দেখতে পেল না ইব্‌নজাদ। ভাবল, বোধহয় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছে, ফিরে আসবে এখনি। কিন্তু এল না মতলগ। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল শেখ। সবাইকে জিজ্ঞেস করল, কেউ বলতে পারল না মতলগ কোথায়। কেউই জানে না, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। মেয়েরাও কিছু বলতে পারল না।

খুব বেশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইব্‌নজাদ আর তার লোকেরা। নানারকম আজগুবী গল্প শুরু করে দিল। মতলগের অদৃশ্য হওয়ার পেছনে জিন-পরীর হাত থাকতে পারে বলেও সন্দেহ প্রকাশ করল কেউ কেউ।

হঠাৎ ধুপ্ করে ইব্‌নজাদের সামনে পড়ল কি যেন। চমকে উঠে দেখল, একটা মানুষের কাটা মাথা! মতলগের!

আতঙ্কে সাদা হয়ে গেল সবার মুখ। তাদেরকে আরও আতঙ্কিত করে তোলার জন্যেই যেন বনের ভেতর থেকে ভেসে এল একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর: প্রতিটি রত্নথলির জন্যে একটা করে মানুষের কাটা মাথা!

স্তব্ধ হয়ে গেল লোকগুলো। কাঁপছে থরথর করে। কোথা থেকে এল ওই গায়েবী আওয়াজ! কে হুঁশিয়ার করল! কথাটার মানে কি? এক একটা রত্নথলির জন্যে একজন করে মানুষ মারা যাবে। ফাহ্‌দ ঠিকই বলেছিল। ওই রত্নের ওপর অভিশাপ রয়েছে। যারা হাতানোর চেষ্টা করবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। ফাহ্‌দের মত লোকও ওই রত্নের ওপর থেকে লাভ সংবরণ করেছে।

নিশ্চয় জিনের কাজ! ভাবল ইব্‌নজাদ। আর এক মুহূর্ত ওখানে থাকার সাহস হলো না তার। দলের সবাইকে নিয়ে উঠে পড়ল। ধনরত্নের থলের দিকে ফিরেও তাকাল না আর। সোজা ছুটল নাক বরাবর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে পড়তে চায় ওই ভয়ঙ্কর এলাকা থেকে।

www.BanglaBook.org

ঠাণ্ডা পাথরের মেঝেতে বসে ভাবছে ব্লেক। ভাবছে, আর কোনদিন এই অন্ধকার থেকে মুক্তি পাবে না সে। তাকে ছাড়বে না বোহান। দিনের পর দিন অত্যাচার চালাবে, তিলে তিলে হত্যা করবে।

রাজকুমারী কোথায় আছে?—ভাবল ব্লেক। টারজান কি উদ্ধার করতে পারবে তাকে শয়তান আরবদের হাত থেকে? ফিরিয়ে আনবে নিমরে?

বাইরে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, চিন্তায় বাধা পড়ল ব্লেকের। তালা খোলার শব্দ, খুলে গেল অন্ধকক্ষের লোহার দরজা। হাতে প্রদীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক। নাইটের পোশাক পরনে। ঘরের ভেতর ঢুকল দু'জনে।

'ব্ল্যাকনাইট, আমাদেরকে চিনতে পারছেন?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'হ্যাঁ,' চিনতে পারল ব্লেক। লড়াইয়ের মাঠে পরিচয়। একজন স্যার গাই, আরেকজন স্যার উইলফ্রেড। প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছিল ওদেরকে ব্লেক।

'হ্যাঁ, চিনতে পারছি,' বিষণ্ণ হেসে বলল ব্লেক। 'নিশ্চয় প্রতিশোধ নিতে এসেছেন?'

'প্রতিশোধ?' প্রথমে বুঝতে পারল না উইলফ্রেড। 'প্রতিশোধ না, ঋণশোধ বলুন। হাতে পেয়েও আমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আপনার এই মহানুভবতা কোনদিন ভুলব না।'

'কি বলছেন?' ব্লেক অবাক।

'ঠিকই বলছি। আপনাকে মুক্ত করে দিতে এসেছি আমরা। বোহানের অন্ধকক্ষে আপনার মত হৃদয়বান পুরুষ পচবেন, এটা আমরা সইতে পারব না। আসুন, জলদি করুন, বাইরে নিয়ে যাব আপনাকে।' গাইয়ের দিকে ফিরল উইলফ্রেড, 'ওর বাঁধন খুলে দাও।'

খুলে গেল শেকলের বাঁধন। ব্লেককে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল দুই নাইট। ঘোড়া সাজিয়েই রাখা হয়েছে। ব্লেকের হাতে তলোয়ার তুলে দিল এক নাইট। বলল, 'রাত থাকতে থাকতেই শহরের সীমানা ছাড়িয়ে যান। আবার যদি ধরা পড়েন, আর বাঁচাতে পারব না।'

ঘোড়ায় চাপল ব্লেক। দুই নাইটকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘোরাল।

দুরন্ত গতিতে নিমর শহরের দিকে ছুটে চলল ব্লেকের ঘোড়া।

BanglaBook.org

বাইশ

একটা মরা গাছের পচা ডাল থেকে পোকা ধরে মুখে পুরল বন মানুষের রাজা টয়াট। আশেপাশে খাবার খুঁজে খাচ্ছে দলের অন্য বনমানুষেরা। মেয়েরা কেউ খাচ্ছে, কেউ বাচ্চা সামলাচ্ছে। বড় বাচ্চারা খেলছে ছুটাছুটি করে।

www.BanglaBook.org

গাছের মাথায় কড়া রোদ, বনের নিচে এসে পৌঁছতে পারছে না ঠিকমত, ছায়া ছায়া অন্ধকার, ঠাণ্ডা। বেশ আরামেই আছে বনমানুষেরা।

বাতাসের ভাটির দিক থেকে হেঁটে আসছে তিনজন মানুষ, জানে না বনমানুষেরা। বাতাস বইছে উল্টো দিক থেকে, ফলে মানুষের গন্ধ নাকে আসছে না তাদের। মানুষেরাও জানে না, সামনেই রয়েছে বনমানুষের দল।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে পা টেনে টেনে এগোচ্ছে ফাহ্‌দ। স্টিম্বল আর রাকুমারীর অবস্থা আরও খারাপ, ওরা হাঁটতেই পারছে না। দেখে মনে হচ্ছে, যে কোন সময় হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে। তিনজনের পেটেই খিদের আগুন। কারও কাছেই বোঝা নেই, তাই হাঁটতে পারছে এখনও। ফাহ্‌দের হাতে একটা বন্দুক, স্টিম্বলের হাতেও একটা—আরবদের বন্দুকের বোঝাটা ফেলে দিয়েছে অনেক আগেই।

মরিয়া হয়ে শিকার খুঁজছে ফাহ্‌দ, যে কোন শিকার, যে কোন একটা প্রাণী পেলেই গুলি করবে। আগে পেট ভরানো দরকার, নইলে আর হাঁটতে পারছে না।

হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে এল একটা বনমানুষের বাচ্চা। খেলতে খেলতে দল থেকে একটু বেশি দূরেই চলে এসেছে।

বাচ্চাটাকে দেখেই বন্দুক তুলে গুলি করল ফাহ্‌দ। আর্তনাদ করে পড়ে গেল সেটা।

বন্দুকের শব্দ আর বাচ্চার চিৎকারে চমকে উঠল বনমানুষের দল। বুঝে গেল, আগুন-লাঠি নিয়ে মানুষ এসেছে। অন্য সময় হলে পালাত ওরা। কিন্তু বাচ্চা আক্রান্ত হয়েছে, পালাবে না বনমানুষের দল। মানুষ যতবড় শক্তিধরই হোক, আজ ওদেরকে ছাড়বে না। ভীষণ রাগে গর্জন করতে করতে ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটল ওরা।

বনমানুষের দলকে দেখে ভয় পেয়ে গেল ফাহ্‌দ। বুঝল বাঁচতে চাইলে এখনি পালাতে হবে। স্টিম্বল কিংবা রাজকুমারীকে সঙ্গে নেয়ার কথা মনেও রইল না তার। ঘুরেই দিল দৌড়। তাকে তাড়া করল কয়েকটা বনমানুষ।

একের পর এক গুলি চালিয়ে গেল স্টিম্বল। কিন্তু কতক্ষণ আর? ঘিরে ফেলল তাকে বনমানুষেরা। হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে মুচড়ে ভেঙে ফেলল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

ফাহ্‌দও পালাতে পারল না। ধরা পড়ে গেল।

রাগ থামল এক সময় বনমানুষদের। কিন্তু ততক্ষণে স্টিম্বল আর ফাহ্‌দকে চেনার উপায় নেই। ছেঁড়াখোঁড়া দুটো মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে দু'জনে।

রাজকুমারীর দিকে নজর দিল এবার বনমানুষেরা। সাদা মেয়েমানুষ, তাই তাকে আক্রমণ করল না ওরা। কুৎকুতে চোখ মেলে মেয়েটাকে দেখল রাজা টয়াট। এ রকম একটা সাদা মেয়েকে বৌ করার ইচ্ছে তার অনেক দিনের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আজ পেয়েছে সুযোগ।

আরও একটা বনমানুষের পছন্দ হয়ে গেছে রাজকুমারীকে। সে-ও এগিয়ে এল, হাত চেপে ধরল মেয়েটার।

'খবরদার, গোইয়াড!' চেঁচিয়ে উঠল টয়াট। 'ওই মেয়েটা আমার!'

'না, এটা আমার!' সমান তেজে দাঁত খিঁচিয়ে জবাব দিল জোয়ান বনমানুষ।

'সরে যা বলছি! নইলে খুন করব!' ভীষণ রাগে আরও জোরে চিৎকার করে উঠল টয়াট।

গোইয়াডও হটার পাত্র নয়। বেধে গেল লড়াই। গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে অন্য বনমানুষেরা দেখতে লাগল সে লড়াই। বাহবা দিচ্ছে দু'জনকে। উসকে দিচ্ছে আরও।

রাজকুমারীর দিকে কারও খেয়াল নেই। পায়ে পায়ে পিছিয়ে এল ওইনালদা। বনমানুষেরা খেয়াল করছে না দেখে ঘুরে দৌড় দিল। পড়িমরি ছুট—কোনদিকে আর খেয়াল নেই তার।

ইবনুজাদের দলকে ভয় পাইয়ে দিয়ে ফিরল টারজান। আরবদের দলের অন্য তিনজন যেদিকে গেছে সেদিকে রওনা হলো। রাজকুমারী যদি শহরে গিয়ে না থাকে তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

চলতে চলতে সেই জায়গাটায় এসে পড়ল টারজান। যেখান থেকে ভাগ হয়ে গেছে আরবরা। অনুসরণ করে এগিয়ে চলল সে।

খানিকটা এগিয়ে মোড় নিয়েছে লোকগুলো। ব্লেক এগিয়ে গেছে সোজা। চিহ্ন দেখে বুঝতে পারল টারজান। আরবদের পিছু নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। এগিয়ে চলল চিহ্ন দেখে দেখে।

একনাগাড়ে চলে দুপুরের একটু আগে একটা জায়গায় এসে থমকে গেল টারজান। বন্দুকের আওয়াজ! তার পর পরই শোনা গেল বনমানুষের উন্মত্ত চিৎকার, মানুষের আর্তনাদ। লতা ধরে ঝাঁপ দিল টারজান শূন্যে। লতায় লতায় দোল খেয়ে যেন উড়ে চলল।

লড়াইয়ে মেতে উঠেছে দুই বনমানুষ। লাফ দিয়ে ওদের ওপর পড়ল টারজান। জোরে জোরে কয়েকটা ঘুসি মেরে ছাড়াল দুই যোদ্ধাকে। ধমকে উঠল, 'এই ব্যাটারা, মানুষগুলোকে কি করেছিস?'

হাত তুলে রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডগুলো দেখিয়ে দিল এক বনমানুষ।

ভুরু কোঁচকাল টারজান। একবার পরীক্ষা করেই বুঝল, একটা ফাহ্‌দের লাশ, অন্যটা স্টিম্বলের। আবার জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটা কোথায়? তাকে কি করেছিস?'

টনক নড়ল বনমানুষদের। আশেপাশে তাকাল। তাই তো, মেয়েটা গেল কোথায়?

'এখানেই তো ছিল!' বিড়বিড় করল টয়াট। 'গেল কোথায়?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'খোঁজ!' ধমকে উঠল টারজান। 'জলদি খুঁজে বের কর! মেয়েটার কোন ক্ষতি হলে এক ব্যাটাকেও আস্ত রাখব না আজ।'

বনমানুষের পুরো একটা দল, তাদের সঙ্গে রয়েছে টারজান। বেশিক্ষণ আগে জায়গা ছেড়ে যায়নি রাজকুমারী। সুতরাং তাকে অনুসরণ করে ধরে ফেলতে দেরি হলো না।

প্রায় বেহুঁশ গুইনালদাকে নিয়ে আবার গাছে উঠে পড়ল টারজান।

তেইশ

চিতার মত মানুষের গন্ধ শুঁকে শুঁকে এগিয়ে আসছে একদল মানুষ। ওয়াজিরি যোদ্ধা। গোল পাথরের কুয়ার ধারে টারজানের দেখা পায়নি ওরা। দু'দিন অপেক্ষা করেছে ওখানে। শেষে টারজানকে খুঁজতে লোক পাঠিয়েছে আশেপাশের গাঁয়ে। ওখান থেকে খবর এসেছে—একদল আরবকে দেখা গেছে, তাদের সঙ্গে রয়েছে একজন শ্বেতাঙ্গ, নিমর শহরের দিকে গেছে ওরা। তখন নিমরে রওনা হয়েছে ওয়াজিরিরা।

ইব্‌নজাদের কপাল বড়ই খারাপ। জিনের ভয়ে ছুটতে ছুটতে দলবল নিয়ে এসে পড়ল ওয়াজিরি যোদ্ধাদের সামনে। বাধা দেয়ার ক্ষমতাও নেই, সাহসও নেই। আত্মসমর্পণ করল বাধ্য হয়ে।

পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত।

রাজকুমারীকে নিয়ে নিমর পর্যন্ত যেতে হলো না টারজানকে। তার আগেই ব্লেকের দেখা পেল। একশো যোদ্ধা আর কয়েকজন নাইটকে নিয়ে গুইনালদাকে খুঁজতে বেরিয়েছে ব্লেক।

রাজকুমারীকে ব্লেকের হাতে তুলে দিল টারজান। এবার ফিরে যাওয়ার পালা।

ব্লেক কিংবা গুইনলাদা কেউই ছাড়তে চাইল না টারজানকে। হেসে বলল টারজান, 'আমি এখন যেতে পারছি না। আরেকটা জরুরী কাজ আছে। আরেক জোড়া যুবক-যুবতী আমার পথ চেয়ে বসে আছে। ওদের হাত এক করে দিতে পারলে তবেই আমার ছুটি।'

'আরেক জোড়া! কারা?' জানতে চাইল রাজকুমারী।

'ওদেরকে চিনবে না তুমি। দু'জনেই আরব বেদুইন,' বলল টারজান। ব্লেকের দিকে ফিরল সে। 'মিস্টার ব্লেক, আপনি কবে আমেরিকায় ফিরছেন? রাজকুমারীকে নিয়েই যাচ্ছেন তো?'

'না,' মাথা নাড়ল ব্লেক, 'আমি আর ফিরে যাচ্ছি না। নিমর আমাকে অনেক সম্মান দিয়েছে। এই দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও আমি যাব না।' রাজকুমারীর হাত ধরল সে।

কয়েকটা মুহূর্ত নীরব থেকে টারজান বলল, 'আচ্ছা, চলি। এখানেই যখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছেন, আবার দেখা হবে।'

আর দাঁড়াল না টারজান। দৌড়াতে শুরু করল। লাফ দিয়ে ধরে ফেলল একটা গাছের ডাল। চোখের পলকে হারিয়ে গেল ঘন পাতার আড়ালে।

'আশ্চর্য এক মানুষ!' অনেকক্ষণ পরে কথা ফুটল রাজকুমারীর মুখে।

'হ্যাঁ,' আস্তে করে বলল ব্লেক। 'চলো, শহরে ফিরে যাই। রাজা খুব ভাবনায় পড়ে গেছেন।'

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল মধ্যযুগীয় নাইটদের দলটা।

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG